অমিয় বাণী

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: ***+8801787898470***
+8801915137084
+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'অমিয় বাণী' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ৭ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

অমিয় বাণী

https://drive.google.com/open?id=1t-lkBDoYrC6t_sAYbtQmSXgoEcPneUKd

অমিয় লিপি

https://drive.google.com/open?id=1zBTbYhUNi_5hbyMk4BkExcSP8mTaDU-M

নারীর নীতি

https://drive.google.com/open?id=14w4WE68UgBNXCB7xsSSHIYI-pSlC-U9h

নারীর পথে

https://drive.google.com/open?id=1wh8GH6c9G2CJYJZ2U0TS-9q-fCVQ7ql3

পথের কড়ি

https://drive.google.com/open?id=10xDHlRnij4jD8Pgk7M_Qu8ELB5PZ01Iv

চলার সাথী

https://drive.google.com/open?id=18_qDsHYSjolbP6J6S0FkO1sdCcz6lqqs

তাঁর চিঠি

https://drive.google.com/open?id=1a9v5I-s2PyrAYgiemOKNAXPIwvG6UI3e

আশীষ বাণী ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1IoohjFWI8gvmKAX8r6WqZ3ZvC0ktEbBS

আশীষ বাণী ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1LizCMjM77nC-D9tYxsOJrFQqUekfH5Vr

জীবন দীপ্তি ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1evnUYAnPVlqlnNSrNHl13QYiKOA_wEgu

জীবন দীপ্তি ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1tajL9oz221NocRozT88a2C45xfOTYsJz

জীবন দীপ্তি ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1zu1f908RV7womSrjW7ibm8_UpOsXeivq

সুরত–সাকী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিপি

https://drive.google.com/open?id=1n-4e9YDVVxImDEr-oQvk7G0YuTGJTc0h

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

https://drive.google.com/open?id=1vszRjJSvBEmPeJG8tJKXGhr5MeO-DJ3-

অখন্ড জীবন দর্শন

https://drive.google.com/open?id=1zDDiRtgcvg2unJnjBn50Fnh3wUgkn99h

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অমিয়-বাণী

অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ভূমিকা

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে 'অমিয়বাণী'র সঙ্কলয়িতা কুষ্টিয়ার অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস-মহাশয় পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মহৎ সান্নিধ্যলাভে ধন্য হন—সে বাংলা ১৩২২ সালের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন সাতাশ বছরের যুবা, তাঁর অনুপম দেহকান্তিতে রূপের সাগর ঢেউ খেলে যাচ্ছে, প্রাণ-প্রাচুর্য্যে সারাক্ষণ ঝল্‌মল্ করছেন। তখন সব অসম্ভব-সম্ভব—আজগবী সব কাণ্ড ঘটছে;—সে সব অপূর্ব্বদিনের কথা আজ বিস্মৃতির অন্তরালে। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যতনু ঘিরে তখন কত-শত ভক্ত দিনের পর দিন তাথৈ তালে নাচছে, প্রাণোন্মাদী কীর্ত্তনের মহারোল আর জয়ঢাকের গুম্-গুম্ শব্দে তাঁর চতুষ্পার্শ্বের জনতা জাগছে, ঝাঁকে-ঝাঁকে মানুষ ছুটে এসে কীর্ত্তনের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, পাবনা-কুষ্টিয়া—পদ্মার এপার-ওপার দিয়ে প্রাণের একটা উত্তাল স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে। কীর্ত্তনের প্রমোদ-অঙ্গনে অদ্ভুত অলৌকিক সব ঘটনা ঘটছে, উদ্দণ্ড কীর্ত্তনে ভাবস্থ অবস্থায় কতজন ভক্তের দেহ-মনে প্রেমের অষ্টসাত্ত্বিকী-মহাবিকার ফুটে উঠছে। মানুষ তর্‌তরে হ'য়ে উঠছে। ভক্তপরিমণ্ডল-সহ তিনি স্থান পরিক্রমা করছেন—গ্রামে-গ্রামে, নগরে-সহরে,—প্লাবনের বেগে; আর আপনার স্বভাবগত হাস্যে-লাস্যে, সন্দীপনী সেবা ও সাহচর্য্যে, মধুর ব্যবহার ও অমিয়ঢালা আলাপনে আপামর সকলকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলছেন। এক-একজন পতিত-পতিতার পুনর্জীবনলাভের কাহিনী কী অদ্ভুত চমকপ্রদ—যেন রাজপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যা সোনার কাঠির স্পর্শমাত্রই জেগে উঠছে। আবার, দূর-দূরান্তরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর মহাভাবসমাধির কথা। সে-অবস্থায় তাঁর জীবদেহে জৈবধর্ম্ম নিঃশেষে স্তব্ধ হ'য়ে যায়, অসাড় হিম-শীতল দেহে জীবনের কিছুমাত্র সাড়া ও সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায় না, স্থূলদেহ ও জড়জগতের সর্ব্ব-বন্ধনবিনির্মুক্ত হ'য়ে তিনি চৈতন্য-সত্তায় বিরাজ করতে থাকেন। ডাক্তার, বৈদ্য, বৈজ্ঞানিক, সংশয়বাদী ও নাস্তিকগণ শত-শত বার নানাভাবে পরীক্ষা ক'রেও এ-প্রহেলিকা-পারাবার উত্তীর্ণ হ'তে না পেরে বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে থাকেন। যখন-তখন তিনি জীবন-মরণের সীমারেখা অতিক্রম ক'রে আধুনিক বিজ্ঞানের

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ধারণাতীত অবস্থায় চ'লে যাচ্ছেন। পণ্ডিত-মহলে মহা সোরগোল প'ড়ে গেছে। মৃত্যুর রাজ্যে অধিষ্ঠিত অবস্থাতেই আবার তাঁর অপূর্ব্ব সুন্দর বদনমণ্ডলে দেখা দেয় বিচিত্র রঙ-এর খেলা—কখনো হাস্যোজ্জ্বল, কখনো নীল বিবর্ণ, কখনো অনির্ব্বচনীয় কোন স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, অপূর্ব্ব ভাব-ব্যঞ্জনা নিয়ে ধীর উদাত্তস্বরে তাঁর শ্রীমুখ থেকে নির্গত হতে থাকে অশরীরী বাণী-সমূহ। এই মহা-ভাববাণী বা শ্রুতি-সমূহ শ্রোতৃমণ্ডলীর মনের গভীরতম প্রদেশ আলোড়িত ক'রে তাদের অন্তরে এক মোহনজ্বালা সৃষ্টি করে। পরাবাক্‌রূপী পরব্রহ্মই সৃজন-প্রগতিতে সৃজনবিধির ভেতর দিয়ে রূপ-রস-স্পর্শ-গান-গন্ধে ভরা অনন্ত-বৈচিত্র্য-সমাকীর্ণ সৃষ্টির প্রত্যেক যা-কিছুতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে রূপ হ'তে রূপে, গুণ হ'তে গুণে, অবস্থা হ'তে অবস্থান্তরে বিবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে চলেছে, আর আদি বাক্ সৃষ্ট যা-কিছু সবের পরম জনয়িতারূপে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত আছেন। এই আদি বাক্‌ই প্রথম সত্তা, তিনিই বিশ্ব-আমি, তিনিই সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বর। শ্রীশ্রীঠাকুর মহাভাবস্থ অবস্থায় পরমের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে পরমের ইচ্ছা ব্যক্ত করছেন,—পরাবাক্‌রূপী পরব্রহ্ম জীব-করুণায় বিগলিত চিত্ত হ'য়ে সকলের সর্ব্ববিধ কল্যাণে সেদিন পরম পবিত্র নর-বিগ্রহ আশ্রয় ক'রে যুগধর্ম্ম বিঘোষিত করছেন। পরমকারণ হ'তে রক্ত-মাংস-সঙ্কুল জীবদেহে নেমে এসে পরমকারণের শুধু স্মৃতিমাত্র অবলম্বন ক'রেই নয়, সে-বোধে সহজভাবে সদা প্রতিষ্ঠিত থেকে জনগণ যাতে অন্তরের স্বাধীন ইচ্ছায় তাদের সত্তানুস্যূত আদিম অনুরাগে সচ্চিদানন্দের মূর্ত্তপ্রতীক জীবন্ত আদর্শকে জড়িয়ে ধ'রে তাঁরই অনুশাসনে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে করতে মঙ্গলপথের পথিকৃৎ হ'য়ে সপারিপার্শ্বিক সম্বৃদ্ধিতে, সর্ব্বপ্রকারে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—তার জন্য দুর্নিবার বেগে তাঁর কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়া, প্রয়োজনে ভক্তের বিশ্বাস গভীরতর করার উদ্দেশ্যে আপনার স্বরূপগত যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি অজচ্ছলধারায় প্রকাশ করা, বাস্তব বিজ্ঞানের সুতীব্র আলোকপাতে শাস্ত্র ও দর্শনের কুজ্ঝটিকাজাল সরিয়ে দিয়ে সার্ব্বজনীন মূল সত্যকে জগতে প্রকাশ ক'রে তারই উপর ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবন গ'ড়ে তুলতে হীন পারিপার্শ্বিকের কুটিল আক্রমণ ও ভীষণ-ভীষণ বাধা অতিক্রম ক'রে জনকল্যাণমূলক কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান-সমূহের কী অপূর্ব্ব দক্ষতায় গোড়া পত্তন করা;—সেদিনের অনেক কিছুই ছিল অদ্ভুত, অলৌকিক, ইতিহাসের পাতায় যার সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দিকে-দিকে জনরব রটে

গেছিল, পাবনায় বিশ্বগুরুর আবির্ভাব হয়েছে, কতজন তখন কত ভাব নিয়ে তাঁর দুয়ারে এসে হানা দিত, পরম দরদীর কাছে তাদের পুঞ্জীভূত বেদনার কাহিনী ঢেলে-ঢেলে দিত, কতজন আবার আসত মনে দুর্ব্বহ প্রশ্নের বোঝা নিয়ে—চলার পথের সন্ধান খুঁজে পেতে। মনে প্রশ্নের পাহাড় নিয়ে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কোন একদিন কুষ্টিয়ার বিশ্বগুরুর পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এই গ্রন্থের সঙ্কলয়িতাও।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, অজ্ঞ যারা, ভ্রান্ত যারা, তাদের পথ দেখাতে, জীবনের জয়যাত্রায় যোগ্য ক'রে তুলতে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর দিবানিশি অকাতরে মাণিক ছিটিয়ে যান,—অনুভূতিলব্ধ কত-কত গভীর জ্ঞানের কথা সেই সব। মানুষের আবোল-তাবোল প্রশ্নের উত্তরেও বলেন, আবার প্রয়োজনে নিজেও বলেন। বাবলা-তলায়, পদ্মার চরে, পথে-প্রান্তরে, ভক্ত-জনের গৃহে, জিজ্ঞাসুগণের মধু-আসরে, কত নিভৃতে, কত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে, কত উজ্জ্বল প্রাতে, কত বর্ষণমুখর সন্ধ্যাবেলায় অবিরাম চলেছে এই সুধাবর্ষণ, কিন্তু দুঃখের কথা পরা ও অপরা বিদ্যার এত সব গভীর আলোচনার একাংশও লিপিবদ্ধ রইল না—বিশেষতঃ তাঁর সেকালের কণ্ঠকাকলী-সমূহ। 'অমিয়বাণী'র সঙ্কলয়িতার কাছে জগৎ চিরদিন ঋণী থাকবে এজন্য যে, তিনি বাংলা ১৩২৩ সাল থেকে ১৩২৮ সাল পর্য্যন্ত এই কয়েকটা বছরের কয়েকটা দিনের অন্ততঃ সামান্য কিছু কথা লিপিবদ্ধ ক'রে 'অমিয়বাণী' দুই খণ্ডে ছাপিয়ে গেছেন। বইতে নানা বিষয়ে অনেক কথা বলা আছে, আবার স্থানে-স্থানে এমন কথাও আছে যা সাধারণের জ্ঞানের সম্পূর্ণ দুরধিগম্য দেশের বার্ত্তা, মোটকথা ভগবদ্-বাক্যের এই সঙ্কলন মানুষের তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে অদ্ভুত ভরসা জাগাবে। বহুকাল পরে এই বই আবার ছাপা হলো শ্রীশ্রীবড়দার প্রযত্নে আর এই নতুন সংস্করণে তাঁরই নির্দ্দেশে উভয় খণ্ড বই-এর কথা, সন, তারিখ প্রভৃতি মিল ক'রে একত্র সন্নিবেশিত ক'রে একই খণ্ডে প্রকাশ করা হলো পাঠকবর্গের সুবিধার্থে।

আলোচনা-সমূহের পটভূমিকা-প্রসঙ্গে সঙ্কলয়িতার ভাষায় বলতে গেলে, "আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টি দ্বারা যাহা দেখিতে পাই তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলারই পুনরাভিনয় দেখিতেছি। সেই প্রথম আদিলীলার অধিকাংশ

সময় আমার এবং আমার ন্যায় আরও বহু অজ্ঞ অথচ সহজ-সরল বিশ্বাসী গো-রাখাল সদৃশ ব্যক্তিগণের মধ্যেই তিনি বেশীর ভাগ সময় অবস্থিতি করিতেন। তাহাদেরই সঙ্গে তিনি নৃত্য-গীত, হাস্য-পরিহাস এবং কখনও-কখনও অদ্ভুত অলৌকিক শক্তিপ্রকাশও করিতেন। কখনও আমাদের কোলে-কাঁধে উঠিতেন, কখনও আমরাও অজ্ঞ বলিয়া দুঃসাহসপূর্ব্বক তাঁহার কোলে-কাঁধে উঠিতাম। শীতের কত সারারজনী একই বিছানায়, একই লেপে জড়াজড়ি, হাস্য-কৌতুকে অতিবাহিত হইত। সে-সব এখন স্বপ্নবৎ মনে হয়। মনে হইলে এখন সঙ্কুচিত হই; আমরা কি মূর্খ, কি সম্বলে, কোন্ সাহসে তাঁহাকে লইয়া এইরূপ করিয়াছি ভাবিয়া অবাক হই। আবার মনে হয়, সেও তো তাঁহারই ইচ্ছা, তাঁহারই লীলা, আমাদের সেইরূপ না করিয়া উপায়ও যে ছিল না। এইরূপ গো-রাখালগণের মধ্যে লীলাকালে প্রধানতঃ তাহাদেরই একজন এই অজ্ঞ অধমের প্রশ্নোত্তরে, তিনি তাহাদেরই ভাবে ও ভাষায়, তাহাদের যাহাতে সহজে বোধগম্য হয় এইরূপভাবে অমিয়বাণী বলিয়াছিলেন এবং তাহাই অধম লিপিবদ্ধ করিয়াছিল।'' সঙ্কলয়িতা কর্ত্তৃক লিখিত প্রশ্নোত্তর এই সংস্করণেও অবিকল তাই র'য়ে গেছে, মূলে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, আর, মূলে যদি কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকেও, তাহলে সঙ্কলয়িতার কথা উদ্ধৃত করে বলতে হয়, ‘‘.....তাঁহার সুধামাখা হৃদয়স্পর্শী বাণী-সকল যখন যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের বুঝিবার দোষে বা উপযুক্তরূপে প্রকাশ করিবার ভাষা-অভাবে 'অমিয়বাণী'তে অনেক ত্রুটি লক্ষিত হইতে পারে; তজ্জন্য সুধী ও সাধু পাঠকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা 'অমিয়বাণী' হইতে অধম সঙ্কলয়িতা-কর্ত্তৃক মিশ্রিত নীর ত্যাগ করিয়া বাণীর বক্তা-প্রদত্ত পরম উপাদেয় ক্ষীরটুকুই যেন গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হয়েন।''

বৈচিত্র্যই সৃষ্টি, সৃষ্টিতে সর্ব্বদা এক অপর হতে ভিন্ন, আর এই পার্থক্য সর্ব্বপ্রকারে—রূপে, গুণে, ভাবে, শক্তিতে, যোগ্যতায়; আবার, সমপর্য্যায়-ভুক্তদের নিয়ে এক-একটা গুচ্ছ, তারপর বড় গুচ্ছ, তারপর আরো বড়, এমনি করেই স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত এই সৃষ্টি। কোন বিশেষ 'এক'-এর বা বিশেষ কোন এক গুচ্ছের আশা ও প্রয়োজনও অন্ততঃ কিছু পরিমাণে ভিন্ন, তাই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচার্য্য-পুরুষ বা গুরু-পুরুষোত্তম এক-এক জনকে

বা এক-এক গুচ্ছকে পরিপূরণও করেন এক-এক ভাবে। মাত্র রকমফের,—মূল সত্যের কিন্তু কোন অপলাপই হয় না। 'অমিয়বাণী'র বক্তা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচার্য্য-পুরুষ। তাই বাণী-প্রদানকালে যার বা যাদের জন্য তাঁর বলা তারা যাতে বাণীর মর্ম্ম উপলব্ধি ক'রে ধর্ম্মে-কর্ম্মে সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে পারে সেই বিশেষভাবে বিশেষ ভঙ্গিতেই কথাগুলি তিনি বলেছিলেন।

'অমিয়বাণী' সঙ্কলনের পর সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর অতিবাহিত হ'য়ে গেছে। সেদিনের বীজ আজ মহামহীরুহে পরিণত, আর সেই মহা-মহীরুহের স্নেহশীতল অভয় ছায়ায় জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সারা বিশ্বের অগণিত মানুষ বিশ্রাম ও আশ্রয়লাভে কৃতকৃতার্থ। আজ তাঁর লীলাক্ষেত্র দেশ-বিদেশের অগণন দর্শনার্থী ও ভক্ত-সমাগমে নিত্যই গম-গম করছে,—দিগ্‌দিগন্ত আজ তাঁর যশোগাথায় মুখরিত। তাঁর লীলাভূমিতে আজ কত বিরাট বিরাট জনকল্যাণমূলক কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান মাথাতোলা দিয়ে উঠছে। এক-এক জনের পেছনে দিনের-পর-দিন, মাসের-পর-মাস, বছরের-পর-বছর অতন্দ্র প্রয়াসে জাগ্রত থেকে অগণন মানুষকে কল্যাণ পথের পথিকৃৎ ক'রে আজকের এই কলুষ-কালিমা-ভরা ধরণীর বুকে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর জীবনের বিজয়-বৈজয়ন্তী হাতে নিয়ে প্রচণ্ড দুর্ব্বার গতিতে এগিয়ে চলেছেন। জীবনের জয়যাত্রা আর থামবে না, মানুষ আর অজানা-আঁধারে ঘুরে মরবে না, দুঃখের দীর্ঘ রজনী ভোর হ'তে চলেছে,—সম্মুখে আলোর দীপালী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে জীবনের মোড়ে-মোড়ে অমর ইতিহাস রচনা ক'রে একটা শতদল পদ্মের মত এই প্রেমময় পুরুষের জীবনপদ্মও কেমন ক'রে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে—স্তবকে-স্তবকে, থরে-বিথরে, রূপে-রাগে, বর্ণে-গন্ধে, তারই এক দূর অতীত অধ্যায়ে 'অমিয়বাণী' এক ঝলক আলোকসম্পাত করবে।

ইতি—ইং ৩০।১।১৯৬৬

সৎসঙ্গ
দেওঘর
(বিহার)

বিনীত—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়
সহ-সম্পাদক, সৎসঙ্গ

প্রকাশকের বক্তব্য

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের লীলাকালের প্রথমদিককার কথোপকথন-গ্রন্থ "অমিয়বাণী"। সেই সাধনপ্রবল যুগে সরল ভাষায় কথিত বহু দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব, তাঁর স্ব-স্বরূপের অভিব্যক্তি, আপন-করা প্রেমঘন আচরণ প্রভৃতি এই গ্রন্থের উপজীব্য। এই অমূল্য সুধারসভাণ্ডার প্রতিঘরে রক্ষিত ও পঠিত হ'য়ে মানুষকে দিব্যজ্ঞানসমৃদ্ধ তথা অমৃত-উৎসারী ক'রে তুলুক, এই আমাদের প্রার্থনা পরমপিতার শ্রীচরণে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৯৪

প্রকাশক

সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

'অমিয়-বাণী' শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের প্রথমদিকের লীলাকালের অমিয় সংকলন। গ্রন্থটির সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এতে অতি সহজ ভাষায় মানব-মনের অজস্র প্রশ্নের সমাধান, অধ্যাত্মমার্গে চলার দিকদর্শনসহ বহু বিষয় বর্ণিত—যা' পাঠে মন ঈশ্বরীয় ভাব-প্রাচুর্য্যে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। ঈশ্বর-আপ্তির সহায়তায় এই গ্রন্থটির পঠন, পাঠন ও অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজন।

।। বন্দে পুরুষোত্তমম্।।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
৩০শে ভাদ্র, ১৪১৪

প্রকাশক

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।
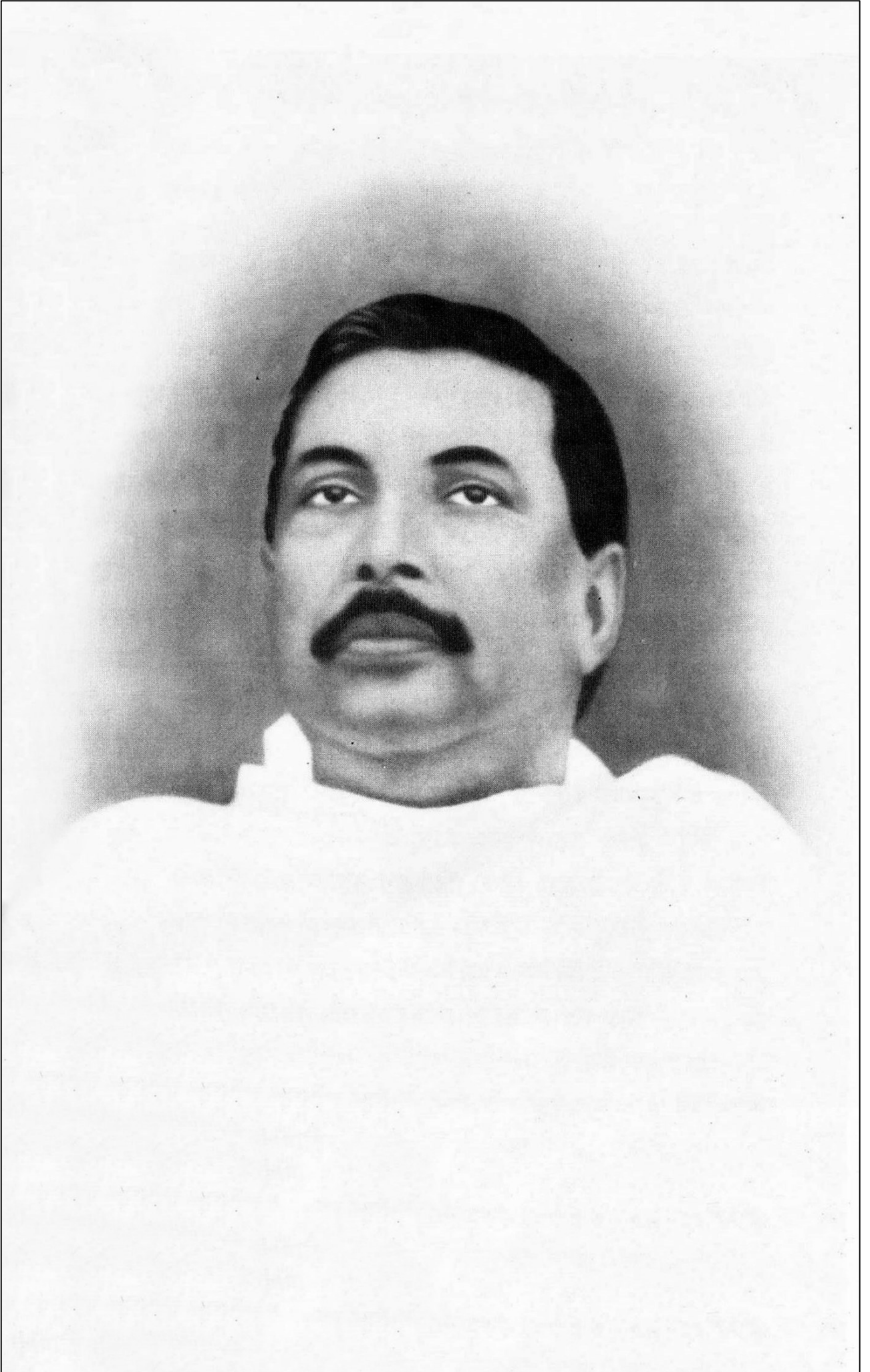
সন ১৩২২

১৩২২ সালের ১৮ই চৈত্র তাঁর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি আমার বন্ধু ও প্রতিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাড়িতে পদার্পণ করেছেন। সন্ধ্যাকালে নিত্যকরণীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা ও আরত্রিক অন্তে প্রফুল্লবাবুর বাসায় তাঁকে দেখতে গেলাম। ঘরে প্রবেশমাত্র প্রফুল্লবাবু আমার নাম ক'রে আমাকে সম্বোধন করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ঐ ঘরে অবস্থিত তক্তপোষের উপর উপবিষ্ট একজন সুন্দরকান্তি যুবাপুরুষ উঠে এসে আমাকে 'দাদা' সম্বোধনে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে নিজক্রোড়ে স্থাপিত করলেন। তাঁর সেই সুমধুর পরমপ্রেমপূর্ণ আহ্বানে ও অঙ্গস্পর্শে আমার শরীর ও মনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন বোধ করলাম; শিরায়-শিরায় যেন সবেগে রক্ত-প্রবাহ ছুটে চলেছে, আপাদমস্তকে যেন তড়িৎপ্রবাহ বইছে—এমনতর বোধ করতে লাগলাম। পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত হতে লাগল, মনে অদ্ভুত আনন্দরস উপলব্ধি হতে থাকল, যেন এক দিব্যভাবে বিহ্বল হয়ে গেলাম। নির্ব্বাক হয়ে এরূপ ভাববিহ্বল অবস্থায় কয়েক মিনিট তাঁর কোলে বসে রইলাম, তারপর যখন বুদ্ধির রাজ্যে ফিরে এলাম তখন তাঁর কোল হতে নেমে এসে অন্যত্র বসাই উচিত মনে হলো, আর কতকটা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কোল হতে নেমে তাঁর পাশেই বসলাম। আমি শুধু অবাক্ বিস্ময়ে ভাবছি—কে ইনি, ইতিপূর্ব্বে কোনদিন তো এঁকে দেখি নাই। কিছুমাত্র পরিচয় নেই অথচ প্রথম দর্শনেই চিরপরিচিতের মত 'দাদা' সম্বোধনে প্রেমালিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে আপনার কোলে স্থান দিলেন। কি আশ্চর্য্য এই মানুষটি—যাঁর প্রথম দর্শন ও স্পর্শনেই এরূপ আনন্দ জাগে। না-জানি যারা সর্ব্বদা তাঁর নিকটে থাকেন, কিরূপ আনন্দরসে তাঁরা নিমজ্জিত থাকেন! ইনিই শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে নানারূপ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ চলতে থাকল। কত কথাই বললেন, কত উপদেশ দিলেন, মোহিত হয়ে সুমধুর বাণী শুনতে লাগলাম। অভয় দিয়ে বললেন, "বহু পাপ করেছি, আমার দ্বারা আর কি হবে, এ-বলে হতাশ হয়ে বসে থাকা ভাল নয়। পাপ করেছেন তা হয়েছে কি? চেষ্টা ক'রে

সহজেই পাপরাশি ধ্বংস ক'রে উন্নতি করতে পারবেন। ভগবানের নাম জপ করবেন, সর্ব্বক্ষণ ভগবানকে স্মরণ করতে-করতে কর্ম্ম করবেন। কামভাব মনে এলে 'মা' 'মা' করবেন। নিজের মায়ের কথা স্মরণ করবেন, আর সব স্ত্রীই 'আমার মা' এই ভাববেন। কিছুই শক্ত নয়, একটু চেষ্টা করবেন, সহজেই আপনার সমস্ত বাধা কেটে যাবে এবং উন্নতি করতে পারবেন।"

এরূপ আরও কত উপদেশ, কত আশার বাণী, কত ভরসার কথা যে বললেন, শুনে হতাশ-প্রাণে বল অনুভব করলাম। এই বিরাট পুরুষ প্রথম দর্শনেই মনের উপর গভীর রেখা অঙ্কিত ক'রে দিলেন।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

[এক]

সন ১৩২৩

ইহার পর সাত মাসের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। এই সাত মাসের মধ্যে ডাক্তার গোকুলচন্দ্র মণ্ডল, এল-এম-এস, প্রফুল্লবাবু এবং আমার অভিন্ন-হৃদয় সমপ্রাণ সখা বীরেন্দ্রনাথ রায়, মোক্তার, তাঁর চরণে আশ্রয়লাভ করেছে। বীরেন তো মোক্তারী ছেড়ে সাধন-ভজন এবং তাঁর আশ্রমে গিয়ে অবস্থান ক'রেই অধিক দিন কাটাচ্ছে।

সপ্তম মাসের শেষে, ১৩২৩ সালের ২৯শে কার্ত্তিক আমার জীবনেও তাঁর প্রভাব সহসা একদিন অদ্ভুতভাবে অনুভূত হ'লো। পরবর্ত্তী বাণীর সহিত তাঁর সম্বন্ধ থাকায় সে-কথা এখানে বলতে হচ্ছে।

এ-সময়েও পূর্ব্ববৎ আমার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অর্চ্চনাদিই চলছিল। ২৯শে কার্ত্তিক বাড়িতে একঘরে একাই শয়ন ক'রে আছি। রাত্রি সাড়ে চার ঘটিকার সময় স্বপ্ন দেখছি—শ্রীশ্রীঠাকুর আমার পাশে ব'সে কানের কাছে দীক্ষা-মন্ত্র ব'লে দিচ্ছেন এবং উহা খুব জপ করতে বলছেন! এই স্বপ্ন দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই বাহির হ'তে বন্ধুবর বীরেন্দ্রের গলার স্বরে আমার নাম ধ'রে কে যেন ডাকল। ঘুম ভাঙ্গলে তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম, কিন্তু কোন লোকজন দেখতে পেলাম না। যাহোক, স্বপ্ন দেখামাত্র এরূপে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় দীক্ষা-মন্ত্র বেশ স্মরণ থাকলো। পরদিন প্রত্যূষে নিকটবর্ত্তী প্রতিবাসীদের নিকট জানলাম যে, আমাকে কেহই তাঁরা শেষরাত্রে ডাকেন নাই এবং বীরেন্দ্র ঐ রাত্রে বাড়িতেই ছিল না—গোপেন্দ্রবাবুদের বাটীতে গিয়েছিল। বেলা ৯টার ট্রেনে সে সেখান থেকে আসল। ইহার অষ্টাহ পরে ঠাকুরের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। এখানে একটা কথা ব'লে রাখি, স্বপ্নে ঐরূপ দীক্ষা পেয়েও তাহা আমি নিঃসংশয়চিত্তে গ্রহণ করতে পারি নাই, আবার একেবারে অমূলক চিন্তামাত্র ব'লেও উড়িয়ে দিতে পারছি না। এ-বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ জন্য

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য পূজনীয় স্বামী সারদানন্দকে সমস্ত অবস্থা জানিয়ে এক পত্র লিখে তার উত্তর অপেক্ষা করছিলাম।

৮ই অগ্রহায়ণ—শ্রীশ্রীঠাকুর যেন আমার প্রতি অনুকূল হ'য়েই আজ সহসা সন্ধ্যাবেলায় আমার কর্ম্মস্থল কুষ্টিয়ায় এসে উপস্থিত হন এবং সর্ব্বাগ্রে আমারই সঙ্গে নদীর ধারে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দেখা হওয়া মাত্র হাসতে-হাসতে 'দাদা' ব'লে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছেন?" পরে একটু হেসে বললেন, "ভালই হয়েছে, বৃথা মনে খট্‌কা লাগিয়ে লাভ কি?" আমি তাঁকে নিয়ে নদীর ধারে বাঁশের একখানি মাচায় বসায়ে বললাম, "লোকে স্বপ্নে যে দীক্ষা পায় তা' মানবে কেন? উহা একটা অমূলক চিন্তামাত্র, hallucination হ'তে পারে, একে সত্য ব'লে গ্রহণ করবো কেন?"

তিনি—কে বলেছে যে একেবারে স্বপ্নকে সত্য ব'লেই গ্রহণ করতে হবে, হ'তে পারে অমূলক চিন্তা, হ'তে পারে hallucination (ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ), আবার হয়তো সত্যও হ'তে পারে; এতে কিছু সত্য যে আদৌ নেই—তাই বা কি ক'রে সহসা বলা যায়। তাই হঠাৎ অমূলক চিন্তামাত্র ব'লে উড়িয়ে না দিয়ে experiment (পরীক্ষা) কিছুদিন ক'রে দেখা ভাল নয় কি? সত্য-মিথ্যা experiment-এ ধরা পড়বে। যদি কিছু ফল experiment-এ না পাওয়া যায় তখন ত্যাগ করলেই হ'লো। ফেলে দিতে তো আর দেরী লাগে না, যখন ইচ্ছে পারা যায়, তবে একটু experiment করে কিছুদিন দেখাই ভাল নয় কি? Experiment ক'রে দেখবার patience (ধৈর্য্য)-টুকু অবশ্য প্রত্যেক reasonable (প্রজ্ঞাবান্) মানুষের কাছে পাবার আশা করা যায়।

ইহার পর স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নিকট লিখিত পত্রের উত্তর পাই। তিনিও লিখেছেন, "যিনি স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছেন, তিনি যদি গুরু হবার উপযুক্ত পাত্র হন এবং সশরীরে বর্ত্তমান থাকেন, তাহ'লে তাঁকে ঐ মন্ত্র শুনিয়ে তাঁর নিকট হইতে পুনরায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"

অতঃপর সমুদয় স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলি এবং তিনি ঐ মন্ত্রের সাধন করতে বলেন ও সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্দেশ ক'রে দেন।

২১শে পৌষ—শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর প্রফুল্লবাবুর বাটীতে ছোট ঘরখানির মধ্যে ব'সে আছেন। এখানকার Deputy Superintendent of Police (ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট) তাঁকে দেখতে এসেছেন। কিয়ৎকাল নানারূপ কথাবার্ত্তার পর পুলিশ-সাহেব বললেন, "দেখুন, আপনি নিজে প্রকৃতই সাধুপুরুষ, খুব ভাল, আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু আপনার নিকট যারা যাতায়াত করে তার ভেতর দু'-একজন political suspect (রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তি) থাকায় পুলিশ আপনার movement (চলাফেরা) watch (লক্ষ্য) করে। ঐ-সব supect-দের আপনার কাছে যেতে দেবেন না।"

শ্রীশ্রীঠাকুর তদুত্তরে বালকের ন্যায় সরলতার সঙ্গে বললেন, "কত লোক যাতায়াত করে, তার মধ্যে suspect কে তা' আমি জানব কি ক'রে?" তারপর কত আকুলতা-সহকারে বললেন, "আর জানলেই বা একজন আমার কাছে এলে আমি তাকে 'এখান হ'তে চ'লে যাও', বা 'এখানে আর এস না' ব'লে তাড়িয়ে দেব কি ক'রে, তা' যে আমি পারিনে; তাতে আমার ভাগ্যে যা' হয় হোক।"

বলাবাহুল্য এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাঁরা বেশী যাতায়াত করতেন তার মধ্যে আমি এবং বন্ধুবর বীরেন্দ্রনাথ political suspect ছিলাম। এর কিছুকাল পরে এই পুলিশ-সাহেব মহাশয়ের আমলেই আমার এবং বীরেন্দ্রর নাম suspect list হ'তে উঠে যায়।

১৩ই মাঘ, শুক্রবার—গত বুধবার হ'তে নদীতীরে তাঁর আশ্রমে আছি। আশ্রমটি নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। প্রকাণ্ড নদী—তার গর্ভে প্রকাণ্ড চর—প্রায় চার মাইলব্যাপী। উপরে অনন্ত নীল আকাশ, সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের অতুলনীয় শোভা। এখানে এলে প্রাণ স্বতঃই বিরাটের চিন্তায় ডুবে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্থানান্তরে গিয়েছিলেন। রাত্রি ১১টায় সেখান হ'তে ফিরে এসে ছোট ঘরখানিতে শুলেন। আমি আদেশমত পাশে ব'সে হাতের আঙ্গুল টেনে দিচ্ছি, তিনি নানা কথা বলছেন, শুনছি। কথাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বোল্লিখিত D. S. P. (পুলিশ-সাহেব) মহাশয়ের কথা উঠলে বললেন,

"লোকটি কিন্তু বেশ! হৃদয়টিও ভাল, ইচ্ছে করে ওকেও আপনাদের মত ক'রে জড়িয়ে ধরি। আবার মনে করি পদস্থ ব্যক্তি, বহুলোকের সাক্ষাতে ও-রকম করলে হয়তো ক্ষুণ্ণ হবে, তাই পারিনে।"

আমি--- প্রফুল্লবাবুর কাছে শুনলাম, উনি গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, ব্রাহ্মভাবাপন্ন। আচ্ছা, স্কুল-কলেজে সামান্য পড়া শিখতে মাষ্টার লাগে, আর ধর্ম্মসাধন কি এতই সোজা যে সে-রকম কোনই সাহায্য লাগবে না?

তিনি—লাগে তো বটেই! আর দেখুন, এক-একটা এমন soul (আত্মা) আছে যাতে অনেক শক্তি concentrated (ঘনীভূত) হ'য়ে আছে; সেখান থেকে শক্তি draw (আকর্ষণ) করা সহজ ব'লে তাঁদের কাছ থেকে নিতে হয়; আর তাঁদেরই বলে সদ্‌গুরু।

আর দেখুন, গুরুর Spirit (ভাব)-টার উপাসনাদি করা ভাল; Spirit-টা নেবেন, খোলটা—শরীরটা নিয়ে বেশী টানাটানি, বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়, তা' করবেন না।

আবার কথা চলছে। আমাদের মনে যে-সব সদ্ভাব সময়ে-সময়ে আপনা-আপনি প্রবল হয়, তাহা লোকের কাছে প্রচার করবার কথায় বললেন, "বুদ্ধি ক'রে, ভেবে-চিন্তে যা' মনে আনতে হয় না, মনে আপনা হ'তে জেগে ওঠে, তা' করবেন; সেটা পরমপিতার আদেশ ব'লে জানবেন।"

নিজের সাধনকালের কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "সাধনাবস্থায় যা' ধ্যেয় ছিল, কিছুদিন সর্ব্বস্থানে সর্ব্ববস্তুতে সেই ধ্যেয় দর্শন হ'ত। তারপর হ'লো কি, ধ্যান করতে গেলে নিজের মূর্ত্তিই কেবল ধ্যানে এসে পড়ে; সর্ব্বত্র নিজেকেই যেন দেখি, নিজেকেই যেন অনুভব করি; আর কিছু ধ্যেয়-টেয় থাকল না। সাকার ধ্যান করতে হ'লে নিজের মূর্ত্তিই নিজে ধ্যান করা হ'ত। একা-একা ব'সে নিজের পায়েই নিজে প্রণাম করতাম; ঐ-রকম করতে ইচ্ছে হ'ত।"

দরিদ্রের দুঃখের কথা হ'চ্ছে। বললেন, "দেখুন, ওদের জন্য বড়ই কষ্ট হয়; বুক ফেটে যায়। দেখুন, আপনাদের দয়াশক্তি-প্রয়োগের ক্ষেত্রস্বরূপ হ'য়ে ওরা কত কষ্ট পাচ্ছে। আপনারা দয়া ক'রে ওদের সেবা ক'রে যাতে ধন্য হ'তে পারেন, সেজন্যই ওরা কত কষ্ট স্বীকার ক'রে রয়েছে।"

দুপুরে পদ্মাতীরস্থ ঘরে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথা হ'চ্ছে। কথায়-কথায় সম্প্রদায়-বিশেষের কথা উঠলে বললেন, "আমার সঙ্গে কি কতক সম্প্রদায়ের লোকদের কথা হয়েছিল। ওরা বলে স্ত্রীলোকের সঙ্গে নানাপ্রকার বিশ্রী ব্যবহার দ্বারা ঈশ্বরলাভের সাধন হয়। আবার বলে কিনা, শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গাদিও ঐরূপ সাধন করেছিলেন। শুনে গা জ্বলে গেল। বললাম, "ওরূপ কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ চাই না। স্ত্রীলোকের সঙ্গে কামক্রীড়া যে কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গের ভগবৎ-সাধনের উপায়, সে কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ চুলোয় যাক্। শালারা সব দেশটা খারাপ ক'রে ফেললে,—কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গাদি মহৎ Ideal পুরুষশ্রেষ্ঠদের নাম পর্য্যন্ত শালারা নিজেদের পাপ-ক্রিয়ার সমর্থনে টেনে আনছে। সাধারণ মানুষ একেই তো বৃত্তিমুখর—ইন্দ্রিয়-ঝোঁকা, তাতে কামক্রিয়াকে ঐরূপ ধর্ম্মের খোলসে প্রচার করলে অজান লোকেরা সহজেই তারই উপর ঝুঁকে প'ড়ে সর্ব্বনাশে গা ঢেলে দেয়। তাহ'লেই ভেবে দেখুন, কি ভীষণ ব্যাপার! ইচ্ছা করে, ঐ সব ভ্রান্ত, বৃত্তিমুখর-ধর্ম্মঝোঁকা বুদ্ধিগুলিকে দেশের সব তল্লাট থেকে ঝেঁটিয়ে সাবাড় ক'রে মঙ্গলধর্ম্মী ক'রে তুলতে। তা' কি আপনারা পারেন না, দাদা?"

একটু পরেই আবার বললেন, "দেখুন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা তো মিথ্যা হ'তে পারে না! তিনি নাকি ঐ-সব সাধনকে পায়খানার দরজা বলেছেন। আমার তো আদৌ ও-সব দরজা ব'লেই বোধ হয় না।"

আমি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঐরূপ সাধন করতে কাউকে উপদেশ দেন নাই, বরং পায়খানার সঙ্গে তুলনা ক'রে নিন্দাই করেছেন। আদৌ কোনো পথ না পাবার চেয়ে ঐ পায়খানার দরজার পথটাও একটা পথ বটে—এই হিসাবে ওর একটা comparative existence (তুলনামূলক অস্তিত্ব) মাত্র স্বীকার করেছেন হয়তো, কিন্তু ঐ দরজা দিয়ে কাউকে ঢুকতে বলেন নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু যদি মোড় ফিরিয়ে যথাবিধি নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে স্ত্রী-আনতিকে জীবনবৃদ্ধির ঘাটে লাগানো সম্ভব হয়, যেমন চণ্ডীদাস-রজকিনী, জয়দেব-পদ্মাবতী,—সে তো একনিষ্ঠ প্রিয়-প্রণয়-উচ্ছল তৃপ্তিময়ী সন্দীপনী প্লাবনের মতন, অতি সুন্দর।

১৪ই মাঘ, শনিবার—কথায়-কথায় আমার খুড়তুত ভাই শ্রীমান রোহিণীর

কথা উঠলো। সে বেলুড়মঠাদি নানাস্থানে ঘুরল, কোথাও তার মন বসল না; কিন্তু যেই প্রভু জগদ্বন্ধুর আশ্রমে গেল অমনি সেখানেই মন ব'সে গেল। এরূপ কেন হ'লো জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "ও-সব যেন jurisdiction (এলাকা) ভাগ করা আছে; যে-যার jurisdiction-এর লোক সেখানেই যাবে এবং গেলে সেখানেই মন বসবে। যতক্ষণ তা' না যাচ্ছে, ততক্ষণ কোথাও মন বসে না।"

আশ্রমে রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আছি, নানাকথা হ'চ্ছে। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "আমি ইচ্ছে করি যে আপনারা material (জাগতিক) এবং spiritual (আধ্যাত্মিক) work (কার্য্য) একসঙ্গে সমানভাবে চালান। কেবল জপ, ধ্যান, ভজনাদি নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকা, জগতের উপকারার্থে কোনও কাজ না করা, এ আমার ভাল লাগে না।"

৫ই ফাল্গুন—আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে আছি। বললেন, "দেখুন, আমার মাথায় এরূপ কল্পনা আসে যে, এখানে সৎসঙ্গ বিল্ডিং, গরীবদের জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয়, অন্ন-সত্র, ছেলেমেয়েদের আদর্শ শিক্ষালয়, যন্ত্রাগার, নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান এ-সব হবে। আপনারা চেষ্টা ক'রে যাতে শীঘ্র হয় করতে পারেন? দেখে তাহ'লে প্রাণটা জুড়ায়। কিন্তু দেখুন, আমার আশ্রম না ব'লে বা আমার নাম-পর্য্যন্ত কাউকে না জানিয়ে করতে পারলে তবে খুব সুখী হব। আমাকে ঠাকুর খাড়া ক'রে ও-সব করলে তত সুখের হবে না। কারণ, কিছুকে ভোগ করতে হ'লেই তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে আমার না করলে তাই কি ভোগ করা যায়? যা' ভোগ করছি সেই ভোগটাই যদি যে-কোন রকমেই হোক্ কাউকে পেয়ে বসে, সে-ভোগ তার দুর্ভোগই হ'য়ে ওঠে,—তা' নয় কি?"

আমি—কিন্তু তা' কি-ক'রে হবে? লোকে যে এ-সকলের source (মূল) কোথায় তা' খোঁজ করবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Source আপাততঃ চেপেই না-হয় রাখলেন! আপনারাই প্রতিনিধিস্বরূপ সব চালাবেন। আমি কিছুর ভেতর না থেকে কেবল বাহির হ'তে আপনাদের ঐ-সব করা দেখে সুখী হব।

আমি—তা' হয় না ঠাকুর, আর হবেও না। আগুন ছাই-চাপায় বেশীক্ষণ

রাখা যায় না, ফুল ফুটলে ঢেকে রাখলেও তার গন্ধ লোকে আপনিই টের পায়, কিছুতেই লোকের জান্‌তে বাকী থাকে না।

১২ই ফাল্গুন, শনিবার—গতকাল রাত্রি ১২টায় আশ্রমে এসেছি। তিনি কথা বলছেন, কথাগুলি যেন inspired (প্রত্যাদিষ্ট) হ'য়ে বলছেন। বলবার সময় চোখ-মুখের ভাব আলাদা হ'য়ে গেছে। বলছেন, "এখানে যারা আসবে, এখানকার সঙ্গ যারা করবে, ... তাদের তা' কখনই বৃথা যাবে না। তারা পরমপিতার প্রসাদী, তারা good-will (সদিচ্ছা) এবং good spirit (সদ্ভাব) দিয়ে ঘেরা রয়েছে।

"যারা good-will নিয়ে আসবে, সেইটাই এখানকার সঙ্গে বেড়ে যাবে। যারা bad-will (কু-ইচ্ছা) নিয়ে আসবে, তাদের সেইটাই বেড়ে যাবে। কিন্তু তাই ব'লে bad-will নিয়ে যারা আসবে, তাদের ধ্বংস হবে না; তাদের ওটা বেড়ে গিয়ে যা' বহুদিন ধ'রে ভোগ হ'তো তা' শীঘ্র-শীঘ্র ভোগ হ'য়ে যাবে এবং চরমে তাদেরও উপকারই হবে। আমার ভাইয়েরা কখনই অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবে না। They shall not be ruined (তারা বিনষ্ট হবে না)।"

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অভয়বাণী শোনালেন। বললেন—"কোনও ভয় নাই। আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি যে, some realisation is guaranteed to everybody who has come within the sight of Super-Soul.* যারা গুরুকে তন-মন-ধন দান করে নাই তাদেরও বাধা হবে না। কারণ, স্বেচ্ছায় দান না ক'রে থাকলেও আপনিই তিনি তা গ্রহণ করতঃ প্রসাদী ক'রে দিয়েছেন। যারা ধ্যানাদি সাধনও নিয়মিত করে না, তারাও অন্ততঃ স্বপ্নেও কিছু-কিছু করবেই—এখানকার সঙ্গের ফলে।"

---

* যাহারা পরম প্রাণের স্পর্শে এসেছে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু অনুভূতি হবেই।

[দুই]

সন ১৩২৪

২৪শে বৈশাখ—বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার বাসায় এসেছেন। গতকাল হ'তে মনে বড়ই অশান্তি বোধ করছি; তাঁকে পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। রাত্রে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, "গুরুমুখ হ'তে হয়। গুরু যা' বলেন বিনা বিচারে ঠিক-ঠিক তাই ক'রে যেতে হয়। তার মধ্যে কোনও প্রশ্ন তুলতে নেই, কোনও বুদ্ধি খাটাতে নেই, তাহ'লে আর পতনের ভয় থাকে না। যে ঠিক-ঠিক গুরুর কথামত কাজ করে তার পতন হ'তেই পারে না; খুব বিশ্বাস ও নির্ভরতা সহকারে গুরুতে আত্মসমর্পণ করলে ভয় থাকে না।"

১০ই ভাদ্র—শ্রীশ্রীঠাকুর আমার বাসায় এসে আজ চৌদ্দ দিন যাবৎ অবস্থান করছেন। আমার স্ত্রী পুত্র-কন্যাদি-সহ পিত্রালয়ে গিয়েছে। বাসায় কোন স্ত্রীলোক নাই। এমন অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থানে বাসাবাটীটা যেন একটা মঠে পরিণত হ'য়েছে; সর্ব্বদাই জনসমাগম, আনন্দের অবধি নাই।

আজ দিনে "কাম কাঞ্চনে বদ্ধ রইলাম"—ব'লে বহুবার তাঁর নিকট অনুযোগ করেছি। রাত্রি গভীর—প্রায় দু'টা, সকলেই নিদ্রাগত। তিনি নানা কথা বলছেন—আমি শুনছি। কথায়-কথায় আবার 'কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হ'লো না'—ব'লে অনুযোগ প্রকাশ করলাম; শ্রীশ্রীঠাকুর এবার যেন একটু উত্তেজিত হ'য়েই উচ্চকণ্ঠে বললেন, "চান্ আপনি কামিনী-কাঞ্চনের হাত হ'তে মুক্ত হ'তে? আচ্ছা বলুন, 'আর আমি কামিনী-কাঞ্চন চাই না।' আমি বলছি, তাহ'লে কাল হ'তে আর আপনার কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হ'য়ে থাকতে হবে না, সব বাঁধন খুলে পড়তে থাকবে কাল হ'তেই। বলুন, বলুন, বলতে পারলেই হয়।" আমি কিছুই বলতে পারলাম না—যেন ভয় পেলাম। আগামীকল্য হ'তেই যদি কামিনী-কাঞ্চন দূর হ'তে থাকে তবে যেন নিরুপায় হ'য়ে পড়বো মনে হ'লো। দেখলাম, মনে এখনও ভোগ-বাসনা প্রচ্ছন্নভাবে বেশ প্রবলই

রয়েছে, তাই কিছু বলতে পারলাম না। হতবুদ্ধি হ'য়ে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে ঠাকুরের পানে চেয়ে রইলাম। ঠাকুর মৃদু-মৃদু হাস্য করতে-করতে বললেন, "আমি জানতাম যে, আপনি এ বলতে পারবেন না; এখনও কিছু দেরী আছে, ব্যস্ত হ'লে কি হবে! সময় এলে সব হবে, তখন আপনিও সাহস ক'রে বলতে পারবেন, 'চাই না কামিনী-কাঞ্চন', তখন আর ওতে বদ্ধও থাকতে হবে না।"

১১ই ভাদ্র—শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রফুল্লবাবু, দু'-একজন ভদ্রলোক ও আমি উপস্থিত। ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "একশ্রেণীর মহাপুরুষ বা অবতার আছেন, যাঁরা কেবলমাত্র সত্ত্বগুণ নিয়ে থাকেন; তাঁদের দেহের দিব্যজ্যোতিতে মানুষ তাঁদের দিকে আকর্ষিত হয় ও ভাবোন্মত্ত হ'য়ে পড়ে। তখন সাময়িক উত্তেজনা সহসা এত প্রবল হয় যে তাঁদের বিষয় নিয়ে জনসমাজে যেন তোলপাড় উপস্থিত হয়। আর, ভগবানের পূর্ণাবতার যিনি আসেন তিনি সব গুণ নিয়ে, জগতের সব ভাবের মধ্যে থেকে সর্ব্ববিধ বহুদিন-স্থায়ী জগন্মঙ্গল সাধন করেন। তাঁদের সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ সব গুণ নিয়েই থাকতে হয়—যেমন শ্রীকৃষ্ণ। বাহির থেকে বোধহয় যেন এঁদের চেয়ে কেবল সত্ত্বগুণাবলম্বী অবতার পুরুষেরাই শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাঁদের অত্যধিক সত্ত্বগুণের প্রকাশে রজস্তমপ্রকৃতির মানবের মনে মহাবিপ্লব উপস্থিত ক'রে সাময়িক উত্তেজনায় তাদের উন্মাদ ক'রে তোলে। প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত শ্রেণীতেই ভগবানের পূর্ণবিকাশ। সকলে কিন্তু তা' বুঝতে পারে না, মহাপুরুষেরা টের পান।"

কিয়ৎকাল পরে বললেন, "এতক্ষণ বুদ্ধির অতীত অবস্থায় থেকে যেন কি ব'লে যাচ্ছিলাম; কিন্তু যেই এই দেহটার কথা ব'লে মন এদিকে এনেছি আর ওসব বলা আসছে না।"

১৫ই অগ্রহায়ণ—সকালে প্রফুল্লবাবুর ঘরে একাকী তাঁর কাছে ব'সে আছি, নানাকথা হ'চ্ছে। বললেন, "দেখুন, এই অহঙ্কারটা বড় জ্বালালে তো। এ তো যায় না।"

আমি—অহঙ্কার, কিরকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুধ খাচ্ছি আর মনে হ'চ্ছে, আমার এই দুগ্ধপানে বিশ্বের

সকলের দুগ্ধ-পিপাসা নিবৃত্তি হোক। আপনিই মনে এরূপ হ'লো, অমনি মনকে বললাম, 'তোর এত কিসের অহঙ্কার যে তুই খেলে বিশ্ব তৃপ্ত হবে?' কিন্তু তাতে মন মানে কই? আবার একটা-কিছু করবার সময় 'আমার তৃপ্তিতে বিশ্ব তৃপ্ত হবে' ইত্যাদি মনে আপনি জেগে ওঠে,—কেন এমন হয় বলতে পারেন?

আমি—যাঁর মন বিশ্ব-মনের সঙ্গে এক হ'য়ে যায়, তাঁর ঐ-রকম বোধ হয় নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, কোনও কিছু feel করা পর্য্যন্ত দায়, মনে হয় বিশ্বসমেত তাহ'লে আমার মত feel (বোধ) করবে।

আমি—নিজের individuality (ব্যক্তিত্ব) বিশ্বের সঙ্গে মিশে গেলে এ-রকম অনুভূতি হয় নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার individual 'I' (ব্যক্তিগত আমি)-টা Universal 'I' (বিশ্ব আমি)-তে মিশে থাকে। যা' করতে যাই তাই Universal হ'য়ে যাবে ব'লে বোধ হয়। আর, ব্যক্তিগতভাবে কিছু করতে বড় ইচ্ছাও হয় না। কোন ব্যক্তিবিশেষের কোন পরিবর্ত্তন আনয়ন করতে ইচ্ছা যদি করি, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত বিশ্বজগতের হিসাবে তার ঐরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক কিনা মনে উদয় হ'য়ে তা' এত ক্ষুদ্র এবং অনাবশ্যক ব'লে বোধ হয় যে তা' আর করা হয় না। ব্যক্তিগত 'আমি' যা' করতে চায়—'বিশ্ব-আমি' তা' করতে দেয় কই?

আমি—নিজের individuality (ব্যক্তিত্ব) বোধ তো সর্ব্বদা রহিত হয় না, তাহ'লে শরীর ধারণ ক'রে থাকা যায় কি ক'রে? আমি বলি, যখন নিজের individuality বা ব্যক্তিত্ব জ্ঞান থাকে, তখন তো অন্যেরও ব্যক্তিত্বজ্ঞান থাকে, সে-সময় আমাদের মনের ভেতর ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন এনে দিলে চলে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-অবস্থায় individual 'I' নিয়ে থাকি সে-অবস্থায় ও-রকম ইচ্ছা যে কখনও হয়নি এমনও নয়। কিন্তু যেখানে যে-অবস্থায় গিয়ে change (পরিবর্ত্তন) ঘটাতে পারা যায়—সেখানে সেই অবস্থায় গেলেই আর ওরূপ করা ঘ'টে ওঠে না। ধরুন, আপনার একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন এনে দিতে

আমার এখনি ইচ্ছা হ'চ্ছে। আমি ঐ ইচ্ছাক্রমে যে-অবস্থায় যে-স্থানে উঠলে পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারি সেখানে উঠলাম। যেই সেখানে ওঠা, অমনি সমস্ত বিশ্বের জন্যে ঐ পরিবর্ত্তন আনার কি আবশ্যকতা আছে তা' নজরে এসে পড়ে। আর আপনার কেবল এই life (জীবন)-টার প্রতি নজরটা আবদ্ধ থাকে না, আপনার অতীত এবং ভবিষ্যৎ জীবন সমস্তটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং সহসা পরিবর্ত্তন ঘটানোর আবশ্যকতা দেখি না।

আমি—যারা আপনার কাছে আসে তার মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন লোকের ইচ্ছা যে আপনি তাদের ভেতর সহসা একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এনে দেবেন। কিন্তু যখন দেখে যে আপনি সহসা পরিবর্ত্তন এনে দিয়ে একটা ভেল্কির মত কিছু করেন না, তখন তারা হতাশ হ'য়ে পড়ে—কেন আপনি তা' করেন না তারা তা' বুঝতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু দেখুন, সদ্‌গুরু সহসা মনের ভেতরের কোন পরিবর্ত্তন না ঘটালেও তাঁর প্রদত্ত শক্তিসম্বলিত নাম (মন্ত্র) আপনিই ক্রমে-ক্রমে কাজ করতে থাকে এবং পরে ধীরে-ধীরে নির্ব্বিঘ্নে অথচ অপেক্ষাকৃত সহজে ও সত্বর পরিবর্ত্তন হ'য়ে যায়। একটু ক'রে দেখলেই সবাই বুঝতে পারে। আর, যদি নাম গ্রহণ ক'রে কিছু নাও করে, তথাপি ঐ নামের শক্তির হাত কিছুতেই এড়িয়ে যাবার যো নেই, ও জন্ম-জন্মান্তর পর্য্যন্ত লেগে থেকে কাজ করিয়ে নেবেই এবং তদ্ধেতু মুক্তিলাভ বহুগুণে সুলভ হবে। যাক্, আমি বলছিলাম কি—আমার ঐ অহঙ্কার যায় কিসে বলতে পারেন?

আমি—পারি, বোধহয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিসে?

আমি—বিশ্বজগৎ মুক্ত হ'লে অর্থাৎ একত্বে উপনীত হ'লে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন?

আমি—বিশ্বজগৎ একত্বে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাত্মা বা Universal 'I' -এর তৃপ্তি হচ্ছে না। আর, যাঁর মন বিশ্বমনের সঙ্গে এক হ'য়ে, যিনি নিজের আমিত্ব বিশ্ব-আমিত্বের সহিত এক ক'রে ফেলেছেন, সমস্ত বিশ্বের আমিত্ব অনুভব করছেন, তিনিও কাজেই সমস্ত বিশ্ব মুক্ত না হওয়া

পর্য্যন্ত ও-অহঙ্কারের হাত হ'তে নিস্তারই বা পেতে পারেন কেমন ক'রে?

আমি ভাবছি—সাধারণ সাধক নিজের individuality (ব্যক্তিত্ব) হারিয়ে যেখানে গিয়ে নির্ব্বিকল্প অবস্থা বোধ করেন—ইনি বিশ্বমনে সর্ব্বদাই নিজ-মনকে মিশিয়ে ফেলে সে-অবস্থায় গিয়েও নির্ব্বিকল্প ভাব বোধ করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবেই তো, বিশ্বের মুক্তি কিসে হবে, কতদিনে হবে?

আমি—(হাসিয়া) তাই তো ভাবছি! তা' আপনি ভেবে দেখে একটা উপায় করুন, নইলে নিস্তার কই? এ যে বড় দায়েই ঠেকেছেন দেখছি।

পৌষ—নদীয়া জেলার খোকসা-জানিপুর স্কুলবোর্ডিং-এ হেড-মাষ্টার শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও আমি ব'সে আছি। মাষ্টার-মহাশয়েরা সব স্কুল করতে গেছেন। নানাপ্রসঙ্গে কথা হ'তে-হ'তে ঠাকুরের সর্ব্বোচ্চ সমাধি অবস্থায় কিরূপ উপলব্ধি হয়, তাই জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে বললেন, "সে-অবস্থা কথায় ঠিক ব্যক্ত করা যায় না। যেমন ক'রেই বলতে চেষ্টা করা যাক্, প্রকৃতরূপে তার description (বর্ণনা) দেওয়া যায় না। কথা দিয়ে বলতে গেলেই সে-অবস্থার তুলনায় যেন মিথ্যা বলা হয়। তা' ঠিক-ঠিক বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।"

আমি—তবে কি সে চরম অবস্থা nothing (কিছু না) হ'য়ে যাওয়া; তার কি কিছুই স্মৃতি থাকে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Nothing (কিছুই না) হ'য়ে যায় না বটে, তবে সে nothing কি not-nothing তা' ব'লে বুঝান দায়।

আমি—তবে আর nothing নয় বলেন কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন জানেন, যেমন একটি লোকের খুব গাঢ় নিদ্রা হয়েছে, স্বপ্ন আদি কিছুই দেখে নাই। তারপর ঘুম ভাঙ্গলে তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কেমন ঘুম হয়েছিল, তখন তুমি ছিলে কি nothing হ'য়ে গেছিলে? তাহ'লে সে বলবে কি? সে বলবে, nothing হ'য়ে যাই নাই, ছিলাম এবং ঘুম ভালই হয়েছিল। কারণ, ভাল ব'লে যেন একটা স্মৃতির মত আছে, একটা refreshed হবার ভাব এখনও আছে, আর ভাল ব'লে যখন স্মৃতির মত

আছে, তখন নিশ্চয় ভালই বোধ করেছিলাম এবং তা' বোধ আমিই করেছি, কাজেই তখন nothing হ'য়েও যাই নাই। তবে তদবস্থায় ঠিক-ঠিক কেমন বোধ হয়েছিল তার detailed (বিস্তারিত) বর্ণনা দেওয়া যায় না। এও কতকটা সেইরূপ; স্মৃতির হিসাবে, বাক্যে এইমাত্র বলা যায় যে খুব আনন্দানুভূতি, আনন্দস্বরূপ হ'য়ে যাওয়া।

আমি—আরও একটা জিজ্ঞাস্য আছে। যতসব লোক আপনার কাছে এসে কৃপা পায় তারা সবাই একরূপ বোধ করে না। কেউ দেখি বেশ অনুরাগী এবং আদেশমত সাধন-ভজন বেশ করে। আবার কেউ হয়তো তেমন নয়, অথচ যাতায়াত করাও ছাড়তে পারে না, এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, ও কেমন জানেন? যেমন একটা বিড়াল কি কুকুর যদি আপনার দিকে সুমুখ ক'রে লেজ নাড়তে-নাড়তে কাছে আসে এবং কথামত কাজ করে, সে আপনার অনেকটা দেখতে পায় ও অনুরাগী হ'য়ে চলে; আবার, আর একটার লেজ ধ'রে টেনে যদি কাছে আনতে থাকেন, সে যেমন আপনার সবটা দেখতে পায় না এবং অনুরাগী তো হয়ই না, বরং কাছে আসতে চায় না, মাটি পা-দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চায়, ঝটাপটি ক'রে মাটি আঁচড়ে অস্থির করে কিন্তু লেজ হাতে থাকায় কাছে না এসেও পারে না—ও অনেকটা সেইরূপ।

১০ই চৈত্র—শ্রীশ্রীঠাকুর আমার বাসায় খাটের উপর শুয়ে আছেন। বীরু, যোগেন, সতীশ জোয়ার্দ্দার, ডাক্তার প্রভৃতি উপস্থিত। যোগেন প্রশ্ন করল—"মরার সময় কিভাবে বুঝতে পারবো কোন্ দেশে বা যাচ্ছি আর কিরকমই বা হ'চ্ছে?"

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিত্রগুপ্তের কথা শুনেছেন তো? সারাজীবনের কার্য্য ও চিন্তার চিত্র মৃত্যুকালে মূর্ত্তিমান হ'য়ে একে-একে দেখা দেয়, তারপর সব চিত্র গুপ্ত হ'য়ে গেলে light (জ্যোতি) দেখা যায়। যাদের সেই জ্যোতির সঙ্গে পরিচয় আছে (অর্থাৎ মৃত্যুকালের পূর্ব্বেও যারা সাধন দ্বারা সেই জ্যোতি দর্শন করেছে) তাদের সে-সময় ভয় হয় না; তারা তাই ধ'রে ব'সে থাকে, আর সদ্‌গুরু সেই জ্যোতির মধ্যে এসে দাঁড়ান, তখন পরিচয় হ'য়ে যায়। আর ভয় থাকে না।

যোগেন—আচ্ছা, মরার সময় ভয় পায় কি? এই যে সব যমদূতের বিকট

চেহারা দর্শনে ভয় পাবার কথা শুনা যায়, তা' সত্য নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের ভাব সব মৃত্যুকালে এক-একটা form (আকার) নিয়ে তো সম্মুখে আসে। ধরুন, কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি খারাপ নজর যদি থাকে, তবে মরার সময় ঐ খারাপ ভাবটা form নিয়ে সামনে আসবে, আর, খারাপ ভাব যে form নেবে তা' মনোহর তো হবে না, বিকটই হবে, কাজেই তা' দেখে ভয় হ'তেই পারে।

যোগেন—আচ্ছা, সদ্‌গুরু ধরায় অবতীর্ণ হ'লে যারা তাঁকে আশ্রয় করে তারা কি সকলেই মুক্ত হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, যারা তাঁকে প্রকৃতই আশ্রয় করে, তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাদের সকলকেই তিনি মুক্তি দেন।

১৯শে চৈত্র—দুপুরবেলা আবার ঠাকুর-ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর খাটের উপরে ও পার্শ্বে বীরু, নীচে যোগেন সরকার, সতীশ জোয়ার্দ্দার প্রভৃতি ও আমি উপবিষ্ট। কৌতুকভরা কাটাকাটা কথা চলছে—বেমিল বালক-চপল আবোল-তাবোলের মতন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—"বীরুদা, সূর্য্যের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন যেদিন দেখা যাবে সেদিন আমার দেশে চলে যাব। কারণ, সূর্য্যই যদি আমাদের জীবনপ্রবাহ চলার অনেকগুলির একটা প্রধান factor হয়, তাহ'লে যে-factor থেকে life-এর impetus আমরা পাচ্ছি, সূর্য্যের ভেতরকার পরিবর্ত্তনের সহিত যদি সেই factor-এর অপলাপ হয় বা শারীরিক উপাদানের এমনতর পরিবর্ত্তন ঘটে যা'তে নাকি ঐ factor-এর life-impetus ধ'রে আমরা জ্যান্ত থাকতে পারি না—তাহ'লে কি-ক'রে বাঁচতে পারি?"

বীরু—কী রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে করুন, সূর্য্যের মধ্য-দিয়ে একপথ দিয়ে নেমে এসেছি। সে-পথে কি-রকম মনে হয় শুনবেন? এখান হ'তে সে-পথে যেতে হ'লে বামদিকে ঘোর অন্ধকার, আর দক্ষিণদিকে—ঠিক দক্ষিণে নয়, একটু কোণাকুণি—কেবল আলো। সেই পথ-দিয়ে যাওয়ার পর ৪৪ হাজার planets, তার মধ্যে একটা ক্রমে-ক্রমে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে—এমনতর প্রত্যক্ষের মতন। আমার এমনতর কল্পনার কি কিছু দাম আছে?

যোগেন—আচ্ছা, সেই planet-গুলির centre কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা আর-একটা Sun-কে centre ক'রে ঘুরছে। আবার এরূপ লক্ষ-লক্ষ সূর্য্যের আর একটা বড় সূর্য্য আছে।

যোগেন—Sun-এর ভেতর-দিয়ে যেতে শরীর পুড়ে যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sun-এর ভেতরটা বেশ ভাল, বাইরের দিকেই গরম।

যোগেন—আপনার দেশে যেতে হ'লে এই সমস্ত বিভিন্ন-বিভিন্ন স্তর ভেদ ক'রে তো যেতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

যোগেন—এ-সব স্তরে জীব নাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে।

যোগেন—তাদের শরীর কি আমাদের মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তা' ঠিক নয়। এখন এ-শরীরে নিজের আমিত্বটা অনুভব করছেন ব'লে এর তুলনায় তার কথা বলছেন। কিন্তু সে-শরীরে আমিত্ব অনুভব করলে আর এ-শরীরের তুলনায় তাকে বোধ করতে চাইবেন না;—এর হিসাবে সে-শরীর শরীর নয়।

যোগেন—পৃথিবীর চেয়েও lower region-এ আমিত্ব অনুভব করা যায় তো। তখন কি-রকম বোধ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, সব plane-এই from lowest to highest আপনার অস্তিত্ব আছে। যখন যেটুকু বোধ করেন তখন সেটুকু ছাড়া অন্যস্থানে কিরূপ অনুভূতি ঘটে তাই জানতে ইচ্ছা হয়। যখন সব plane-এ সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বব্যাপী আমিত্ব অনুভূতি ঘটে, তখন আর ও-প্রশ্ন থাকে না। স্থাবর, জঙ্গম, দেবতাদি সবতা'তে এক বিশ্বব্যাপী আমিত্বের অনুভূতি হয়, আবার ইচ্ছা হ'লে একটা কোনও স্থানে বিশেষভাবে সেই আমিত্ব অনুভূতি রেখে অপর স্থানগুলি হ'তে ঐ অনুভূতি কতকটা রহিত ক'রেও থাকা যায়।

যোগেন—আপনি যখন আপনার দেশ থেকে আসেন তখন কি-রকম দেখলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(পরিহাসব্যঞ্জক শান্ত ও সমাহিত ভঙ্গীতে)—আমি যখন এক-এক দেশের ভেতর-দিয়ে নেমে আসতে লাগলাম, তখন সেই-সেই স্থানের সব জ্যোতির্ম্ময় পুরুষেরা আমাকে খুব reception দিল। সে-reception ভাষায় বর্ণনা করা কষ্টকর। তবে খুব বড় রকমের reception—যত বড় conceive করতে পারেন।

যোগেন—এ-দেশে এসে আপনার এ-সব বরাবর কি মনে ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, প্রথমতঃ মনে থাকে না, তবে কেমন একটা ভাসা-ভাসা ভাব থাকে। কিন্তু জগতে এসে যখন সেরূপ ভাবের সঙ্গে কিংবা কথার সঙ্গে দেখা হয়, কি শুনা যায়—তখন মনে পড়তে থাকে।

যোগেন—আচ্ছা, আপনার দেশে আমায় নিয়ে যান না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গেলেই হয়, ইচ্ছাই করেন না!

যোগেন—আমাদের তো আর এ-দেহ নিয়ে যাবার যো নেই। ম'রে গেলে যাওয়া যাবে তো? নিয়ে যাবেন তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গেলেই হ'লো! নাম অন্ততঃ ঘুম থেকে ওঠার সময়ে ও শোবার সময় করবেন। অন্ততঃ একটা ছাপ দিয়ে রাখবেন যে আপনাকে তখন চিনে নেওয়া যায়। আপনি কোন্ দেশের লোক তা' তো চিনে নেওয়া দরকার!

২২শে চৈত্র—কুষ্টিয়ার প্রফুল্লবাবুর ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর, বিরাজদা, প্রফুল্ল, গোকুলবাবু আর আমি। রাত্রি ১টা, গোকুলবাবু ও প্রফুল্ল নিদ্রিত।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বেদান্তীরা যে পরমব্রহ্ম বা অদ্বৈতানুভূতির কথা বলেন, তার বর্ণনা এবং সন্তমতের চরমধাম প্রাপ্তির বর্ণনা দ্বারা বোধ হয় যে উভয়ই যেন এক অবস্থার কথা বলছেন। কিন্তু সন্তমত তো বেদান্তীর ব্রহ্মকে চরমতত্ত্ব ব'লে স্বীকার করেন না—এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুয়েরই বর্ণনা কথা-হিসাবে প্রায় এক হ'লেও প্রকৃত অনুভূতি-হিসাবে কিছু তফাৎ আছে। সেই চরম অনুভূতির দু'-এক স্তরের মধ্যে তফাৎ এত সূক্ষ্ম, সামান্য ও অনধিক যে তাহা পৃথক-পৃথক-ভাবে অনুভব করা ও তাহার বর্ণনা করা প্রায় সাধ্যাতীত,—কোটি-কোটিতে দু'-এক জন পারেন।

কাজেই তাঁদের দু'-এক জনের কথার সঙ্গে অনেকের সামান্য তফাৎ হয়। তবে সে-সব স্তরের বর্ণনার তারতম্য এত কম যে তা' নিয়ে মারামারি করা অনাবশ্যক। আগে তার কাছাকাছি গিয়েই দেখুন, তারপর যা' হয় হবে।

[তিন]

সন ১৩২৫

জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—প্রাতে আশ্রমে পৌঁছিলাম। মধ্যাহ্নে কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—"দেখুন, আপনাদের কাছে যখন সকলে তাদের অগুণের কথা খুলে বলতে পারবে, আর আপনারা সেগুলো স'য়ে নিতে পারবেন তখনই তাদের welfare-এর জন্য তীব্রবেগে কাজ করতে পারবেন। জগতের তথাকথিত পাপী-তাপী তর্‌তর্‌ ক'রে উদ্ধার হ'য়ে যাবে। আপনাদের কাছে এখন তো তা' সবাই বলতে পারে না। কারণ, আপনারা তো লোকের অগুণগুলো স'য়ে নিতে পারেন না! অমনি তাদের প্রতি ঘৃণার ভাব জেগে ওঠে,—আর তাদের উদ্ধারের জন্য লাগতে পারেন না। এ-হ'লে তো হবে না! জানেন তো বেদান্তের প্রথম সূত্রই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা", তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের প্রথম সূত্র—'ঘৃণা-লজ্জা-ভয়—তিন থাকতে নয়'—আপনাদের তা' বিশেষ ক'রে assimilate ক'রে নিতে হবে।

আবার বললেন—"দেখুন, আপনি, বীরুদা প্রভৃতি মোক্তার তো আছেনই। এখন এই ক্ষুদ্র মোক্তারী ছেড়ে সেই সম্রাটের সম্রাট পরমপিতার দরবারে, জগতে যাদের পাপী-তাপী বলে—সেই আসামীদের পক্ষে মোক্তারী করতে লাগুন। আপনারা মোক্তারেরই জাত, আসামীর জাত নন্‌, আপনারাই তো তা' করবেন, তাদের defend করবেন, খালাস ক'রে দেবেন। মক্কেল অন্যায় করেছে ব'লে তাকে ঘৃণা করলে তো তার উপকার করা যাবে না—বরং 'করেছ করেছ অন্যায়, এখন এরূপ-এরূপ ক'রে চল এবং আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব'—ব'লে তাকে খালাস হওয়ার পন্থায় নিয়ে যেতে হবে, এবং পরিণামে তাকে খালাস ক'রে দিতে হবে। এইতো আপনাদের কাজ। প্রফুল্লবাবুর ওকালতী, আপনাদের মোক্তারী—সব এই পাপী-তাপী ব'লে কথিত আসামীদের পক্ষে পরমপিতার দরবারে করতে হবে। লেগে যান, নেমে

পড়ুন, তাহ'লে ক্রমে-ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। অন্যায় করছে ব'লে তাদের accuse না ক'রে, দূরে ঠেলে না দিয়ে, বুকে তুলে নিয়ে, এখন সংশোধনের সহজ পন্থা—যা' আপনারা জানেনই—তাই দেখিয়ে দিয়ে ভালবেসে সংশোধন ক'রে নেন। খুব সহজে তা হবে তা' তো জানেন; range আপনাদের কতদূর তা' তো জানেনই। কোনও ভয় নাই, চিন্তা নাই, নির্ভয়ে Kingdom of Brotherhood প্রতিষ্ঠা করুন; পরমপিতার সব সন্তানকে ভাই ক'রে নেন; জগৎকে উদ্বুদ্ধ করতে লেগে যান। মারামারি-কাটাকাটি নাই, বুকে আলিঙ্গন ক'রে ভাইকে তুলে নিতে, প্রেমের দ্বারা জগৎ জয় করতে পারবেন, লেগে যান। পরমপিতার favoured child হ'য়ে এখনও সামান্য ক্ষুদ্র মোক্তারী নিয়ে ব'সে আছেন, তাঁর কোর্টে মোক্তারী করতে লেগে যান। বোঝেন না, আপনাদেরই তো এ অধিকার; এত অধিকার, এত সুবিধা থাকতে এমনভাবে ছোট হ'য়ে থাকতেই তো লজ্জা হয়।"

আষাঢ়—শ্রীশ্রীঠাকুর—"দেখুন, যখন তাঁকে মানতেই চান, বিশ্বাস করতেই চান, তখন সাধন-ভজন ভাল করতে পারছেন না ব'লে আক্ষেপ করার দরকার কি? তাঁকে বিশ্বাস করুন, তিনি তাহ'লে সব ক'রে দেবেন, তিনি আপনাদের হ'য়ে যাবেন। তাঁকেই পাবেন, আর তাঁকে যা' ব'লে বিশ্বাস করেন, আপনাদের করা বিশ্বাস-অনুপাতিক হ'লে তাই পাওয়া হবেই,—কোন ভয় নাই।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।"

আবার কথা হচ্ছে। আমি বলছি—আমরা বিশ্বগুরুর সন্তান ব'লে গর্ব্ব করি। করাটাও তো ভুল নয়, কারণ, নিজের জ্ঞান, বিশ্বাস, বুদ্ধি-বিদ্যার দ্বারা এতদিন যা' বুঝলাম তাতে দেখতে পাচ্ছি—সত্য-সত্যই অসীম কৃপালাভে ধন্য হয়েছি ও হচ্ছি, কৃতকৃতার্থ হয়েছি। কাজেই তা' অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আবার বিশ্বগুরুর সন্তানের শোভা পায় না এমন কত কাজও ক'রে ফেলছি। তাতে মানুষে reasonably তো ঠাট্টা করতেই পারে, বলতে পারেই—'যদি বিশ্বগুরু পেয়ে থাক তবে এমন কাজ কেন কর? তোমাদের

ব্যবহারে প্রকাশ যে তোমরা তা' পাও নাই, বিশ্বগুরু-টুরু ওসব বাজে কথা।' তখন মনে বড় আঘাত লাগে—কারণ, নিজের দোষে পিতাকে পর্য্যন্ত খাটো করা হয়, কাজেই আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, ছেলে খারাপ কাজ করলেও বাপ তো তাকে ছেলে ব'লে অস্বীকার করতে পারে না, ছেলেও নিজে খারাপ হ'লেও বাপকে অস্বীকার করতে পারে না; কাজেই সাবধান হ'য়ে চলতে হয় যাতে পিতৃনিন্দা না শুনতে হয়। আর, আপনাদের দোষ দিয়েই বা কী হবে? প্রথম-প্রথম ওরূপ হ'য়েই থাকে। আবার, যখন বুঝতে পেরেও সৎকার্য্যে বিশেষরূপে প্রবৃত্তি ও অসৎকাজে বিশেষরূপে নিবৃত্তি না আসে, তখন মানুষ খুব প্রার্থনা ক'রে থাকে। আর—

'জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি-

স্ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'

এই position নেয়, কিন্তু ঐ বললেই চলে না। এ-রকম অবস্থায় প'ড়েও যদি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে বলে—'তোমায় ছেড়ে এক পা-ও নড়বো না। আর, আমার যাই হউক, তুমি আমায় যেমন ক'রে চলতে বল তেমনি ক'রেই চলবো।' আর, করায়-বলায় তেমনি চলনে চললে তার অগুণগুলো আপনা-আপনি খ'সে পড়তে থাকে। বীরুদা ঐ position কতকটা নিয়ে আছে, তাইতে বিশেষ আত্মগ্লানি ভোগের হাত হ'তে অনেক বেঁচে আছে।

১৭ই আশ্বিন, শুক্রবার—আশ্রমে এসেছি, কথায়-কথায় ধ্যানকালে যে-সব দর্শন হয় তারই কথা উঠ্‌লো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "ওই সব দর্শনের কথা ব'লে বেড়ান, ওরই আলোচনা, ওতে আসক্তির পরিচায়ক, ও একটা বন্ধন-বিশেষ। ওর আলোচনায়, ওর অহঙ্কারে আট্‌কে থাকলে চলে কি? তাঁর সাক্ষাৎকার চাই, পরমতত্ত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করা চাই।"

কোনও একটি সম্প্রদায়ের কথা উঠেছে। বললেন, "ওরা এক-দিকে খুব ভাল ও একদিকে খুব খারাপ করেছে। ওদের সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা, কষ্টসহিষ্ণুতা খুব ভাল। কিন্তু তত্ত্ব বাদ দিয়ে ওরূপভাবে মানুষ প্রচার খুব খারাপ হ'চ্ছে—ruinous (বিধ্বংসী)।

"মানবে ব্রহ্মাধিষ্ঠান বোধে তাহা প্রচার করতে গেলে ইহা বলা চলে না যে, শুধু ঐ মানবেই পূর্ণব্রহ্ম নিঃশেষে প্রকাশিত, আর কোথাও তাঁর প্রকাশ হ'তে পারে না বা নাই; ওটা মস্ত ভুল। একস্থানে তিনি অবতীর্ণ, প্রকাশিত হ'লে যে আর কোথাও হ'তে পারবেন না এমন নয়। তিনি একই সময়ে বহু আধারেও প্রকাশিত হ'তে পারেন। যার একাধারে প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন হয়, তার সেই সঙ্গে-সঙ্গে সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শন হয়—"যাঁহা-যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা-তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" সে কেবলমাত্র একস্থানে তাঁর প্রকাশ, অন্যত্র নাই, এরূপ বলতে পারে না। সে বলবে সবস্থানেই তিনি, এ-আধারেও তিনি। তবে প্রকাশের ডিগ্রীর কম-বেশী থাকতে পারে, সে তাঁর ইচ্ছা। তাই ব'লে তিনি একই সময়ে বহু আধারে প্রকাশিত হ'তে পারেন না, এ বলা যায় না। আবার ইচ্ছা করলে তুল্য রূপেও almost in equal degrees বহুস্থানে একই সময়ে আবির্ভূতও হ'তে পারেন। সেই নিয়মাতীত সম্বন্ধে কে নিয়ম নির্দ্ধারণ করবে? আর, কোথাও কিছু নাই বা হ'তে পারে না, এই একাধারেই সব—এরূপ বলা অনুভূতিবিহীন গোঁড়ামিতেই চলে!

"আর দেখুন, ভগবান্ বা মুক্তপুরুষ, পরমহংসাদি জগতে অবতীর্ণ হ'লে অতি অল্প লোকেই তাঁদের প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারে। কারণ, তাঁদের মত না হ'লে তাঁদের ঠিক-ঠিক স্বরূপ জানা যায় না। সাধারণে সকল অবতারাদিকেই একরূপই ব'লে থাকে, যেমন ইংরাজ এদেশে এলে হয়। সাধারণ লোকে সবাইকেই সাহেব বলে ও একরূপই দেখে; কিন্তু যারা সাহেবের দেশের লোক বা তাদের দেশে গিয়ে তাদের প্রকৃত পরিচয় জেনে এসেছে, তারাই বলতে পারে কোন্ সাহেব কত বড়। লোকে ভাবুকতার বশে এই ছোট-বড় করা নিয়ে ধর্ম্মের নামে কত ঈর্ষা, দ্বেষ ও মারামারি পর্য্যন্ত করে। প্রকৃত তত্ত্ব জানবার চেষ্টা না ক'রে বৃথা কলহ ক'রে সময় ও শক্তি নষ্ট করে ও প্রত্যবায়ভাগী হয়।"

২৫শে আশ্বিন, শনিবার—শারদীয়া সপ্তমী পূজা। আশ্রমে অনন্ত মহারাজ, বিরাজদা (২৪ পরগণা, মজিলপুর-নিবাসী বিরাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য), শাক্যদা (শ্রীশাক্যসিংহ সেন) ও আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত কথায় প্রবৃত্ত। রাত্রি একটা।

আমি—শুনতে পাই, বেদান্তের অদ্বৈতানুভূতির পরও অনুভূতি আছে। আমার মনে হয়, এ হ'তে পারে না। অদ্বৈতানুভূতির পর আবার অবস্থা কি থাকবে? তখন তো জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা লয় হ'য়ে গেল; আবার অনুভূতি কি হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা চরমধামে যাবার পূর্ব্বেও অর্থাৎ তার চেয়ে lower plane-এও (নিম্নস্তরেও) লয় হয়। সাধকের শক্তির তারতম্য অনুসারে এক-এক জনের এক-এক স্থানে লয় হ'য়ে যায়। যার যেখানে লয় এসে পড়ে তার কাছে তৎকালে সেই চরম ব'লে জ্ঞান হয়। এ-হিসাবে লয় একটা বিঘ্ন; সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের বহুপূর্ব্বে একরূপ অদ্বৈতানুভূতি ঘটে, তখন সবকিছুতেই আমি বিরাজিত এরূপ বোধ হয়, এখানে লয় হ'লে এই অদ্বৈতজ্ঞানই তার কাছে চরম ব'লে বোধ হয়। কিন্তু এখানে লয় না হ'লে আরও অনুভব হয় যে, আর সবকিছুই নাই, একমাত্র সত্তা আমিই বিরাজিত; এখানে লয় হ'লে এইটেই চরম তত্ত্ব ব'লে বোধ হয়। কিন্তু এরও পরে আছে, সে আর ভাষায় কি ক'রে বলা যায়। এ অদ্বৈতে লয় না হ'য়ে থাকতে পারলে এর ভেতর থেকে যেন আর এক অদ্বৈত ফুটে ওঠে, যেন অদ্বৈতের অদ্বৈত। অথবা দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত—সে অনির্ব্বচনীয় অবস্থা। সর্ব্বোচ্চ উপরের অনুভূতিগুলির দু'-এক স্তরের মধ্যে তফাৎ এত সূক্ষ্ম ও সামান্য যে তার প্রভেদ ও বর্ণনা দেওয়া প্রায় সাধ্যাতীত।

হুজুর মহারাজ বলেছেন—বেদান্তীর চরম অনুভূতি আর সন্তমতের চরম অনুভূতি "এক দরজা তফাৎ"। আবার সে-তফাৎটাও এত subtle যে তা' অনুভব করা প্রায় চলেই না,—কদাচিৎ কেহ পারেন।

ব্রহ্মতত্ত্বানুভূতিরও 'এই শেষ' বলা যায় না। ব্রহ্মের কি 'ইতি' বা শেষ করা যায়? তার বাড়া তার বাড়া—এইরূপ;—শেষ বলা যায় না, ইতি করা যায় না—পরমহংসদেব এরূপ বলতেন শুনি।

Practically সন্তমতের সাধনা দ্বারাই ঐ অবস্থা সহজে realise করা সম্ভব। বেদান্তীর উপায়ে ঐ অবস্থা কোটিতে একজন realise করতে পারেন, কিন্তু সন্তমতে তদপেক্ষা বেশী লোকের উহা realise করা সম্ভব। আর, খুব

উচ্চ অবস্থায় আদি নাদ সন্তমত-অনুযায়ী নিশ্চয় realised হবে। তা' যদি কোন বেদান্তীরা অস্বীকার করেন, তাহ'লে তাঁরা চরম অনুভূতির কাছেও যান নাই জানতে হবে। আমি সন্তমতের কথা বলছি। কারণ, যে-মতে আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণ হ'য়ে অর্থাৎ সুরত বা আদিম আসক্তি দিয়ে শ্রেষ্ঠ ইষ্টে অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রত্যেক-বৃত্তিপ্রাণ না-ক'রে তুলে সমস্ত বৃত্তিগুলিকে তঁৎস্বার্থ-পরায়ণতায় সমষ্টিবদ্ধ ক'রে নিটোল ব্যক্তিত্বে দাঁড়িয়ে সমস্ত জগৎকে তঁৎ-তুষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান ক'রে ইষ্টস্বার্থের অনুপ্রাণতার সার্থক চলনে চ'লে অসীম উন্নত উপভোগের অসীম পথে চলতে থাকে—সেইগুলিকেই আমি সন্তমত ধ'রে থাকি। আর, এমনতর রকমে যারা চলে তারাই প্রতিপ্রত্যেক যা-কিছুর নিখুঁত অনুভবের অধিকারী হ'তে পারে—এই আমার বিশ্বাস। আর, ব্যক্তিত্বকে বৃত্তিপ্রাণ না ক'রে তোলার কথা বললাম কেন, জানেন? কারণ, ব্যক্তিত্বকে যতরকমে বৃত্তিপ্রাণ ক'রে তোলা যায়, ততই ঐ ব্যক্তিত্ব অতগুলি বৃত্তিপ্রাণ ব্যক্তিত্বে খণ্ড-খণ্ড হ'য়ে এক ব্যক্তিত্বে অত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব ঠাসা হ'য়ে থাকে, আর ঐ প্রত্যেক বৃত্তিরঞ্জিত ব্যক্তিত্বের কোন প্রত্যেক কারও সাথেই কোন রকম মিল বা সামঞ্জস্য থাকে না,—এক-এক সময়ে সে এক-এক রকম মানুষ হ'য়ে দাঁড়ায়, অথচ কোনটাই কাউকে সহজভাবে সার্থক করে না।

৮ই অগ্রহায়ণ, রবিবার—আমি 'আসক্তি দূর হ'লো না, সাধন ভজনে অনুরাগ হ'লো না, বৃথাই সময় কাটালাম' ইত্যাদি ব'লে নালিশ সুরু ক'রে দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, খুব খানিকটা চড়িয়ে দেওয়া যায়; কিন্তু হঠাৎ বেশী চড়িয়ে দিলে সহ্য করতে পারবেন না ব'লে অল্প-অল্প ক'রে দেওয়া। একেবারে হঠাৎ পরিবর্ত্তন ক'রে দিলে এ-শরীর যদি তার reaction (প্রতিক্রিয়া) সহ্য করতে না পারে, তাই আস্তে-আস্তে চিকিৎসা আর কি! আর, সাধন-ভজনে কিছুতেই অনুরাগ যদি না হয়, যদি কিছুতেই সাধন-ভজন করতে না পারেন আপনার বদলে আমি সাধন-ভজন ক'রে দেব, আপনি একটু আমাকে—(ব'লেই যেন সংশোধন ক'রে নিয়ে বললেন) পরমপিতাকে একটু ভালবাসবেন, তাহ'লেই হবে। দেখুন, যাঁকে ভালবাসা যায় তাঁর কথা শত কার্য্যের মধ্যেও মনে পড়ে। যাই করতে থাকুন, কাম-কাঞ্চনের মধ্যে থাকুন

আর যাই থাকুন, তাঁর কথা মনে রাখবেন। তিনি যেন এইটুকু দেখতে পান যে সকল অবস্থাতেই তাঁকে মনে একটু স্থান দিয়েছেন। তাঁকে একটুমাত্র ভালবাসবেন আর সব আমি ক'রে দেব।

জ্ঞান, ভক্তি ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা উঠলো। বললেন, "জ্ঞান দ্বারা আমিই, সব আমিই ভগবান্, সোঽহং ইত্যাদি আমিত্বের প্রসারের পন্থা খুব শক্ত এবং শুষ্ক। কারণ, তাতে ভাব-ভক্তির অবসর বড় কম। আবার, শুধু ভক্তি বা আমিত্বের সঙ্কোচ বা নাশের পন্থায় আমিত্ব বর্জ্জন না ক'রে উপায় নেই। তুমিই সব, আমি দাস, আমি যন্ত্রমাত্র ইত্যাদি। কিছুমাত্র আমিত্ব রাখবার যো নেই। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে আমিত্বকে সম্পূর্ণ সঙ্কোচ বা লোপ না ক'রেও ভক্তি করা যায়। যেমন পরমপিতার সন্তান আমি,—সমুদয় বিশ্বের উপর আমার দাবী—তাঁর সমুদয় সৃষ্টিতে আমার অধিকার ইত্যাদি ভাবে আমিত্বকে বেশ বজায় রেখে পিতাকে ভক্তি করবার অবসর যথেষ্ট।"

১৩ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার—শাক্যদা ও আমি 'কিছু হ'লো না, কামকাঞ্চনাসক্তি গেল না', ইত্যাদি অনুযোগ আরম্ভ করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—"দেখুন, হয় আমমোক্তারনামা দিতে হয়, না হয় ক'রে দেখতে হয়। কিছু করবেনও না আবার তাও দেবেন না। সাধন-ভজন কিছু করবো না, বিশ্বাস ক'রে কারও প্রতি নির্ভরও করবো না, অথচ হঠাৎ আপনা-আপনি একটা ঘোর পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাবে, এ-রকমটা হয় না, দাদা। কারণ, তা' নিয়ম নয় এবং তা' হ'লেও ফল নেই। যদি নিয়ম লঙ্ঘিত হ'য়ে হঠাৎ পরিবর্ত্তন হয়, তা' সেটাকেই সত্য ব'লে মানবেন, তাতে বিশ্বাস করবেন, তারই বা guarantee (স্থিরতা) কি? তখন হয়তো আবার ঐ পরিবর্ত্তনেই সন্দেহ উপস্থিত হবে। হয় সাধন ক'রে acquire (লাভ) করতে হয়, তাহ'লে সন্দেহ হয় না; না হয় কারও উপর নির্ভর করলে তাঁর কৃপায় হ'চ্ছে ব'লেও বিশ্বাস হয়; অন্য কোন উপায় নেই। আর দেখুন, একবার যখন ছাপ মারা হ'য়ে গেছে তখন কিন্তু আর ভয় নেই। কতবার এ-কথা বলেছি, অন্ততঃ এই কথাটাতে বিশ্বাস করতে হয়। আর, আমি তো কথার একটুও ফের রেখে বলিনি, যতই খোলসা ক'রে বলছি, ততই বিশ্বাস করতে দেরী করছেন। আমি

সত্যি ক'রে বলছি, (উচ্চৈঃস্বরে) সত্যি, সত্যি, সত্যি,—আর সব কথা যদি অসত্য হ'য়ে যাওয়াও সম্ভব হয় তবুও এ-কথা সত্য যে কোনও ভয় নেই (বলতে-বলতে সুন্দর মুখমণ্ডলে একটা আরক্তিম আভা ফুটে উঠলো), পরমপিতার কৃপায় আপনাদের কোন ভয় নেই। যা' চান তাই পাবেন, কেবল বিশ্বাস করুন। বিশ্বাস করলে ঠকাটা কি? না বিশ্বাস ক'রেও তো সাধন-বিহীন জন্মটা বৃথায় কাটাবেন; না হয় বিশ্বাস ক'রেই দেখলেন। জন্মটা এমনিও তো বৃথাই নষ্ট করছিলেন, না হয় বিশ্বাস ক'রেই এ-জন্মটা বৃথাই গেল। কত জন্মই তো গেছে, আর একটা না হয় যাবে। একবার দেখুনই না!"

আমি 'কামিনী-কাঞ্চন' ব'লে বার-বার অনুযোগ করি, তাই আমায় লক্ষ্য ক'রে বললেন, "দেখুন, আগে সদাই ওতে ম'জে থাকতেন, এখন কখন-কখন এক-আধটা slip হয়, তাতে আগের সঙ্গে তুলনায় কি উন্নতি বুঝতে পারেন না? আর slip-এ অত ঘাবড়ে গিয়ে কিছু হ'লো না, গেলাম-গেলাম ব'লে হাল ছেড়ে দেন কেন? মাঝে-মাঝে যদি হঠাৎ কাদায় পড়েন, কাদা মেখেই ফেলেন, তখন এইটে মনে রাখবেন যে, একজন আছে মুছিয়ে দেবার, সে যেমন ক'রেই হোক মুছিয়ে দেবেই। ধৈর্য্য ধ'রে আবার অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করবেন, ভয় কি?"

তারপর অন্য কথা হ'তে লাগল। শাক্যদা প্রশ্ন করলেন—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবীজ কি ক'রে ধ্বংস হবে? জ্ঞানযোগী বলেন—জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মবীজ—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবীজ দগ্ধ হ'য়ে যায়; পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কর্ম্মের দায়—সে বড়ই কঠিন; ধরুন, যারা ভক্তিপন্থী, তাদের কি সকল কর্ম্মফলই ষোল আনা ভোগ করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, কর্ম্মফল ফলেই, এবং শরীর ও মনের উপর তার action হয়ই। জ্ঞানী সোঽহং-জ্ঞানে শরীর-মন ছেড়ে ঊর্ধ্বে অবস্থিতি করেন, শরীর-মনে কর্ম্মফল উপস্থিত হ'লে তা' তাঁর গ্রাহ্যের বিষয় হয় না। আর, ভক্ত ভগবানে নির্ভর করায় ঐ-সব কর্ম্মফল এলে তাঁর ইচ্ছায় হ'চ্ছে ব'লে সমস্তই রাজি হ'য়ে গ্রহণ করে, অর্থাৎ তাতে বিচলিত হয় না। আর, সদ্‌গুরু লাভ হ'লে তাঁর—পরমপিতার কৃপায় নির্ভরশীল ভক্তের—কর্ম্মের অশুভ ফলগুলি

এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে তাতে দুঃখের বদলে—সুখই অনুভূত হয়। যেমন অ-দার বাড়ির মায়ের (অর্থাৎ আমার স্ত্রীর) কোমরে বেদনা এবং তাতে হাতুড়ীর আঘাতে আরাম বোধ হয়। তার কর্ম্মফলে—হাতুড়ীর আঘাত এবং কোমরে ব্যথা এ দুটোই ছিল। পরমপিতার কৃপায় এই দুটো এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'লো যে তাতে কষ্ট না হ'য়ে বরং সুখ বোধই হলো, দুটো পীড়াদায়ক কর্ম্মফল ঐভাবে ভোগ হ'য়ে গেল। অর্থাৎ, হাতুড়ীর আঘাতগুলো সুস্থদেহের উপর না প'ড়ে ব্যথাযুক্ত অঙ্গে পড়ায় ব্যথারও নিবৃত্তি ও আরাম বোধ হ'লো, আর, হাতুড়ীর আঘাতের কষ্টটাও সুখের কারণ হ'য়ে উঠলো। কৃপার গুণে প্রতিনিয়ত কর্ম্মফলগুলো এইরকমই নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে।

১৫ই অগ্রহায়ণ, রবিবার—বিরাজদা, শাক্যদা প্রভৃতি আমরা প্রায় সাত-আট জনে তাঁকে ঘিরে নদীর ঠিক তীরের উপরের একটা ঘরে ব'সে আছি। আমাদের দুইজনকে বিশেষভাবে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—দেখুন, আপনারা ideal character (আদর্শ চরিত্র) হউন। আপনাদের নির্ভরতা, বিশ্বাস-ভক্তির দৃঢ়তা, কর্ম্মতৎপরতা এবং আপনাদের দুর্ব্বলতা, আলস্য, অবিশ্বাস প্রভৃতির উপর কত লোকের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করছে তা' কি বোঝেন না? Ideal character-টাই best form of preaching (প্রচারের সর্ব্বোত্তম প্রণালী)। সকল সময়ে কেবল ঐ চরিত্রের দিকে লক্ষ্য। কথায়, ব্যবহারে, ভাবে, চিন্তায় সবাই যাতে আপনাদের চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়! আপনাদের দেখে মানুষ আকৃষ্ট হবে, আপনাদের পিছনে-পিছনে ছুটবে, তবে তো? এ-রকম হ'তে হ'লে সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারা চাই, আর তা' করতে গেলে চাই সহিষ্ণুতা—tolerance এবং toleration—ঘরে সহিষ্ণুতা, বাইরে সহিষ্ণুতা। লোকের সহিত সকল ব্যবহারে আর সকল রকম মতের সঙ্গে, সহিষ্ণুতা চাই। সকলের সঙ্গে, সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে হবে। তাই ব'লে আবার সকলের ভেতর নিজের ভাবটা হারিয়ে ফেললে চলবে না। নিজের ভাবে খুব গোঁড়া—কথাটা ভাল হ'ল না—খুব নিষ্ঠাবান্ হ'তে হবে। ইষ্টনিষ্ঠাটা খুব দৃঢ় ক'রে রাখতে হবে। লোকের সঙ্গে যুক্তি-বিচার তত্ত্বালোচনা খুব ধীরভাবে, খুব মিষ্টি কথায় করতে হবে। যার উদ্দেশ্য কুতর্ক করা, এরূপ লোকের সঙ্গে বৃথা তর্ক করতে নেই।

আর দেখুন, high thinking (উচ্চচিন্তা), তত্ত্বচিন্তা এটা অহরহ দরকার। উচ্চচিন্তায় শরীর যেন সর্ব্বদা ভাবে গরগর করছে এমনতর হওয়া চাই। উচ্চচিন্তা, সঙ্গে-সঙ্গে লেখা অভ্যাস করতে হবে, আর তাই ছাপতে হবে। সবই যে ছাপতে হবে তারও মানে নাই। প্রতিদিনের ঘটনা,—কী শিখলাম, কোথায় ত্রুটি করলাম,—সব লিখে রাখতে পারলে ভালই হয়। Depression (অবসাদ) মাঝে-মাঝে আসবেই, সেই সময় খাতা বের ক'রে পড়লে অবসাদ সহজেই কেটে যাবে।

দেখুন, এই সংসারটাকে examination hall (পরীক্ষাগার) ভেবে কাজ করাই ভাল, সদা লক্ষ্য যেন ফেল হয়ে না যাই! এখান থেকে যা' সংগ্রহ করবেন, সংসারের ভেতর গিয়ে তারই যেন পরীক্ষা। এটা যেন স্কুল আর সেটা যেন পরীক্ষাগৃহ।

তারপরে অবসাদের কথা হচ্ছে। বললেন, অবসাদ তো মধ্যে-মধ্যে আসবেই। অবসাদ এলেই সব মাটি হ'য়ে গেল এমন নয়। দুটো-একটা slip (পতন) হ'লেই মানুষ প'চে যায় না। Slip হ'লেই হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? বরং পতনের পর চেষ্টা দ্বিগুণ হ'য়ে অনেকটা উপরে উঠা যায়। যদি হঠাৎ পতনই হয়, তবে সে পতনটা যেন ঠকিয়ে না যেতে পারে, সেটা যেন উন্নতির বেগকে দ্বিগুণতরই ক'রে দেয়।

২১শে অগ্রহায়ণ, শনিবার—নদীতীরে ব'সে তাঁর সঙ্গে নানারূপ কথা হ'চ্ছে। পরোপকারের কথায় বললেন, "অপরের ব্যথায় নিজে ব্যথিত না হ'লে, তা' দূর করা যায় না।"

আমি—অপরের ব্যথা দূর করবার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগতে কখনও-কখনও ইচ্ছা হয়; আবার ভাবি, নিজের সাধন-ভজনাদি কাজ করাই তার চেয়ে ভাল। ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে যে কোন্‌টা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দু'টোর একটা করলেই হয়; নিষ্ঠাবান সাধকের সঙ্গলাভ ক'রে লোকে উপকৃত হয়, সেরূপ সাধককে দেখলেও লোকের উপকার হয়। আবার, আকুলি-বিকুলি ক'রে মঙ্গল-চেষ্টা করলেও পরমপিতা সাধনের ফলই দেন; তাতেও আত্মোন্নয়নই হয়। মোট কথা, good (মঙ্গল) দেখা লাগেই; নিজের good (মঙ্গল) দেখলেও হয়, পরের good দেখলেও হয়।

আবার বললেন—দেখুন, প্রেম এমন জিনিস যা'-দিয়ে বিশ্ববিজয় করা সম্ভব। প্রেমের দ্বারা লোকের যত মঙ্গল করা যায়, ভালবেসে যত সংশোধন করা যায়, দোষ দেখিয়ে criticise (সমালোচনা) ক'রে তা' করা যায় না।

কথায়-কথায় আমি বললাম যে, দেখতে পাচ্ছি যে একজন নিয়মিত জপ-ধ্যানকারী সাধক, তাঁর চরিত্রেও দু'টি-একটি দোষ দেখা দিয়েছে, আবার যারা হৈ-চৈ ক'রে নরনারায়ণ সেবা, নৃত্য-কীর্ত্তনাদি ক'রে বেড়াচ্ছে তাদের চরিত্রে ওরূপ দোষ কিছু দেখছি না। তাই ভাবছি, ঐরূপ হৈ-চৈ করাটা ভাল, না চুপ ক'রে ধ্যানাদি করাই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোনটাই খারাপ নয়। Stage (অবস্থা) অনুসারে দুটোই ভাল। ভাল বিষয়ের হৈ-চৈ, আলোচনা, আন্দোলনাদি দ্বারা তাদের জ্ঞান জন্মাচ্ছে। কর্ম্ম দ্বারাই তো জ্ঞান লাভ হয়, সেটা খারাপ কিসে? আর, ঐ-রকম কর্ম্মের ফলে জ্ঞান হ'তে থাকলে, চরিত্র গঠিত হ'য়ে উঠলে তখন ধ্যানাদি খুব সহজে ফলদায়ক হয়। যদি হৈ-চৈ না ক'রে কারুর চরিত্র গঠিত হয়, তার ধ্যানাদিই ভাল। কিন্তু চরিত্রটা বেশ দৃঢ়রূপে গঠিত করার জন্য কোনও কর্ম্ম না ক'রে ধ্যানাদি অভ্যাস তত ফলদায়ক হয় না।

২২শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—সকালে গোকুলবাবু, প্রফুল্লবাবু, সতীশ জোয়ার্দ্দার প্রভৃতি আশ্রমে আসলেন। প্রফুল্লবাবুর পিতা অশীতিপর বৃদ্ধ। অবসরপ্রাপ্ত উকীল শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র রায় ও ব্যায়াম-শিক্ষক মাদ্রাজী প্রফেসর সি. আর. ডি. নায়ডু আজ কয়েকদিন এখানে এসে আছেন। বিকালে নায়ডু ও হরিশবাবু নৌকোযোগে রওনা হবার উদ্যোগ করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন নৌকোযোগে যাওয়াটা অনুমোদন করছেন না দেখে নায়ডু বললেন, "The boat is carrying Naidu's fate (এই নৌকা নায়ডুর অদৃষ্ট বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে), কিছু হবে না, ভয় নেই।" হরিশবাবু ও নায়ডু নৌকায় উঠলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও আমরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে তাঁদের যাওয়া দেখছি। নায়ডু নৌকার ছাদের উপর উঠে করজোড়ে রামস্তোত্র পাঠ করছেন। নৌকাখানি ধীরে-ধীরে দূরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে-আস্তে বললেন, "যাক্, রাম-নাম ক'রে বেঁচে গেল।"

নায়ডুর সঙ্গে পূর্ণ কবিরাজের (পূর্ণচন্দ্র কবিরাজ বি-এ) কি আলাপ হয়েছিল সেই কথা উঠেছে। পূর্ণ বললে, "আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'Who I am (আমি কে)?' তাতে নায়ডু বললেন, 'ও-সব গভীর চিন্তা ক'রে মাথা খারাপ করা উচিত নয়।' শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "পাগল আর কি, ঐ প্রশ্ন হ'তেই তো জীবনের সকল প্রশ্ন! ঐ তো সকল প্রশ্নের মূল; ঈশ্বরতত্ত্বের অনুসন্ধান ঐ প্রশ্ন হ'তেই তো জগতে এসেছে; ওটা avoid করতে (এড়াতে) চেষ্টা করা মানুষের অনুচিত; ওতেই তো মানবের মানবত্ব।"

কথাপ্রসঙ্গে পরোপকারের কথায় তিনি বললেন, "আত্ম-পর না হ'লে পরোপকার ঠিক-ঠিক করা হয় না (অর্থাৎ, আত্মজ্ঞান লাভ না হ'লে হয় না)। আমি কে, এই জ্ঞান হ'লে তখন সকলকেই আমার বা সকলের ভেতরই আমি বা সকলে আমারই অংশ, এ-রকম বোধ হ'লে তখন জানা যায় যে, পরোপকারে আমারই উপকার—তখন তা' না ক'রে আর উপায় কি? কিসে যে ঠিক-ঠিক পরের উপকার হয়, তা' নির্ভর করে আত্মজ্ঞানের উপর।"

রাত্রে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "বাইবেলের confession (অপরাধ-স্বীকার), repentance (অনুতাপ) এবং faith (বিশ্বাস), এই কথা কয়টি আমার বড় ভাল লাগে। সদ্‌গুরুর কাছে নিজের সব দোষ confess (স্বীকার) ক'রে—অনুতাপ করলে তাঁর ইচ্ছায় ঐ-সব কুকর্ম্মের ফল এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে, সহজেই তার হাত এড়ান যায়, এবং ক্রমে faith (বিশ্বাস) এসে উপস্থিত হয়! Faith (বিশ্বাস)-এর অসাধারণ শক্তি। ঐ যে বলে বিশ্বাসবলে সব করা যায়—পাহাড় পর্য্যন্ত নড়িয়ে দেওয়া যায়—ও বড় ঠিক কথা। চাই কিন্তু real faith (প্রকৃত বিশ্বাস), যাতে সন্দেহের ছায়ামাত্র নেই। যার বিশ্বাস আছে—আমি তাঁর সন্তান বা আমি মুক্ত, সে তাই-ই, সে আর তার পরীক্ষা করবে কি? আমি মুক্ত কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখি এ-ভাব তার আর হয় না; তাহ'লে সে মুক্ত নয়। কেউ কি 'আমি' আছি কিনা, নিজের existence (অস্তিত্ব) পরীক্ষা করে? তার বিশ্বাস—সে আছে, ব্যস্; তার আর পরীক্ষা করবে কি? এরই নাম বিশ্বাস।"

কামিনী-সঙ্গ ও মদ্যাদি পানের কথা উঠলো। অ—কে লক্ষ্য ক'রে বললেন,

"স্ত্রীর কাছে যাব, দু'-এক পা ক'রে যাচ্ছি, আলিঙ্গন করছি, আর 'ঠাকুর রক্ষা কর' বলছি তাতে হয় না। যে-মুহূর্ত্তে মনে হ'লো অন্যায়, যেই বললেন 'ঠাকুর রক্ষা কর' অমনি সঙ্গে-সঙ্গে ফিরুন,—পা আর সেদিকে বাড়াবেন না, তবে তো! এমনি ক'রে পরিচয় দেন যে, সত্যই আপনি উহা চান না, উহা ত্যাগ করতে ব্যাকুল; তাহ'লে তাঁর কৃপায় সহজেই ও-ইচ্ছাটাও নাশ হবে, বেশী struggle করতে হবে না; দু'-চার বার ঐ-রকম করলেই হবে দেখবেন।"

মদ্যপানের কথায় শ্রী—কে বললেন "এক গ্লাস খেয়ে হয়তো মনে প'ড়ে গেল, অমনি দ্বিতীয় গ্লাস তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ। 'এক গ্লাস তো খেয়েছি, আর একটু আজকের মত খাই, আর খাব না' তা' বললে হবে না। এ-রকম ক'রে হঠাৎ মাঝখান থেকে ছাড়তে পারলেই ইচ্ছাটা নাশ হ'য়ে যাবে। আপনি তো অতবড় নেশা একদিনে এককথায় ত্যাগ ক'রে ফেলেছিলেন, আপনি তো জানেনেই।"

লোকে সঙ্গীর influence (প্রভাব)-এ ক্রমে-ক্রমে suggestion (ভাবসঞ্চার) দ্বারা কেমন ক'রে hypnotised (বশীভূত) হ'য়ে যায়। তাই বললেন—"আপনার হয়তো একজন পরমবন্ধু আছে, আপনি তার খুব অনুগত। আপনাকে ঐ বন্ধু হ'তে দূরে সরাতে হবে, এই উদ্দেশ্যে যদি কোন চালাক লোক চেষ্টা করে, তবে প্রথমে সে আপনার কাছে বন্ধুর খুব প্রশংসা করবে; এবং এরূপে, আপনার মনে সে খুব ভাল লোক ব'লে ধারণা জন্মাবে; শেষে বন্ধুর দশটা প্রশংসা ক'রে—"তবে কিন্তু এটা তাঁর ঠিক হচ্ছে না" এ-রকম ব'লে একদিন একটা suggestion দিলে; তারপর ক্রমে-ক্রমে ঘন-ঘন ঐরূপ বিরুদ্ধ suggestion দিয়ে-দিয়ে কানের কাছে অনবরত শুনাতে-শুনাতে মনে এমন ভাব আসবে—এমন ক'রে hypnotised করবে যে শেষে তার কথায় বন্ধুকে ছাড়তে হবে।"

আবার বললেন, "কেউ-কেউ কলেরার সময় বলে কীর্ত্তন কর, আর হরিনাম কর, তা'হলে কলেরায় ধরতে পারবে না। ওটাও ঐ suggestion দেওয়া; ওতে মনে ঐরূপ সাহস হওয়ায় মঙ্গল হয়। তাছাড়া নামের শক্তি তো আছেই।"

বাটী ফিরে গিয়ে পরদিন শুনলাম নায়ডুদের নৌকাখানি ঘাটের কাছে এসে ডুবে গিয়েছিল; কারো কোন অনিষ্ট হয়নি, তবে বিছানাদি জিনিসপত্র সব ভিজে যায়।

২৭শে অগ্রহায়ণ—ডাক্তার সত্যচরণ দত্ত, পাল-মহাশয় (শ্রীযুক্ত দীননাথ পাল) ও আমি রাত্রে ৮টায় আশ্রমে এসেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত নানাপ্রসঙ্গ হ'তে-হ'তে প্রফুল্লবাবুর কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "সে বলে কলকাতা হ'তে ফিরে এসে তার আর কোনরূপ depression (অবসাদ) আসে না, বেশ আছে। দেখুন, মানুষ নিজেই কিন্তু depression ডেকে আনে। মানুষ কতকগুলি সংস্কার বা idea-র (ভাবের) দাস। সেগুলির সঙ্গে নিজেকে identify (একীভূত) ক'রে ফেলে। সেগুলির ভেতর-দিয়ে সেগুলি সমেত নিজেকে feel (অনুভব) করে ব'লে তার একটু নড়চড় হ'লেই depressed (অবসাদগ্রস্ত) হয়। যেমন প্যান্ট-কোট পরেন আপনি, এগুলি তো আপনি নন; কিন্তু এগুলি সমেত মায় পোষাক সবশুদ্ধ আপনি এরূপ যদি feel করেন, তবে ওদের নড়চড় কি অভাব হ'লেই depressed হ'য়ে পড়বেন। সর্ব্বদা আমি ওসব কিছুই নই, কি ওদের বাধ্য নই—এই ভাব মনে রাখতে পারলেই ওতে আর depression আনতে পারবে না।"

২৮শে অগ্রহায়ণ, শনিবার—নানা কথা হ'তে-হ'তে তিনি বললেন, "এ-ধর্ম্ম ছোট, ও-ধর্ম্ম বড়, এ-মতটা মন্দ, ও-মতটা ভাল, আর সবগুলোর চেয়ে আমারটা বড়, সব সম্প্রদায়ই এ-রকম ব'লে থাকে, সেটা কতকটা ইষ্টনিষ্ঠা-প্রসূত। যে যে-মতে ঠিক-ঠিক নিষ্ঠাবান তার কাছে ওরকম বলা ঠিকই। যে গুরুনিষ্ঠ তার কাছে তার গুরু যা' বলেন তাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, গুরুমুখ হ'য়ে ও-রকম বলাটা গোঁড়ামি-প্রসূত ব'লে মনে হয় না। আর, যদি গুরুবাক্য যেটুকু পছন্দ হয় সে-টুকুই নিলাম, বাকিটুকু নয়, এ-হিসাবে কেউ বলে, তার কাছে ওরূপ কথা গোঁড়ামি ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু নিজ-নিজ মতে বা গুরুবাক্যে নিষ্ঠাবান হওয়াই ভাল, তা' নইলে হয় না। গুরুবাক্য বেছে-গুছে নিলে হয় না, সব নিতে হয়, বিনা বিচারে, নিঃসন্দেহে, তবে হয়।

ছোট-বড় নয়, ক্রমোন্নতি। সত্য হিসাবে সবগুলো ঠিক হ'লেও কতকগুলো

ধর্ম্মের বা মতের সাধন simultaneously (একযোগে) করা সম্ভব নয়। একটা ধ'রে আর-গুলো থেকে তারই support (অনুমোদন) সংগ্রহ করা ভাল। তাই ব'লে আর-গুলো কিছুই নয়, তাতে কিছুই সত্য নিহিত নেই, এ-বলা ভাল নয়, গোঁড়ামি। কেবল একঘেয়ে হবে না, কিন্তু ইষ্টনিষ্ঠা-সহ নিজের মতে সাধন করলে এবং অপরগুলি থেকে তার support (অনুমোদন) নিলে একঘেয়ে হ'তে হয় না। অপরগুলি ফেলে না দিয়ে আলোচনা করতে হয়—নিজের মতের support পাবার জন্য।

"Character form (চরিত্র গঠন) করলে সাধনে দ্রুত উন্নতি হয়, যেন সোনার উপর মিনের কাজ। প্রচার করা তারই সাজে যে character form (চরিত্র গঠন) করেছে। কারণ, তার চরিত্রে তার দ্বারা প্রচারিত সত্য ফুটে উঠেছে। সত্য নিজের চরিত্রগত না হ'য়ে গেলে অপরকে ঠিক-ঠিক সে ভাব দেওয়া যায় না। আর, ideal character (আদর্শ চরিত্র) সামনে পেলে মানুষ কতকটা তার অনুকরণ করেই এবং তাতে তার মঙ্গল হয়। আর, ভালবাসাময় character (চরিত্র) হ'লে তাকে লোকে ভাল না বেসে পারে না, আর ভালবাসতে গিয়ে তাকে অনুকরণ করেই; খুব প্রেম-প্রীতিপূর্ণ চরিত্র হওয়া চাই।"

কিছুক্ষণ পরে আমি প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, সাধনার ফলে এক ব্যক্তির দেহান্তে মহর্লোকে গতি হলো। সেখানে গিয়ে সে জানতে পারল যে, তার চেয়ে উচ্চতর লোক বা অবস্থা আছে, তখন সে কি সেই মহর্লোক থেকেই সাধনা দ্বারা জনলোকে যাবে, না আবার মানুষ হ'য়ে পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে সাধনা ক'রে সেখানে যেতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ধামে গিয়ে ভোগ শেষ হ'লে ফিরে এসে মানব হয়—তবে ঐ ধামে যে চরম অবস্থা নয়, সেখানে যে পরম শান্তি নাই—এ-সংস্কারের ছাপ মনে থেকে যায় ব'লে পরবর্ত্তী মানব জন্মে তার আর উহাকে চরম ধাম বা উহাই goal (লক্ষ্য) ব'লে ধ'রে নিতে প্রবৃত্তি হয় না; তার চেয়ে higher (উচ্চতর) কি আছে, সে তখন তাই জানতে চায় এবং তারই ফলে higher truth (উচ্চতর সত্য) জানবার অধিকারী হয়।

আমি—আচ্ছা, এমন দেখা যায় যে, একজন লোক, স্বর্গ মাত্র যার goal (লক্ষ্য), সে কেমন ছেলেবেলা থেকেই সাধুপ্রকৃতি, আর একজন লোক হয়তো মাতাল, বেশ্যাসক্ত ছিল, কিন্তু সে স্বর্গ লক্ষ্য ক'রে তৃপ্ত নয়—উচ্চতর লক্ষ্যের সন্ধান করে,—এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ব্যক্তি যে স্বর্গ goal (লক্ষ্য) করতে চায় না—সে স্বর্গ পর্য্যন্ত দেখে এসেছে এবং তাতে তৃপ্তি নেই, এই ধারণা তার ভেতর নিহিত আছে—কাজেই ওরূপ হয়।

আমি—সে যদি স্বর্গকামী সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চতর লোক হ'তেই ফিরে এসে থাকবে, তবে তার জীবনের আরম্ভটা ওরকম মদে আর বেশ্যাতে কাটবে কেন? এবং নিম্নতর ব্যক্তিরই বা সাধুভাবে কাটবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, ও দেখে স্থির করা যায় না। জীবনের আরম্ভ কিরূপ সেটা মাপকাঠি নয়। Strength (শক্তি) কতখানি সেইটাই আত্মার উচ্চ-নীচ অবস্থা বুঝবার standard (মাপকাঠি)। একজন ঐরূপ বেশ্যাসক্ত বা মাতাল, কিন্তু এক-কথায় মনে এত strength gather (শক্তি সংগ্রহ) করলে যে এক মুহূর্ত্তে সে সব ছেড়ে দিলে—যেমন বাল্মীকি, জগাই-মাধাই, গিরীশ ঘোষ। আর, ঐ সাধুও তাই করবার জন্য হয়তো ন্যাস, কুম্ভক, প্রাণায়াম করছে কতদিন ধ'রে। আর, অপরজন বাইরে ছিল মাতাল, বেশ্যাসক্ত, এবং তখনও হয়তো সে বদনাম যায় নাই এবং সাধুর ন্যায় কোনও বেশ-আচারাদি নেই কিন্তু মন হ'তে কামাদি তাড়িয়েছে। কার strength (শক্তি) বেশী, তা' বাহির দেখে সব সময় স্থির করা যায় না; জীবনের গতি-পরিণতি দেখে স্থির করতে হয়। Strength (শক্তি) যে মাপকাঠি তা' "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" থেকেই বুঝতে পারেন। Coward (ভীরু ও দুর্ব্বল) সাধু অপেক্ষা strong-willed (প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন) মাতালও এই হিসাবে উন্নত। সুযোগ-সুবিধা (opportunity) পেলেই, সৎ অবস্থা বা সঙ্গ পেলেই ঐ সাধুর চেয়ে মাতালই শীঘ্র-শীঘ্র উন্নতি করবে। হ'তে পারে higher soul (উচ্চতর আত্মা) একটা desire (বাসনা) বশে কিছুদিন মাতাল ও বেশ্যাসক্ত ছিল, তারপর সহসা ফিরে ordinary সাধুর চেয়ে ঢের উন্নত হ'য়ে গেল—যেমন বিল্বমঙ্গলাদির

গল্প শুনতে পাওয়া যায়। এরূপ লোক এক-কথায় ফিরে যায়, তাদের আর খেলিয়ে-খেলিয়ে তুলতে হয় না।

সংস্কারের কথা উঠলো। বললাম, "বীরু বলে, 'কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ ব'লে-ব'লে সংস্কার জন্মেছে, তাই আমি ওতে অত কষ্ট বোধ করছি, কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ নই, ইচ্ছায় ভোগ করছি, নাই—বালাই নাই।' কথাটা ঠিকই ব'লে বোধ হয়। ওটা ভেবে-ভেবে তো মনে এমন সংস্কার হওয়া সম্ভব যে, ওই নিয়েই দিনরাত মাথা ঘামিয়ে অস্থির; একটু নড়চড় হ'লেই গোলমাল ঠেকে এবং depression (অবসাদ) এসে যায়। ও-চিন্তাটা তাড়িয়ে দেওয়া মন্দ নয়। কিসের বন্ধ, আছে—ভোগ করছি, নাই—নাই, এ-ভাবাই তাহ'লে ভাল।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—"তাই তো ঠিক। তবে ও-ভাবটা অবস্থা-বিশেষে ঠিক হ'লেও সাধারণকে ও-কথা বলা যায় না। কারণ, লোকে এমনি ওতে আসক্ত যে 'ওটায় আসক্তি আছে, ওটা ছেড়ে দাও' এই বলা দরকার, ও-আসক্তি কিছু নয় এমন কথা সাধারণকে বলা চলে না। কারণ, তাহ'লে ভুল বুঝে হয়তো 'তবে আর কি, ওতে দোষ নেই' ব'লে আরও ওতে বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়বে। যে মনের ওপর সংস্কারের কার্য্যের ফলাফল বুঝতে সক্ষম এবং সত্যই যে ওতে বিশেষ আসক্ত নয়, তার পক্ষে ঐ-রকম ভাবই ঠিক এবং বৃথা ওতে আসক্তির কথা ভেবে মনে ঐ সংস্কার দৃঢ় হ'তে দেওয়া ঠিক নয়। যে বুঝেছে আমরা স্বভাবতই মুক্ত, তার আর নিজেকে কোনও ভাবে বদ্ধ ব'লে চিন্তা করা উচিত নয়। ফল কথা, যদি বুঝে থাকেন, তবে নিজে আর ওরূপ চিন্তা করবেন না, কিন্তু লোকের কাছে সাধারণভাবে বলতে হবে—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ কর।

"আর দেখুন, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ—কামিনী-সঙ্গ ত্যাগ হ'লেই হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, সব বশে আনা চাই। নইলে কামিনী ত্যাগ ক'রে দুর্ব্বাসার মত ক্রোধী হ'লে হবে না। সত্যবাদী, সত্যাচারী, সত্যকাম হওয়া বিশেষ দরকার। কামিনী-সঙ্গ ত্যাগের চেয়েও এটা বেশী দরকার;—বরং কিছু কামিনী-কাঞ্চনাসক্তি থেকেও যদি সত্যবাদী এবং সত্যপালনক্ষম হওয়া যায়, সেটা এর চেয়ে ভাল। কারণ, সত্যবাদী বা সত্যাশ্রয়ী

হ'তে হ'লে খুব শক্তির দরকার, সৎসাহসের দরকার। সাহস না থাকলে সত্যবাদী হয় না, যে coward (দুর্ব্বল, ভীরু) সে-ই মিথ্যা বলে, মিথ্যাচার করে।"

আবার বললেন—"প্রচার করা কথাটার মানে কেবল মুখে বলা বা লেখা এ-রকম মনে করা মস্ত ভুল। প্রচার মানে নিজের character (চরিত্র) দ্বারা দেখান। যে তা'ই দেখাতে পারে, সেই প্রচারক হ'তে পারে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—"তঁচ্চিত্ত তঁদ্গত-প্রাণতাই মানুষকে তঁৎস্বার্থপরায়ণ ক'রে তোলে। আর, এই রকমটাই মানুষকে তাঁর প্রয়োজন-অন্বেষণা ও তা' পাওয়ার সুবিধার আকুতিতে তেমনতর চরিত্রবান ক'রে তোলে—আর, এই আচার-ব্যবহার, ভাব-ভঙ্গি, কথা-বার্ত্তা, চাল-চলন, কর্ম্ম ইত্যাদি-সমন্বিত চরিত্রই হচ্ছে মানুষের সম্পদ্। এই চরিত্র যে যত সেবা, সহানুভূতি, সাহায্যের ভেতর-দিয়ে পরিপূরণ ক'রে তুলতে পারে, সে তত লোকের স্বার্থ-কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে,—তত লোকে তার বিস্তৃতি লাভ ঘ'টে থাকে, তত লোক তাতে একত্রিত হ'য়ে জীবনবৃদ্ধির চলনে চ'লে তাকে আরোতর ক'রে প্রত্যেক নিজেরা আরোতরয় চলতে থাকে। আর, character form না ক'রে preach ক'রে বড়-বড় কথা,—miracle-এর গল্প ক'রে, কি তর্কে পরাস্ত ক'রে কাকেও একমত থেকে মতান্তরে নিয়ে গেলে তা' বড় স্থায়ী হয় না। আর-একজন তার চেয়ে বড়-বড় miracle-আদি ও যুক্তি দিয়ে আবার তাকে আর এক মতে নিতে পারে। ওতে নিজের প্রচারের উদ্দেশ্য, নিজ মতের পুষ্টিসাধন তো সফল হয়ই না, বরং ঐ-সব লোকেরও ক্ষতিই হয়। কিন্তু ideal character দেখে charmed হ'য়ে যদি কেউ কোনও মত গ্রহণ করে, তবে তাকে আর মতান্তরে নেওয়া সম্ভব হয় না। আপনাকে, গ-বাবু প্রভৃতিকে তো কেউ এ-মত গ্রহণ করবার জন্য canvass করে নাই। তবে আপনারা এমতে এলেন কি করে? কারু character দেখেই তো charmed হ'য়ে এসেছেন? (আমি হুঁ বললে) তাহ'লে আপনারা এখন এমন হন যাতে আপনাদের দেখে লোকে charmed হ'য়ে আসে। আর, কতকগুলি লোক যদি নিজেদের character form না ক'রেই ঐরূপ preach ক'রে লোককে

এ-মতে বা কোন মতে আনেই, তবে অন্ততঃ বার-চৌদ্দ জন এমন character-সম্পন্ন হ'তে হয় যাতে ঐ-সব preacher-দের দ্বারা আনীত লোক তাদের দেখে charmed হ'য়ে যায়, নইলে হবে না।" (ভাবছি—এরূপ আদর্শ চরিত্র গঠন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি?) অমনি ঠাকুর বললেন—"Do and you shall be able to do."

আবার বললেন,—"এই যে সব মহামহোৎসবাদি কার্য্য, এই যে সব জগতে একটা সাড়া দেবার জন্য করলেন, ঝাঁকি দিলেন, তাতে পুরো ফল পেলেন না কেন? কতকটা বেকুবের মত কাজ করেছেন, আমার সব কথা শুনেন নাই। ও-সব করা ঠিকই হয়েছে, কিন্তু আমাকে লোকের সম্মুখে খাড়া করবার, আমাকে জগতে ওরূপভাবে প্রকাশ বা প্রচার করবার ইচ্ছায় ওটা না করলে আরও ফল হ'ত,—জগতে কত তোলপাড় এতদিন ক'রে দেওয়া যেত। আমাকে পিছনে রেখে, আড়ালে রেখে আপনারা সামনে দাঁড়ান, নিজেরা ফুটে উঠুন, কাজ করুন, তাহ'লে বেশী কাজ হবে।—বারবার ব'লে আসছি, তা' মানছেন কই? নিজেরা একটা-একটা position secure করুন,—লোকের চক্ষে, সমাজের চক্ষে বড় হ'য়ে দাঁড়ান, উপরে উঠুন, তারপর সেখান থেকে অমৃত-অগ্নি বর্ষণ করুন—জগতের পাপ-তাপ সব পুড়ে যাবে। আমাকে আর কী বড় বা কী ছোট করবেন? ভগবান্ বললেই বা কী, আর না বললেই বা কী,—আমার কথামত কাজ ক'রে জগতে সত্য প্রচারিত করুন, তা'হলেই হ'ল।"

সন্ধ্যাবেলা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—"লোকের দোষ-দেখা বা দেখান যে তাদের দূরে ঠেলে দেওয়া! Sympathy করুন—Sympathy হচ্ছে universal solvent. যদি বলতেই হয় কারও দুর্ব্বলতার কথা, —তবে এমনিভাবে বলবেন যে তাকেই directly বলছেন এমন না বুঝায়,—নিজের উপর দিয়ে কথা বলবেন। আর, ওই দুর্ব্বলতাটা অতি গুরুতর ব্যাপার এমনভাবেও depict করবেন না। বলবেন, ভাই, আমারও এইরকম-এইরকম হ'তো, ও সকলেরই হ'তে পারে,—তা' ব'লে ভাবতে নাই। আমি তাতে এইসব করতাম, এমনি ক'রে এই ফল পেয়েছি, বিশেষ কিছু শক্ত নয়,—সাহস ও ভরসা দেবেন।

"আর-এক কথা। Centre-কে লুকিয়ে অর্থাৎ শক্তির Source-কে লুকিয়ে রেখে কাজ করবেন না,—বরং সমস্ত কর্ম্মের ভেতর-দিয়ে যা-কিছু সব ভাল নিয়ে তঁচ্চিত্ত ও তঁদ্‌গতপ্রাণতা যাতে আরো উপচানো সার্থকতায় প্লাবন-প্রস্রবণে উপ্‌চে ওঠে, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন যা-কিছু তাঁর জেল্লায় গ'লে গিয়ে সু ও সমৃদ্ধিতে পরিণত হয়, যত পারেন তাই করবেন।"

২৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—আশ্রমে নদীতীরে ব'সে আছি। বললেন, "ভাগবতের একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখতে পারেন? লোকে প্রকৃত ভাবটা হারিয়ে ফেলে কেবল লীলা বা রূপকের দিকটা নিয়ে আছে। মুখে বলে নিত্য বৃন্দাবন, নিত্য লীলা, নিত্য রাস হচ্ছে, কিন্তু তার ভেদ জানে কয় জন? আর, যেটাকে সাধারণতঃ নিত্য বলে, সেটাকেও রূপকথার একটা ছায়ার মত কল্পনা ক'রে রেখেছে। কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে দৃষ্টি করলেও অনেকটা ভেদ বুঝা যায়। যেমন রাস মানে ধ্বনি, রাস-বিহারী অর্থাৎ রাসে, ধ্বনিতে বিহার করেন যিনি। Creation (সৃষ্টি)-এর sound-theory (নাদ-সিদ্ধান্ত), শব্দ-ব্রহ্ম এসে পড়ছে নাকি? রাধ্‌-ধাতু অর্থে নিষ্পন্ন করা বুঝায়। রাধা অর্থাৎ যিনি সব নিষ্পন্ন করেন, সেই শক্তি। তিনি আবার ব্রজেশ্বরী, ব্রজ-ধাতু অর্থে গমন করা—গতিশীলা। ব্রজেশ্বরী রাধা অর্থে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গতিশীলা নিষ্পন্নকারিণী শক্তি, অর্থাৎ আদি শব্দ-ধারা sound-current, চৈতন্য ধারা বা spirit-current. শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা করছেন, গোপীরা সেই আকর্ষণ-রাজের রাসে—ধ্বনিতে আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁর দিকে ছুটছে,—জীবজগৎ তাঁর দিকেই যাচ্ছে। একটু hint (আভাস) দেওয়া রইল; ভাগবতাদি দেখে চেষ্টা করলে মাথা খুলে যেতে পারে, আর বোধহয় লিখতেও পারেন।"

অনন্ত মহারাজ বেলা ১০টার সময় স্নান করতে নদীতীরে আশ্রমে এলেন। ঠাকুরের আদেশমত তিনি আজ মাসাবধিকাল মৌনী হ'য়ে একাকী সাধন-মন্দিরে দিবানিশি ধ্যান-ভজনে নিমগ্ন আছেন। নিজের অনুভূতি সকল মাঝে-মাঝে এঁর কাছে এসে লিখে-লিখে জানান।

আজ এসে লিখলেন, "অদ্বৈত, অদ্বৈত, অদ্বৈত"। ঠাকুর লিখলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা,—ওষুধের আর চার দাগ"—মানে সহসা বোঝা গেল

না। আমি বললাম, "কিছু বুঝলাম না"। মহারাজ আবার লিখলেন, "অদ্বৈতজ্ঞান তো অনেক ছোটকালেই হয়েছিল, কিন্তু এমনতর হয়নি। পূর্ব্বে যখন অদ্বৈতজ্ঞান হয়েছিল তখন শরীর এবং জগতের স্মৃতিমাত্রও ছিল না। এখন সহজ মানুষ-অবস্থায় ঐ জ্ঞান সর্ব্বদাই রয়েছে। পূর্ব্বেরটা বেদান্তের অদ্বৈত, আর এটা এ-মতের সোঽহং-পুরুষের অবস্থা"। উনি যে লিখলেন ওষুধের চার দাগ, তার মানে আরও চারটে সিঁড়ি ওঠা বাকি, অর্থাৎ, এ-অবস্থার উপরে আরও চারটি অবস্থা আছে!

আমি প্রশ্ন করলাম—শুনেছি, অদ্বৈতজ্ঞানের প্রথমাবস্থায় সর্ব্ববস্তুতে আত্মদর্শন, তারপর অদ্বৈতজ্ঞানের দ্বিতীয় অবস্থায় সর্ব্ববস্তু ইত্যাদির সত্তাবোধ নেই, কেবল একা আমি আছি, এরূপ বোধ। তারও পরে এক অবস্থা আছে তিনি বলেন—যেটা অদ্বৈতের অদ্বৈত, অনির্ব্বচনীয়, দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত অবস্থা। আপনি যা' বললেন, তাতে মনে হচ্ছে, আপনার পূর্ব্বেকার অদ্বৈতজ্ঞান, যাতে শরীর এবং জগতের স্মৃতিমাত্র থাকত না, "এক আমি আছি মাত্র" বোধ হ'ত, সেটাই শ্রেষ্ঠ—এখনকার অবস্থার চেয়ে। কারণ, এখন সহজ অবস্থায়—শরীর ও জগতের জ্ঞান থাকা অবস্থায়—যে অদ্বৈত-বোধ তা' সর্ব্ববস্তুতে "আমি আছি" এই প্রথম অদ্বৈতজ্ঞানের তুল্য। অবশ্য, এ-দুটোই বেদান্তের অদ্বৈতজ্ঞানের অবস্থা-বিশেষ। বেদান্তীর অদ্বৈতজ্ঞানের দ্বিতীয় অবস্থা যেটা বলছি, সেটা থেকে নেমে এলে প্রথম অবস্থা অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুতে 'আমি আছি' বোধ হ'তে পারে—আপনি কি পূর্ব্বেকার উচ্চতর জগদ্‌বোধ-শূন্য অদ্বৈতজ্ঞান থেকে নেমে এসে এই অনুভূতি করছেন? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

মহারাজ লিখলেন—প্রথম অদ্বৈত অর্থাৎ বেদান্তের অদ্বৈতজ্ঞানের দ্বিতীয় অবস্থা, জগৎ-জ্ঞান-রহিত কেবলমাত্র 'আমি আছি' বোধ থেকে নেমে এলে বহুত্বের মধ্যে একত্ব বোধ হয়। আমার এখন যেমন হয়েছে, অর্থাৎ, এ-মতের সোঽহং-পুরুষের অবস্থাজাত অদ্বৈতজ্ঞানে সর্ব্বদাই বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন হয়। না দেখলে কিছু বোঝা যায় না। সত্য বুঝে বলা আর দেখে বলা দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ, তাই দেখে নেওয়াই ভাল।

ঠাকুর বললেন—কী বুঝলেন?

আমি—বেদান্তের জগদ্‌জ্ঞান-বিরহিত অদ্বৈত-অনুভূতির থেকে অবতরণ করলে ঘটে-ঘটে আমি বোধ হয়; সেটায় সহজ অবস্থায় যেমন আমরা এখন আছি, এই অবস্থায় সাধনকালে সর্ব্ববস্তুতে আত্মদর্শন হওয়ার স্মৃতি থাকা-হেতু সর্ব্ববস্তুতে যে এক আমিই আছি বা একত্ব আছে এই ভাব, idea বা সংস্কার থাকে তাকে বলা হ'চ্ছে। আর, এটায় বলা হ'চ্ছে এই সহজ অবস্থাতেই সর্ব্বঘটে একত্ব-দর্শন অর্থাৎ সহজ অবস্থাতেই সর্ব্বত্র এক আত্মা বা আমি বা একত্ব প্রত্যক্ষ অনুভূত হ'তে থাকে। একটা সাধনকালে বা সাধন-সমাহিত অবস্থায় সর্ব্বত্র অনুভূত একত্বের স্মৃতিজাত একত্ববোধের ভাব বা সংস্কার, আর একটা সহজ অবস্থাতে সর্ব্বদাই সেই একত্ব-দর্শন। সমাহিত হ'য়ে যা' কখন-কখন বোধ হয় তাই স্বভাবগত হ'য়ে যাওয়া, অর্থাৎ সর্ব্বদাই ঐরূপ সমাহিত হ'য়ে থাকা, ঐ সমাহিত অবস্থাটাই যেন সহজ natural হ'য়ে গেছে—কোনও চেষ্টা নাই—সর্ব্বদাই ঐ-রকম অনুভূতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সহজ অবস্থাতেই ঐ বোধ, বেশ ধারণা হ'লো তো? বেদান্তের "মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তাদি নাহং" আমি এ নই, তা' নই, আমি চিদানন্দরূপ ইত্যাদি ভাব কিন্তু ঠিক-ঠিক এ-অবস্থার কথা নয়।

আমি—তা' তো বটেই, ওটাতেও যে দ্বৈতের ভাব আছে। এটা আমি নই, ওটা আমি নই, সেইটা আমি—তা' আর বলা চলে কি ক'রে? মাত্রই আমি আছি সর্ব্বত্র, আর সর্ব্বদা তাই দেখছি, তার আর বাদ দেব বা কি আর নেবই বা কি? কোন্‌টা বা আমি নই আর কোন্‌টা বা আমি? সব আমি—তা' আবার সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হ'চ্ছে, কাজেই ওরূপ ভাষা এ-অবস্থায় বর্ণনা হবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক বলেছেন, বুঝতে পেরেছেন, এখন করলেই হয়। Do and you shall be able to do (কর, করলেই করতে পারবে)।

৬ই পৌষ, শনিবার—আশ্রমে তাঁর কাছে এসেছি। রাত্রে কথা-প্রসঙ্গে বললেন, "দেখুন, একটু গ্রহণেচ্ছু হ'লে কত অনুভূতি-সমেত তার reasoning (যুক্তি), তার philosophy (দার্শনিক তত্ত্ব) দিয়ে দেওয়া যায়;

অন্ধবিশ্বাসজাত অনুভূতি যাকে বলেন তা' নয়, তার সমস্ত যুক্তি-বিচারাদি সঙ্গে থাকবে। যেমন অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শন। এই জগদাদি যা' অনুভব করছেন, এও একটা suggestion (আভাস) আত্মার উপর দিয়ে রাখার ফল; অন্যরূপ suggestion দ্বারা এর পরিবর্ত্তে অন্যরূপ দেখা বা দেখান যায়। তবে সেরূপ দেবার এবং নেবার ক্ষমতা থাকা চাই। একটু কিন্তু ইচ্ছুক হ'লেই আপনাদের তা' হ'তে পারে; বড় সুসময় যাচ্ছে আপনাদের।"

১০ই পৌষ, বুধবার—স্ত্রী-পুত্রাদি-সহ তাঁর কাছে এসেছি। ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ সরকারও এসেছে। যোগেন মাঝে মাঝে কেমন অবসাদ ব'লে অনুযোগ করায় তিনি বললেন, "দেখুন, মাঝে-মাঝে মেঘলা হয়ই; আর মেঘলা দিনে dynamo (তড়িৎ-যন্ত্র) ভাল না চলতেই পারে। তা' ব'লে হতাশ হ'তে নেই, নিজেকে ধিক্কার দিতে নেই। উঠা-পড়া আছেই,—লেগে থাকতে হয়। মনে বল রাখতে হয়, বুকে জোর চাই—বুক টান ক'রে থাকতে হয়। বুক টান না থাকলে ঘুড়ির মত ঘন-ঘন গোপ্‌তা খায়।"

১১ই পৌষ, বৃহস্পতিবার—প্রাতে আশ্রমে তাঁর কাছে ব'সে আছি। ভগবৎ-কৃপার কথা বললেন, "ভগবৎ-কৃপা তো অহরহ পাচ্ছেন, তবে সেটা দেখতে না জানার দোষে দেখতে পান না সব সময়। বীরুদার মত নিজেকে helpless অবস্থায় ফেলে দিলে বুঝতে পারেন। তাঁর জন্য সব ছেড়ে help-less (অসহায়) হ'লে তাঁর help (সহায়তা) ভালরকম বুঝা যায়। তখন প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদবিক্ষেপে তাঁর দয়া দেখে মোহিত হবেন। এখন যে-সব দয়া পেয়েও—ও এমনি হ'চ্ছে, হ'য়েই থাকে, কার্য্যকারণে ঘটছে ব'লে মনে করছেন, তখন তাতেই অপার দয়া দেখতে পাবেন।"

১২ই পৌষ, শুক্রবার—তে-দা বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, আলু-পটলাদি সিদ্ধ হ'লে যেমন নরম হয়, সিদ্ধপুরুষ তেমনি নরম। কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে সিদ্ধ হ'লে নরম হয় না—হাঁসের ডিম সিদ্ধ হ'লে শক্ত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "ওটা exception (ব্যতিরেক)। এদিকেও তেমনি আছে। ভগবান্ সিদ্ধ হ'য়ে শক্ত হন। জগতের জীবগণের ব্যাকুলতায় তিনি সিদ্ধ হ'য়ে শক্ত হ'য়ে নরশরীর ধারণ করেন।"

১৫ই পৌষ, সোমবার—ডাক্তার সতীশ তাঁকে বললেন, যোগেন বলে যে মাঝে-মাঝে ইচ্ছা হয় revolt (বিদ্রোহ) ক'রে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিদ্রোহ ক'রেই বা কি? নিস্তার কই? আমরা ছোট হ'লেও আমাদের দাবীটা সত্যি-সত্যি খুব বড়, আর এই সন্তানত্বের দাবীটা প্রাণখুলে সর্ব্বক্ষণ করতে পারলেই মহালাভ। যেমন ছোট হাতখানি চিৎ ক'রে রেখে স্বচ্ছন্দে বলা চলে, এতবড় আকাশটা হাতে ক'রে রেখেছি। হাত মুঠো ক'রে অতবড় দাবীটা ছেড়ে দিয়ে লাভ কি? আর মুঠো ক'রে কতক্ষণই বা থাকা যায়, সেই খুলতেই হয়; খুলে রাখাই সুবুদ্ধির কাজ।

গীতা দেখা হ'চ্ছে আর মাঝে-মাঝে কথা হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "দেখুন, মস্ত সাধক-মহাপুরুষ সংসার ত্যাগ করেছে, ঢের অনুভূতি হয়েছে, তাতে আর জীবন্মুক্ত সংসারী পুরুষে দিনরাত তফাৎ। প্রথম-জনের যে-সব অনুভূতি তা' দ্বিতীয়জনের স্বভাবগত ভাব, সহজ অবস্থা হ'য়ে গেছে। যেমন আপনি মোক্তার, তা' আপনাকে আর realise (অনুভব) করতে হয় না, ওটা সহজভাবেই আপনাতে আছে। বাহ্যিক হিসাবে ভেদজ্ঞান আছে দেখা গেলেও জীবন্মুক্ত সংসারী-পুরুষ সর্ব্বক্ষণ পূর্ণভাবে স্বরূপস্থ থাকেন। জীবভাব বাইরে না রাখলে জগতের সঙ্গে কারবার চলে না, কিন্তু আসলে সর্ব্বদা শিব-ভাবেই অবস্থিত। যেমন নদীভাব আর ঢেউ-ভাব। ঢেউ-ভাবে উঠছে-পড়ছে, তাতে নদীর কিছুই আসছে যাচ্ছে না, সে সর্ব্বক্ষণ অনন্তসাগরে মিশেই আছে। কুমারনাথের গীতায় আছে—গাছের পাতা ও ডাল ঝড়ে হেলছে-দুলছে, কিন্তু গুঁড়ি ঠিক আছে। গাছ হিসাবে গাছ স্থির দাঁড়িয়েই আছে, কেবল উপরের ডালপালা নড়ছে।"

নিজের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়েই এই কথাগুলো বললেন বোধহয়।

২৮শে পৌষ, রবিবার—গতরাত্রে আশ্রমে এসেছি। সকালে ঠাকুর বললেন, "দেখুন, জগতে এই যে এত রোগ-যাতনা, এত অকালমৃত্যু, এ নিবারণের একটা উপায় করতে পারেন? এর জন্য আপনাদের প্রাণ কাঁদে না? এর জন্য আপনারা কেউ চেষ্টা করতে পারেন না? আপনারা একটা society (সমিতি) start (স্থাপন) ক'রে এর জন্য চেষ্টা করুন। অসম্ভব নয়, চেষ্টায়

কৃতকার্য্য হওয়াই সম্ভব। আমি বলছি, প্রাণে-প্রাণে একটু feel (অনুভব) ক'রে এর জন্য চিন্তা করুন; তাতে যা' হয় হবে, ভাববার দরকার নেই। সৎ উদ্দেশ্যে কার্য্যে লেগে যান। তাতে জগতের মঙ্গল এবং নিজেরও মঙ্গল হবে। দেখুন, বড়-বড় অবতারপুরুষ ও মহাপুরুষ এসে জগতের অনেক উপকার করেছেন বটে, কিন্তু সকল শ্রেণীর উপকার হয়নি। যদি অকালমৃত্যু নিবারণ করা যায় তবে ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই এতে উপকৃত হবে। এ-সম্বন্ধে অনেক good suggestion (সুন্দর ইঙ্গিত) দেওয়া যায়, যদি আপনারা তা' কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। বহু উপায়ে ইহা সাধিত হ'তে পারে। যেমন spiritually (অর্থাৎ ধর্ম্মের সাধন দ্বারা), mechanically (অর্থাৎ নব-নব যন্ত্র উদ্ভাবন দ্বারা) heat vibration (তাপ-কম্পন), light vibration (আলোক-কম্পন), sound vibration (শব্দ-কম্পন) ইত্যাদির সাহায্যে কার্য্য করা যায়। Medically অর্থাৎ নূতন-নূতন ওষুধ আবিষ্কার বা নূতন-নূতন প্রক্রিয়ামতে ওষুধ প্রস্তুত করা;—এই রকম নানা উপায়ে চেষ্টা করতে হবে। বিশ্বাস ক'রে লেগে যান আপনারা। ফল হবেই, একটু বিশ্বাস বা সাহস দরকার। তাই নিয়ে suggestion (ইঙ্গিত) সব experiment (পরীক্ষা) ক'রে দেখতে থাকুন।"

৩রা মাঘ—আশ্রমে তাঁর কাছে আছি। তাঁর কথায় নির্ভর ক'রে কেউ পূর্ণ উদ্যমে কাজে অগ্রসর হ'চ্ছে না ব'লে অনুযোগ করছি। বললাম—কতকগুলি লোককে সংসার হ'তে একেবারে free (মুক্ত) ক'রে না দিলে কাজ হ'চ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, সংসার হ'তে একেবারে free (মুক্ত) ক'রে নিলে ঠিক থাকে এমন লোক খুব কম, প্রায় দেখা যায় না। সংসারের ভেতর থেকেই কাজ করতে আরম্ভ করতে হবে। আপনারা তাই করতে চেষ্টা করুন। তারপর যে-যে free হবার উপযুক্ত সে-সে আপনি free হবে বা আরও free লোক এসে জুটবে।

আবার বললেন, "Brain (মস্তিষ্ক) সমুদ্র মন্থন করুন। ওতে সুধা-গরল দুই-ই আছে, সুধা উঠান। সৎ-চিন্তা, সৎ-কর্ম্মের দ্বারা সৎভাব আর জ্ঞানরূপ সুধা তুলতে হবে। অসৎকার্য্য বা চিন্তা দ্বারা গরল তোলা যেন না হয়।"

১১ই মাঘ, শনিবার—প্রাতে আশ্রমে পৌঁছিলাম। সেন-সাহেব (ভূ-প্রদক্ষিণকারী ব্যারিষ্টার চঁন্দ্রশেখর সেন) যাঁকে আমরা Father Sen বলি—এক চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন—

ঢিমেতেতালা বাজালে আর চলে না। ধ্রুপদ ও চৌতাল বাজাবার লোক কই। বীরদর্পে পৃথিবী কম্পিত ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা, তাঁর মহাভাববাণী, এইসব নূতন তত্ত্ব প্রচার ক'রে জগতে একটি ছাপ রেখে যাবে তার লোক কই?—এইসব কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আলোচনা হ'তে-হ'তে মর্ম্মস্পর্শী করুণ স্বরে তিনি বললেন—"দেখুন, একটা sadness (বিমর্ষ-ভাব)-এর current (স্রোত) বুকের ভেতর ব'য়ে যাচ্ছে। বড় কষ্ট। কেউ কি এটা feel করবে না? জীব-জগতের এত দুঃখ আর সহ্য হয় না। যেন পলে-পলে নিজে মরে যাচ্ছি—এমন বোধহয়। কেউ কথামত কাজ ক'রে এ নিবারণের জন্য চেষ্টা করবে না। আমি যে দিন-দিন ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছি। এর একটা উপায় আপনারা করবেন না? এর উপায় আছে জানি, অথচ তা' করা হ'চ্ছে না ব'লে আরও কষ্ট। যদি জানতাম এর উপায় নাই তাহ'লে এত কষ্ট হ'তো না। কিন্তু যখন জানি যে এর উপায় আছে অথচ worker (কর্ম্মী)-র জন্য এটা কাজে পরিণত করা হ'চ্ছে না তখন কি ক'রে সহ্য করি?"

আমি ভাবছি—ঠাকুরের আমাদের কাছে এত আকুলি-বিকুলি কেন? তিনি তো ইচ্ছা করলে একাই সব করতে পারেন। অথবা পথের ধূলা হ'তে তাঁর worker (কর্ম্মী) ক'রে নিতে পারেন। তবে এ-সব হ'চ্ছে না কেন? অমনি একটু বিমর্ষ হাসি হেসে বললেন, "দেখুন, বশিষ্ঠ রামকে বলেছিলেন—'রাম, তুমি পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্, তবে সাধারণ মানবের মত দুঃখ করছ কেন?' রাম বলেছিলেন—'মানবদেহ ধারণ ক'রে মানবধর্ম্ম যখন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি, তখন সব মানবের মতন করতে হবে'।"—এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর সুর ক'রে বললেন, "আমি হারায়ে ফেলেছি আমারে।" আবার বললেন, "দেখুন, পতাকা-ধ্বজা আপনাদেরই হাতে; আপনারা অগ্রসর হন তাহ'লেই হয়।"

আমি—ধ্বজাধারীকেই তো আগে যেতে হয়। কিন্তু তা' আমরা যাই কই?

অতি গভীর-স্বরে তিনি ব'লে উঠলেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

বলতে-বলতে কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীর হ'য়ে পড়লো, মুখে একটা আরক্তিম আভা ফুটে উঠলো। বললেন, "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" তাঁর ভাব ও কণ্ঠস্বরে আমার বুকের মধ্যে যেন তড়িৎ-লহরী খেলে গেল।

আবার নানারূপ প্রসঙ্গ হ'চ্ছে। আমি ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসাধারণ মাতৃভক্তির কথা ভাবছি। সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত অথচ মা-গত-প্রাণ। মা'র প্রতি এত টান কেন? অমনি বললেন "মা-ই যেন আমার জীবন। মনে হয়, মা না থাকলে এখানে থাকতেও পারব না। তাই মা'র জন্য এত ব্যস্ত হই। মা'র কাছ ছেড়ে বেশী দিন থাকা মুশকিল।"

সন্ধ্যাবেলা আবার কথা হ'চ্ছে। বললেন—"যুদ্ধ করতে বসেছেন। কামানে হাত দিয়েছেন, এখন বলছেন শিখে আসি। আমাদের এ-দোষ ও-আসক্তি, এ-ভ্রম ও-দুর্ব্বলতা যায়নি, আগে তা' সেরে নিই, পরে কাজ করব। সে কি? কোথায় দুর্ব্বলতা-ভ্রম-আসক্তি-অপারগতা? মিছে ওই ব'লে নিজের শক্তিকে deny (অস্বীকার) করছেন। পরমপিতা আপনাদের সহায়। এই মুহূর্ত্তে ও-সব নিজের শক্তি অস্বীকারের ভাব দূর ক'রে দিয়ে কাজে লেগে যান। কোন কিছুতে বদ্ধ নন আপনারা। বিশ্বাস করুন, faith (বিশ্বাস) নিয়ে লেগে যান। বৃথা 'শক্তি নেই' 'পারব না' বলবেন না। যাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চান তাদেরও এই কথা শুনান। কারও যদি weakness (দুর্ব্বলতা) থাকেও তা' তাকে শুনিয়ে লাভ কি? কাকেও blame (দোষ) দেবেন না। যত পারেন সাহস ও ভরসা দেবেন, আশার বাণী শুনাবেন। ভয় দেখাবেন না।"

বললাম, কিছুই বুঝলাম না, কিরকম হ'চ্ছে? আপনি বলছেন ব'লে আমরা একটার পর একটা ক'রে কাজে হাত দিচ্ছি। কিন্তু কোনটাই শেষ করছি না। একটা ধ'রে একটু যেতে-না-যেতে যেই আর একটা suggestion দিচ্ছেন,—অমনি সেটা ছেড়ে এটাতে হাত দিচ্ছি; এতে কি ক'রে কাজ হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কি তা' বলি? ছেড়ে দিয়ে আর একটা ধরতে তো আমি বলি না। বরং একটা শেষ ক'রে আর একটায় হাত দেওয়াই দরকার। অথবা কয়েকজনকে একটা আরব্ধ কাজ নিয়ে লেগেই থাকতে হয়, এবং আর কয়েকজন আর-একটা নূতন কাজ আরম্ভ করতে হয়। সকলেই সবগুলোর

ভেতর হাত দিয়ে কোনটাই শেষ না করা ভাল নয়। আমার সব suggestion-গুলি কার্য্যে পরিণত করা যদি সম্ভব না হয়, তবে তা' লিখে রেখে দিতে হয়, আর ক্রমে-ক্রমে করতে হয়।

আমি—আর-একটা কথা মনে হ'চ্ছে যে, লোকের বিশ্বাসজাত ভাবুকতার জন্যও কাজে কতকটা বাধা এনে দিচ্ছে। তিনি এ-কাজ করতে ব'লে দিয়েছেন—এই ব'লে কাজে নেমে পড়ে, আর ভাবে যে, তাঁর শক্তি পশ্চাতে আছে অতএব আরম্ভ ক'রে দিলেই হবে। অতিমানবীয় শক্তির জোরে সফল হবে এরূপ মনে করে। কিন্তু কাজে চট্ ক'রে সেরূপ হ'তে তো দেখি না, বরং মানবীয় উপায় বুদ্ধি ক'রে করাই দরকার দেখতে পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, দুটো জিনিস গোলমাল ক'রে ফেলছে। সত্য-সত্যই যদি super-human power-এর (ভগবচ্ছক্তির) ওপরে বিশ্বাস ও নির্ভরতা থাকে, যদি super-human দিক্‌টার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে ঐ বিশ্বাসে লেগে যায়, তাহ'লে ভগবানের শক্তির খেলাও দেখতে পায়, আর তাতে কাজও হয়। কিন্তু সে-দিকটার সঙ্গে কেউই পরিচিত হয় না—কতকটা ধ'রে নেয় মাত্র, আর মনে করে ওতেই হবে। নইলে সোজাসুজি উপায়ে মানুষে যেমন চেষ্টা ক'রে থাকে, সে-রকম উপায়েই চেষ্টা করতে হয়। মানবীয় উপায়ে চেষ্টারও খাঁকতি থাকবে, আবার, ভাগবত শক্তি ও উপায়ের উপরও বিশ্বাসের খাঁকতি থাকবে, তাহ'লে হয় না।

আমি—প্রাণপণ ক'রে লেগে গিয়ে একেবারে অসহায় অবস্থায় নিজেকে ফেলতে পারলে ওপর থেকে সাহায্য আসেই, কিন্তু আমরা তা' করি কৈ। নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করি, তাঁর প্রতি নির্ভর করি না, অথচ বলি 'তুমি সব দাও'—তাই হয় না। সব বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে তনু-মন-ধন পণ ক'রে লেগে গিয়ে অসহায় হ'লে সে সাহায্য করেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই। দেখুন, আর লোকে—বিশেষতঃ অন্তরঙ্গেরা—সাহায্য করে না, টাকা-কড়ি ক্ষমতা-সত্ত্বেও দেয় না, ইত্যাদি অনুযোগ যে করেন, এ তো আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করা মাত্র। না দিয়ে কি পারে? নিতে জানলেই দেয়; নিতে জানছেন কই? লোকের প্রাণে হাত দিতে হয়, তবে তো দেবে। হৃদয়ে

হাত দিতে পারেন কই? সকলেরই তো heart (হৃদয়) আছে—তাদের সেই মর্ম্মস্থল স্পর্শ করা চাই, তাহ'লেই তাদের দিয়ে যা' ইচ্ছা তাই করান যায়। চাবি আপনাদের হাতে—মর্ম্মস্থল খুলে ফেলুন। বিবেকানন্দ প'ড়ে-ট'ড়ে তাঁর 'বজ্রাদপি কঠোরাণি' ভাবটা একরকম জাগিয়ে নিয়েছেন! কিন্তু তাঁর 'মৃদুনি কুসুমাদপি'টা আদৌ শেখা হয়নি। বিপদে, কর্ম্মসংগ্রামে, মৃত্যু, রোগ, মহামারীর মধ্যে কার্য্যকালে ঐ কঠোরতা, নির্ভীকতা কাজে লাগে; ওটাও মন্দ নয়। কিন্তু অপরকে handle (চালনা) করতে হ'লে, বিশেষতঃ তার মর্ম্ম স্পর্শ করতে হ'লে কুসুমাদপি কোমলতাটা খুব দরকার; সেটা আয়ত্ত করুন। যত শীঘ্র তা' পারবেন তত শীঘ্র কাজে সফল হবেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আশ্রমের দক্ষিণে নদীর ধারে তাঁর কাছে ব'সে আছি। প্রকাণ্ড নদী, সম্মুখে যতদূর দেখা যায়—কেবল জল, বালুকাময়ী চড়া—আর আকাশ। মৃদুমন্দ দক্ষিণ বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে, আর তাঁর অমৃতবর্ষিণী বাণীতে সংসার-তাপদগ্ধ মনপ্রাণ শীতল ক'রে দিচ্ছে; মাঝে-মাঝে তাঁর সুকোমল করস্পর্শে শরীর-মন পুলকিত হ'য়ে উঠছে। ক্রমে সূর্য্য অস্তমিত হ'লো। মাঘী পূর্ণিমার চাঁদ আস্তে-আস্তে পূর্ব্বাকাশে ভেসে উঠলো। জলে আর আকাশে সে যে কি বাহার তা' লিখে আভাস দেবার চেষ্টা বৃথা। এমন সময় জেলার প্রসিদ্ধ উকীল রণজিৎবাবুর বোটখানি আশ্রমের ঘাটে এসে লাগলো। তিনি নেমে এলেন। রণজিৎবাবু প্রভু জগদ্বন্ধুর ভক্ত, শ্রীশ্রীঠাকুরকেও ভালবাসেন, শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন। প্রায়ই আশ্রমে আসেন, ঠাকুরের সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটান এবং বহু প্রসঙ্গ ও প্রশ্নের উত্থাপন করেন। একটু ব'সে রণজিৎবাবু ঠাকুর, মহারাজ, ননী-ভাই (প্রমথকুমার সাহাচৌধুরী) আর আমাকে তাঁর বোটে উঠিয়ে নিয়ে নদী ভাটিয়ে চললেন। জ্যোৎস্নায় নদী উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, খুব সুন্দর লাগছে।

রণজিৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—সৌন্দর্য্যটা কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমতাই সৌন্দর্য্য।

রণজিৎবাবু—ভগবান্ যে সুন্দর সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ রকমই। তাঁর নিকটস্থ যত হওয়া যায়, ততই মন সমতা

প্রাপ্ত হয়, আর সেই রসস্বরূপের, আনন্দস্বরূপের ভাবে বিভোর হয়। সেই রসে বা ভাবে বিভোর হওয়াই তাঁর সৌন্দর্য্যের অনুভব।

প্রণবাভ্যন্তরস্থ শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির কথা হ'চ্ছে। বললেন—

"ওঁকারের ভেতর শ্রীকৃষ্ণ যে দেখান হয়েছে ওটা এক হিসাবে ঠিক নয়, আবার এক হিসাবে ঠিক। ওঁকার আদি, শ্রীকৃষ্ণ তা' হ'তে—এ-বললে ভুল হয়, বরং শ্রীকৃষ্ণ থেকে ওঁকার বেরিয়েছে বা হয়েছে। ওঁকারটা তাঁর বাইরের দিক, ভেতরে তিনি। তাঁর মুরলী-ধ্বনি হ'তে ওঁকারের সৃষ্টি। ওঁকারে তিনি আছেন বটে কিন্তু তিনি যেন ওর প্রাণ।"

নৌকা হ'তে নেমে শহরের ভেতর ডাক্তার হরিশবাবুর ওখানে গিয়ে বসা হ'লো। আরও অনেক ভদ্রলোক এলেন। নামের কথা হ'চ্ছে। ভাবাত্মক নাম ও ধ্বন্যাত্মক নাম বা বীজাত্মক নাম এবং কল্পিত রূপ-ধ্যান ও প্রত্যক্ষ সদ্‌গুরু বা মহাপুরুষের রূপ-ধ্যানের কথা উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—"দেখুন, বীজমন্ত্রগুলি প্রায়ই ধ্বন্যাত্মক অর্থাৎ স্বতঃই ওগুলো ধ্বনিত হ'চ্ছে। ওগুলি অনাহত ধ্বনি। যদিও এ অবস্থায় আমরা হয়তো শুনছি না, তা' ব'লে নাই তা' নয়। ওগুলি স্বতঃই ধ্বনিত হ'চ্ছে, সদা-বিরাজিত ওসব নাদ, কম্পন, vibration, spirit current (চৈতন্য-ধারা) বা শব্দ, যাই বলুন, আমাদের ভেতর সাধনা-দ্বারা আমরা অনুভব করতে পারি এবং ওগুলো থেকে manifested (অভিব্যক্ত) এক-একটা form বা মূর্ত্তি বা দেবতার রূপ পেতে পারি। আর, ঐ form-এর রূপ বা গুণের বর্ণনাত্মক যে-নাম তাই ভাবাত্মক নাম। যেমন মদনমোহন, একটা ভাবাত্মক নাম। মদনমোহন ব'লে কোনও অনাহত ধ্বনি নেই কিন্তু, অনাহত এমন ধ্বনি বা বীজমন্ত্র আছে যার manifested form (প্রকট মূর্ত্তি)-কে মদনমোহন এই ভাবাত্মক নাম দেওয়া হয়েছে। মদনমোহন শুধু জপ করলে ফল হয় না; কিন্তু মদনমোহনের যে বীজ বা অনাহত নাদ—তা' জপ করতে-করতে, সেই ধ্বনির সঙ্গে পরিচয় হ'তে-হ'তে মদনমোহন দর্শন ঘটতে পারে। ভাবাত্মক নাম জপতে হ'লে সঙ্গে-সঙ্গে সেই ভাবটার চিন্তায়, ধ্যানে খুব রত থাকতে হয় এবং যে form-টার ঐ ভাবাত্মক নাম দেওয়া হয়েছে, তাঁর ঠিক-ঠিক ধ্যান করতে পারলে ফল পাওয়া যায়। তখন

ওর থেকে বীজ, ধ্বনি ইত্যাদি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভাবাত্মক নামের সহকারীরূপে ঠিক যে form-এ (মূর্ত্তিতে) manifestation (অভিব্যক্তি) হয়, তার ধ্যান সব সময় সম্ভব হয় না। কারণ, সে form (মূর্ত্তি)-এর তো ফটো তোলা নেই, বই প'ড়ে কল্পনা ক'রে নিতে হয়, তা' তো ঠিক-ঠিক সব সময় হয় না, কাজেই সহজে সাধনের ফল পাওয়া যায় না। বীজাত্মক বা ধ্বন্যাত্মক নাম ধরলে আর এ গোলের আশঙ্কা নেই। আর, ধ্যানাদির জন্য সদ্‌গুরু বা মহাপুরুষ, যাঁর মূর্ত্তি ঠিক-ঠিক বর্ত্তমানে পাচ্ছি, কল্পিত নয় এবং যাঁর ভেতরে ভগবৎ-বিভূতি প্রকাশিত দেখা যাচ্ছে—তাঁর ধ্যানই শ্রেষ্ঠ।"

প্রশ্ন হ'লো, পূর্ব্বতন আচার্য্য বা ঋষিদের অনুভূতি-বিষয়ের বর্ণনাত্মক শাস্ত্রাদি পাঠে উচ্চতর লোকাদি বা ভগবৎ-বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান হয় কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর "ঠিক হয় না" বলায় প্রশ্ন হ'লো, কেন হবে না, তাঁরাও তো অনুভব ক'রেই লিখেছেন, সেগুলিও তো সত্য, তবে হবে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁরা ঠিকই লিখেছেন। কিন্তু শাস্ত্র প'ড়ে লোকে ঠিক-ঠিক তাঁদের ভাব গ্রহণ করতে পারে না; নিজের মন-অনুযায়ী ক'রে নিতে বাধ্য হয়। যেমন আপনি Victoria Park (ভিক্টোরিয়া পার্ক) দেখে এসে বর্ণনা লিখে রেখেছেন, আমি সেটা পড়ে একটা idea (ধারণা) ক'রে নিতে পারি বটে, কিন্তু ষোল আনা ঠিক হবে না; আমার দেখা পার্ক-এর idea (ধারণা) সঙ্গে জুড়ে একটা কল্পনা ক'রে নিতে পারি; সেটা হয়তো কতক পরিমাণে ঠিক হতেও পারে, কিন্তু নিজে গিয়ে যখন দেখব তখন দেখতে পাব কল্পনাটা সব ঠিক হয় নাই, details-এ (সূক্ষ্মাংশে) অনেক গরমিল। আবার, তখন আপনার বর্ণনা পাঠ ক'রে দেখলেও হয়তো দেখতে পাব যে সেটাও ঠিকই লেখা আছে, কিন্তু আমার কল্পনাটা তথাপি ঠিক হয়েছিল না। তাতে আপনার বর্ণনার বা শাস্ত্রের দোষ না হ'তে পারে, কিন্তু যে তা' প'ড়ে idea (ধারণা) ক'রে নেয়, তার মনের সংস্কারের ছাপেও অনেকটা গোলমাল হ'য়ে যেতে পারে। তাই, নিজে গিয়ে না দেখলে প্রায়ই ঠিক-ঠিক জ্ঞান হয় না।

২রা ফাল্গুন, শুক্রবার—পাবনার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত রণজিৎ লাহিড়ী আশ্রমে এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—বৈষ্ণবেরা যে বলেন, 'নাম, রূপ,

স্বরূপ, তিনে একরূপ’—সেটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন? যেমন আপনি রণজিৎবাবু। আপনাকে নামে জানি,—আপনার নাম শুনেছি। তারপর আপনাকে দেখলাম, তফাৎ হ’তে রূপ চিনলাম। তারপর আপনার কোলে চ’ড়ে নেড়ে-চেড়ে বেশ ক’রে দেখলাম। আপনার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করলাম—আপনার স্বরূপ দেখলাম। তারপর এইরূপ দেখে-শুনে আপনার কোল হ’তে নেমে এসে ফের যে আপনাকে দেখছি—এই দেখাটা নামে-রূপে-স্বরূপে তিনটা দেখার পর দেখা। —এটা নাম-রূপ-স্বরূপ মিলিয়ে দেখা। তাঁকে এইরূপে দেখাকেই বলে ‘সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ’ রূপে দেখা।

৩রা ফাল্গুন, শনিবার—আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে এইরূপ বদ্ধই র’য়ে গেলাম আর ম’লেই মুক্ত হ’য়ে যাব, মুক্ত ক’রে দেবেন একি সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে জীবন্মুক্ত যদি না হ’লেন তবে ম’লেই মুক্ত হবেন কি ক’রে। ম’লে কি হবে তা’ তো অনিশ্চিত, এখানেই মুক্ত হওয়া চাই।

আমি—ম’লে তো মাত্র শরীরটা খ’সে যাবে, বাসনা-কামনাদির বন্ধন যেমন তেমনই থাকবে, ম’লেই ফাঁকতালে মুক্ত হ’য়ে যাবে এই মনে ক’রে অনেকে ব’সে আছে দেখতে পাই, এও কি কখনও হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হাসতে হাসতে) তার নিশ্চয়তা কি?

আমি—আচ্ছা, যাদের সদ্‌গুরু লাভ হয়েছে তারা তো মৃত্যুকালে সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পাবে? তার ফলে তারা তৎক্ষণাৎ মুক্ত হবে? যদি তা’ না হয় তবে সাক্ষাৎ পাওয়ায় লাভ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে জীবন্মুক্ত না হ’য়ে যারা মরবে তারা মৃত্যুকালে সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পেয়ে এই লাভবান হবে যে, একাকী অনির্দ্দিষ্ট পথে যাবার জন্য ভয় পাবে না, আঁধারে ঘুরবে না, তাঁর আশ্রয় পেয়ে তৎকালে ভীত হবে না, আর এ-জীবনে যতদূর উন্নত হয়েছিল, যেরূপ জীবন পেলে তার পর থেকে কাজ করতে পারে, সেইরূপ জন্মলাভ করবে। যে-সমস্ত অসৎকর্ম্মফল ছিল তা’ ধ্বংস হ’য়ে যাবে এবং তদ্‌দরুন নিম্নতর যোনিতে জন্মাতে হবে না।

ওরূপ মানুষ ম'রে মানব ছাড়া অন্য জন্ম তো পাবেই না, বরং মানবের মধ্যে উন্নত চরিত্রের মানব হ'য়ে জন্মাবে।

৪ঠা ফাল্গুন, রবিবার—আমাদের কর্ত্তব্য কী, কী করতে হবে, সে-সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ডেকে নিয়ে একাকী বললেন—"কী করতে হবে জানেন? জগতে আজ পর্য্যন্ত যত-যত মহাপুরুষ-অবতারাদি এসেছেন, তাঁরা যা' ক'রে গেছেন সেই সনাতন সত্যের উপরে দাঁড়িয়ে এখন আমাদের এমন পাকা রাস্তা ক'রে দিয়ে যেতে হবে যাতে সবাই অনায়াসে চরমধামে যেতে পারে অর্থাৎ সত্যযুগ এনে দিতে হবে,—সবটার ভেতর সেই সনাতন সত্যস্বরূপকে দেখিয়ে দিতে হবে। যত department আছে, যত বিভাগ আছে, যত ধর্ম্মমতবাদ আছে, যেমন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান; সমাজে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, আইনে, সবটাতে সব দিক-দিয়ে সেই একই সনাতন সত্যে পৌঁছানো যায়, দেখাতে হবে। অতি সাধারণ যে জাগতিক ব্যাপার তাহা, আর অসাধারণ যে-সব কার্য্য তাহা হ'তেও সেই এক সনাতন সত্য পাওয়া যায় তাই করিয়ে দেখাতে হবে। একই ভাবের বিভিন্ন বিকাশ সবটাতে, তাই সব ভাবে, সব রকম ক'রে দেখাতে হবে। আর, এই মহাকার্য্যে পরমপিতার এমনি নির্দ্দেশ যে আমার মত বোকাকে নিয়ে আপনাদের ন্যায় ভেড়ারা—নয় যদিও তা', ধরুন, তাই যদি বিবেচনাই ক'রে থাকেন,—তাও তাই সম্পন্ন করবেন। তা' যতদিন না করছেন ততদিন কারও নিস্তার নাই, পুনঃ-পুনঃ আসতে হবে। একটু দেরী করতে দেবে না,—যাওয়ামাত্র আবার আসতে হবে। এই ক'রে দেখাবার জন্য নানা departments of work, যথা—আশ্রম, কীর্ত্তন, বাণিজ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, নানাদিকে নানা-কাজের সৃষ্টি করতে হবে। আপনাদের মত সাধারণ লোকে এ ক'রে দেখালে তবে লোকে এটা সকলের পক্ষেই করা সম্ভব ব'লে মানবে—তাই এ-ব্যবস্থা। আপনি অশ্বিনী মোক্তার পাঁচ ছেলের বাপ, এখনও ছেলে হ'চ্ছে, সংসারাসক্ত, আপনি ক'রে দেখালে লোকে বলবে তাহ'লে এ তো খুব সহজ! তাই, ত্যাগী-সন্ন্যাসী দিয়ে এ-সব মহা-মহা কাজ না করিয়ে আপনাদের দিয়ে ক'রে দেখানোর ব্যবস্থা। জগতে সব বৈষম্যযুক্ত হ'লেও একটা-একটা group-মতো ক'রে সাজান। একটা group-এর একটা জানলে

আরগুলো জানা যায় এবং তাতে আর একটা group জানার সাহায্য করে। তাই, সব রকমে করা অসম্ভব নয়,—প্রতি group-এর একটা ক'রে দেখালেই হ'তে পারে।

"আর দেখুন, জীবন্ত Ideal-কে অনুসরণ করতে পারেন না? আমার এই অকিঞ্চিৎকর গেঁটে কাণাকড়ি জীবন যদি পরমপিতার অনুপ্রেরণে জীবনবৃদ্ধির জোয়ারের উপচানো চুয়ানে ফেঁপেই উঠে থাকে, তাতে যদি আপনাদের জীবনকে, আপনাদের বৃদ্ধিকে আরোতেই সমৃদ্ধ করে, এ যদি বোধ ক'রেই থাকেন তাহ'লে এই আমি,—তাঁর আশীর্ব্বাদ ব'য়ে যে এই আমি আপনাদের ভেতরে চ'রে বেড়াচ্ছে—তাকেই না-হয় অনুসরণ করুন। আমি যেমন-যেমন ক'রে চলি তেমনি ক'রে চলুন, আমাকে follow করুন। তাহা তো অসম্ভব নয়! আর, এই অনুসরণে যদি আপনারা জীবনবৃদ্ধিতে ক্রমোন্নতির চলনে চলতে পারেন, তাহ'লে বুঝব পরমপিতা আমাকে খাড়া ক'রেই তাই করবেন ব'লেই সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মতন এই আমাকে দিয়েই—এ-দিয়ে যা' হতে পারে তেমনতর human way-তেই যা কিছু করবার ক'রে দেখাচ্ছেন। এই যদি হয়, তাহ'লে অতিমানবীয় কিছু করতে তিনি নির্দ্দেশ দিচ্ছেন না। এই মানুষ আমি যেমন-যেমন ব্যাপারে যেমন-যেমন ক'রে চ'লে থাকি, আপ্রাণতার সহিত তাই অনুসরণ করুন। আমি কেমন তা' তো জানি না! তাহ'লেই আমার বিষয়ে আমার মুখ বন্ধ; আর আপনারা আমাকে দেখতে পান, বুঝতে পারেন, বোধ করতে পারেন, অতএব আপনাদের মুখ খোলাই থাকবে।—আমি আমার যা'-কিছু নিয়ে তাই আছি, আর, তা' যেমন হ'তে পারে তেমনি হ'তে থাকব। তাহ'লেই এই এমনতর আমাকে নিয়ে যদি প্রতি-প্রত্যেকের জীবন ও বৃদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করতে চান আপনারা,—তাহ'লে সেবা, সহানুভূতি, সাহচর্য্যকে নিয়ে প্রত্যেকের ভেতর ইষ্টপ্রতিষ্ঠা ক'রে জীবনবৃদ্ধিকে উন্নত করতে হ'লে এই আমার চেয়ে আপনাদের লাখ গুণে active হ'তে হবে। এ আপনাদের হ'তেই হবে, না হ'লে চলবে না। আপনারা যারা আমায় বিশেষ ক'রে দেখেছেন—আপনারা না হ'লে আর হবে কে? আর, আপনাদের না হ'লেই কি ছাড়ান আছে? এত ক'রে কেউ দেখে নাই, তবুও না হ'লে কি চলে? সকলে কি এত ক'রে দেখবার সুবিধা পেয়েছে?

"কাজেই আপনাদের এক-একটা দ্বিতীয় আমি তো হ'তেই হবে—তা'ছাড়া আরও যে কত! তাই বিশেষ ক'রে চেষ্টা করুন। আর দেখুন, যারা আমার সাথে মিশেকুশে, অমনতর জেনে-শুনেও আমাকে নিয়ে পাড়াপাড়ি করে, তাদের ছাড়া কি কারু কাছে দাবী ক'রে কিছু বলা যায়? অন্য কারু কাছে তো বলা যায় না! আবার, আমাকে follow কর—এ-কথাই কি তাদের বলা যায়? তাহ'লে মনে করবে অহঙ্কারের কথা। আর, আমাকে ভগবান্ ব'লে প্রচার ক'রেই বা আমার কী, আর না করলেই বা আমার কি? তাতে আমার কী এসে যাবে? আপনারা ওরূপ প্রচার করতে ভালবাসেন হয়তো—নইলে আমাকে ভগবান ব'লে বা যত ইচ্ছা বড় ব'লেও আর বাড়াবেন কি এবং যত ইচ্ছা ছোট ব'লেই আর কমাবেন কি, আমি যা' আছি তা-ই থাকব। যদি ঐরূপ করতেই কারু নিতান্ত ইচ্ছা হয়,—যদি ভগবান্ ব'লে বিশ্বাস থাকেই তাহ'লে point blank ভগবান্ ব'লে প্রচার ক'রে দিয়ে আর কতটুকু বললেন?—তাহ'লে এমনভাবে কথা বলতে হবে এবং মৎ-সম্বন্ধীয় কাজ এমন ক'রে দেখাতে হবে যে ভগবান্ বলতেও যেন সঙ্কুচিত হচ্ছেন—যেন তাতেও খাটো করা হ'য়ে যাচ্ছে,—তাহ'লে কতকটা লোকেও ধারণা করতে পারবে এবং সত্যপ্রচার করা কতকটা হবে। আর, অতি publicly (প্রকাশ্যভাবে) খোলাখুলি এ-কথা প্রকাশ করলে চলেও না। কারণ, প্রত্যেকেই তো আপনাদের প্রতি এমনতর lovingly inclined নয় যে, আপনারা যদি আমাকে তাদের কাছে ভগবান্ ব'লে জানিয়ে দিতে চেষ্টা করেন তাতে তারা তা' সুখী হ'য়ে গ্রহণ করবে। আর, সেবা দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, সাহায্য দিয়ে, মানুষের জীবনবৃদ্ধির স্বার্থ হ'য়ে নিয়ে—তাদের হৃদয়কে আপনাদের প্রিয়তে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলে গুহ্যভাবে ঐ-সব কথা বলাই ভাল। কারণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ আপনাতে with love inclined না হচ্ছে, ততক্ষণ সে আপনাদের কথাই বা নেবে কেন, আর নিজেকে আপনাদের নিয়মে নিয়ন্ত্রণই বা করবে কেন? আর, এইজন্যই বীজমন্ত্রাদি প্রকাশ্যে বলে না। তাছাড়া, যদি তেমনতর অকাট্য অনুরক্তি না থাকে, পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে, বৃত্তির প্রাবল্যে সে-অনুরক্তি ছিঁড়েও যেতে পারে। আর, জীবিত মানুষকে, সাধারণতঃ বৃত্তিরঞ্জিত যারা তারা বৃত্তি-স্বার্থে এতখানি inclined হ'য়ে থাকে, যার ফলে সহজে ধ'রেও উঠতে পারে না!

কোন উন্নত প্রিয়র সংসর্গের গুণে যদিও এক-আধটু ধরতেও পারে, তাহ'লেও সেই জীবিত আদর্শের চাল-চলনের ভেতর দিয়ে ঐ বৃত্তিস্বার্থের যখনই ঠোক্কর লাগে, তখনই তার অনুরক্তি প্রায়শঃই ছিঁড়ে-কুড়ে একশা হ'য়ে তাল-গোল খেয়ে যায়,—শেষে মিল করাই তার পক্ষে কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই, জীবিত আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে তাঁতে এতখানি আপ্রাণ ও তচ্চিত্তপরায়ণতার প্রয়োজন—যাতে নাকি নিজের চরিত্রটা আগুণে অমৃত-উৎসারণী হ'য়ে ওঠে, নতুবা বড়ই মুশকিল, অনেক সময় উল্টোই হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই, প্রায়ই দেখা যায়—জীবিতকালে দেশের ফকির ভিখ পায় না। আর দেখুন, প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেকের মতন তো নয়। তাই meeting ক'রে মানুষকে কোন বিশেষ আদর্শে—যাঁকে নাকি আপনারা জানেন প্রতিজনগণের জীবন ও বৃদ্ধির একমাত্র ইষ্ট,—এমনতর তাঁকেও publicly meeting ক'রে উদ্বুদ্ধপ্রাণতায় প্রতিষ্ঠা করা নেহাৎই কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই, individually approach ক'রে প্রত্যেক individual-এর মতন ক'রে প্রত্যেক individual-কে অমনতর আদর্শে বা ইষ্টে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলাই শ্রেয়ঃ। এমনি ক'রে এক-এক জনের অন্তরে যদি আপনার আদর্শকে আপনি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহ'লেও লক্ষ-লক্ষ জীবনকে আপনি ইষ্টপ্রাণতার ভেতর-দিয়ে জীবন ও বৃদ্ধিতে উন্নত ক'রে তুলতে পারেন। তারপরে, এই উদ্বুদ্ধ প্রাণগুলি প্রাণের আকুল টানে একত্র হ'য়ে যখন public meeting-এ উপস্থিত হয়, কিংবা তাদের প্রচেষ্টাতেই meeting-এর সৃষ্টি হয়, তখন ঐ একত্র ইষ্টপ্রাণতার জোর এত উল্লম্ফী, অমৃত-উৎসারণী হ'য়ে পড়ে যাতে নাকি ভরদুনিয়া প্লাবনঢলনে সিক্ত হ'য়ে অমৃত-উৎসেচনী উৎসরণে অঢেল ও অনাবিলভাবে চলতে পারে।"

আবার কথা হ'চ্ছে। বললেন—"সব-তাতে তিনি আছেন এইটি মনে রাখতে ও এইটি প্রথমে অভ্যাস করতে হবে, তাহ'লে দ্বন্দ্বভাব ঘুচে যায়। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য ইত্যাদি দ্বন্দ্বভাব সমাধানে সাবাড় ক'রে না ফেলতে পারলে তো সেই এক সনাতন সত্যের সাক্ষাৎকার পাওয়া যাবে না।

"আর দেখুন, যাকে যা' বলি, জানবেন তারই মধ্যে মাল অর্থাৎ তার পরম মঙ্গল নিহিত আছে—তা' চাঁদ ধ'রে দিতে বলি না কেন, এমনতর অসম্ভব

এৎফাঁকি চাহিদার ভেতরেও। তার তাই করতে চেষ্টা করাই ভাল, ঐ করার ভেতর-দিয়েই উন্নতি আপনা-আপনি উপচে উঠতেই থাকে। দেখুন, আপনারা যারা আমাকে বেষ্টন ক'রে আছেন, অর্থাৎ যাদের circle-এর ভেতর আমি দাঁড়িয়ে আছি তারা যদি ঠিক না হন, তাহ'লে কাজ চলে না। আমিটা লুকোতে না পারলে ভাল ক'রে খেলতে পাচ্ছে না। আর, আপনারা বেড়ে উঠে আমাকে আড়াল ক'রে না দাঁড়ালে আমি লুকাই কি ক'রে? আপনাদের মধ্যেই যখন স্থান পেয়েছি, আপনারা বেড়ে উঠে যদি আমাকে এস্তার ক'রে না তোলেন, তাহ'লে আমার চলনাগুলি এস্তার হবে কি ক'রে? আমার এস্তার চলনের জমিন তো আপনারাই। জমিন বড় হ'লে তো চল্না জবর হয়। তাহ'লেই অর্থাৎ আপনাদের যদি আমাকে—আপনারা যেমন বলেন তেমন ক'রে—বড়ই করতে সাধ, আর তা' যদি আপনাদের আন্তরিক সত্যিকার অর্থাৎ জীবন-বৃদ্ধিদ সন্দীপ্তি-মাখানো তৃপ্তিরই হ'য়ে থাকে, আর এটা নেহাৎ আপ্রাণতার সহিতই আপনাদের ভেতর গুম্‌রোতে থাকে, তবে এই চাহিদার আনুপাতিক করা, বলা, ভাবভঙ্গীর ভেতর-দিয়ে বাস্তবভাবে অনেক আরোতর উন্নত প্রগতিতে চেতন-নিরন্তরতার ভেতর-দিয়ে নিয়ত বেড়েই উঠতে হবে। আর, এইটাই হ'চ্ছে বাস্তব প্রমাণ যে, আপনাদের আন্তরিক চাহিদা আমাকে বড়ই ক'রে তোলা। নতুবা ওসব ফস্‌কানো গুলিখোরী আলস্যি কল্পনা—ওসব ব'লে-কয়ে ক্ষণিক বেমিছিল পাগলা আনন্দ সৃষ্টি করা যায় মাত্র; কিন্তু তার ভেতর যে কোন বাস্তবপ্রাণতা নেই এ-কথা ঠিকই। কেমন, তা' নয়? কারণ, চাহিদা যতই আপ্রাণ হ'য়ে ওঠে, করা-বলা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার তাকে বাস্তবে পরিণত ক'রে পেতে ঠিক আপনা-আপনি তদনুপাতিক তেমনতরই হ'য়ে ওঠে। এ-কথা তো ঠিকই! কি বলেন?

"দেখুন, সবাইকে ঠিক আপ্রাণভাবে নিজের মতন ভালবাসতে হয়। ভালবাসা মানেই হ'চ্ছে—তাকে সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলে বা ইষ্টে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলে, তৃপ্ত ক'রে তুলে, সন্দীপ্ত ক'রে তুলে, তার মনকে আশা, ভরসা, উদ্যম, তেজ, নির্ভরতা ইত্যাদিতে জ্বলজ্বলে, উদ্দীপ্ত ও নিরন্তর ক'রে, সেই চলনার ইন্ধনস্বরূপ তাকে যথাসম্ভব যেখানে-যেখানে যা'-যা' করলে তার ঐ অমনতর

উদ্বুদ্ধতা সম্বেগশালী চলনায় চলতে পারে এমনতরভাবে সেবা, সহানুভূতি ও সাহায্য করা,—আর এই ক'রে তার মঙ্গলে নিজে অভিষিক্ত হ'য়ে আনন্দে উচ্ছল চলনে চলা। আর, এই চলনার ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রত্যেকের অমোঘ স্বার্থকেন্দ্র ক'রে তুলতে হয়, যেন তা'রা directly অনুভব করতে পারে—with a vigorous uphill enjoyment—তুমি তা'দের একমাত্র স্বার্থকেন্দ্র, যেন তাদের সবরকমের common purse তুমি, তাদের কিছুই তুমি ছাড়া আলাদা নয়কো—তা' কাপড়-চোপড়, টাকাকড়ি, ধনদৌলত, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সব-কিছু দিয়ে। এইসব বলতেই যেন তারা তোমাকেই বোঝে; আর ঐ common purse বা সবার স্বার্থকেন্দ্র তোমাকে করতে গিয়ে প্রত্যেক জীবনকে becoming এ উচ্ছল না করে,—টাকাকড়ি দাও, তোমাদের স্বার্থপুষ্টি করছি—এইসব ধোঁয়াটে কায়দা ক'রে নানা এৎফাঁক দিয়ে তার কায়দা করলে কিন্তু ও হ'য়ে ওঠে না; তাতে মায় নিজে-শুদ্দু সবাইকে সর্ব্বনাশের ইন্ধন ক'রে তোলা হয়। প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের জন্য অমনতর প্রকৃত আপ্রাণতার সহিত জীবনবৃদ্ধিকে উচ্ছল ক'রে, তৃপ্ত ক'রে, সন্দীপ্ত ক'রে প্রকৃত জ্যান্ত ভালবাসার আবহাওয়ায় চলতে থাকে তাহ'লে ব্যাপার যে কি দাঁড়ায় তা' কল্পনা করতেও বুকখানা কেমন সুখসন্দীপ্তিবিলোল হ'য়ে ওঠে, তা' ব'লেও প্রকাশ করা কঠিন।

"আবার দেখুন, কেউ যদি তার ইষ্টে আপ্রাণ হ'য়ে তদ্‌গতচিত্ত হ'য়ে সমস্ত বৃত্তিগুলিকে তৎস্বার্থপরায়ণতার সহজ সম্বেগে সম্বেগশালী ক'রে closely attached হয়, তার সঙ্গ যারাই করে তাদেরও তার সঙ্গগুণে অমনতরই ঝোঁক হ'য়ে পড়ে, যেমন চুম্বকলোহার সংসর্গে সাধারণ লোহাও চুম্বকশীল হ'য়ে থাকে। আপনারা যদি তেমনতর হ'তেন, আপনাদের সংসর্গে যারা থাকতো তারাও কি অমনতর হ'তো না? তাই বলি, আপনারা ঠিক অমনতর হ'য়ে উঠুন, যাতে এক জায়গায় ঘা লাগলে সে-সংঘাতের সুরে আপনারা সবাই বেজে উঠতে পারেন।"

আরও কথা চলছে। বললেন—"আপনারা যদি আমার কাছে মানুষই আনেন, তবে অমনতরভাবে প্রত্যেককে magnetised করেই আনবেন।

জীবনবৃদ্ধির—ধর্ম্মের বিধিনিয়মের অর্থাৎ তত্ত্বের ক্ষুধা যেন তাদের ভেতর ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধার মতন বা চুম্বকের চুম্বকশক্তির মতন মাথাতোলা দিতে থাকে। তাহ'লে আমিও তা' নিয়ে তর্‌তরে হ'য়ে থাকতে পারবো। কিন্তু অমনতর না-ক'রে আনলে আর কি হবে? এই ক্ষুধাকে চাগাড় দিয়ে দিতে পারলেই তারা স্বতঃই আহরণ-প্রয়াসী হ'য়ে থাকবে। কারণ, আহার্য্য সংগ্রহ না করলে তাদের জীবনবৃদ্ধি-সংক্ষুধ সত্তাই যে বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠবে। আমাকে ভগবান্-টগবান কবুলিয়ে নানারূপ লোভানি দেখিয়ে আনলে কিন্তু তাদের ক্ষুধাও জাগবে না আর তাতে কিছু হবেও না। কারণ, তারা আসবে আমার কাছে না-ক'রে অর্থাৎ ক'রে পাওয়ার জঞ্জালকে এড়িয়ে বৃত্তির luxury-কে উপভোগ করতে। তার ফলে, তাদের জীবনবৃদ্ধির চাহিদাগুলি আরও কাণা হ'য়ে পাণ্ডাঠাকুরদের বিগ্রহের উপর যেমন শ্রদ্ধা, যেমনতর স্বার্থ নিয়ে—নেহাৎ ভাল হলেও সেইরকম ভালই গজিয়ে উঠবে। কোনরকম ক'রে যাতে বৃত্তির উপভোগ করা যায়—ঠাকুর-ঠাকুর ব'লে, বাঞ্ছাকল্পতরু-টরু ব'লে, মহাজাগ্রত দেবতা ইত্যাদি ঘোষণা ক'রে, ভড়ং-টড়ং ক'রে মানুষের কাছ থেকে বৃত্তি-উপভোগের মশলা সংগ্রহ ক'রে যা' করার তাই করবে। তাতে তারাও যাবে, তাদের পারিপার্শ্বিক আর-আর গুলিকেও নিকেশের পথে চালাতে থাকবে। বুঝলেন তো? এতে ক'রে ঐ হবে তার ফয়দা। তা' কি ভালো?

"আর দেখুন, সত্যদা, সতীশদা প্রভৃতি প্রাণের আকুতি নিয়ে ক্ষুধার তোড়ে যেমনতর যা' ব'লে থাকে, তা' বলুক, তাদিগকে বাধা দিয়ে তাদের সে উৎসরণকে আহত ক'রে তুলবেন না। মানুষ ভাবের দরজা খুলে রেখে করা-বলার ভেতর-দিয়ে যা' করে, তাই তার চরিত্রকে রঞ্জিত ক'রে কেমনতর বাস্তব ক'রে তোলে। তাকে আহত করলে, ঐ উৎসরণটাকে গলাটেপা ক'রে তুললে তাতে তার জীবন খিন্ন হ'য়ে যেতে পারে। তাই, মানুষ নিয়ে deal করতে হ'লে খুব সাবধান হওয়া চাই, নজর রেখে বিশেষ কায়দায় নিয়ন্ত্রণ করা চাই, নতুবা সর্ব্বনাশ হ'তে একদণ্ডও লাগে না। অজ্ঞান মানুষেরা জানে না কি করলে কি হয়; যা' তাদের পছন্দ হয় না, বিবেচনা না-ক'রেই ডাঙ্গোশ মেরে হয়তো সাবাড় ক'রে দিল। আপনি কিন্তু তা' করতে যাবেন না; বেশ ক'রে

ভেবে-বুঝে, অবসাদগ্রস্ত না হয় এমনতর কায়দা ক'রে, যাতে তাদের চল্‌না আরো ভালোতে চলতে পারে বেশ ক'রে বুঝিয়ে তেমনতর নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তাই করবেন কিন্তু। ভুল-টুল করলে—অমনতরভাবে নজর রেখে দোষটা যাতে শুধ্‌রে যায় তাই করতে চেষ্টা করবেন। দেখবেন, কিছুতেই যাতে বিরোধ বা অবসাদ এসে উপস্থিত না হয়।"

আবার বললেন—"সেন-সাহেব বললেন spiritual occultism প্রকাশ ক'রে কাজ করতে। ও কিছুই নয়, খুব নীচের কথা। ও ঢের করা যায়; কিন্তু ও ক'রে লোকের বরং brain বিগড়ে দেওয়া হয়। Aim হ'চ্ছে লোককে সোজাসুজি natural way-তে চরমতত্ত্বে নিয়ে যাওয়া। ও-সব করলে তার ঢের নীচে ঐ-নিয়ে বহুলোক আটকে পড়ে থাকে; তাতে লাভ নাই, বরং সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের বাধা জন্মান হয়।"

কথায় কথায় কথা ঘুরে গেল। বললেন—"জগদীশ বসুর দেওয়া truth যেমন সব সম্প্রদায়ে accept করছে, তাঁকে একটা সম্প্রদায়ের নেতা-স্বরূপ বা অবতার সাজিয়ে দিলে কি তা' করতো? কতকগুলি লোকের তাতে truth নেবার বাধা হ'তো। এ-হিসাবে —র ভাব বা truth-গুলি লোকের নেবার যত বাধা তার তা' নাই।

"আরও দেখুন, সব মহাপুরুষ অবতারাদির ভক্তগণের ভেতরই দু'টো দল দেখা যায়। একটা মাথাভাঙ্গার দল—ঐ অবতার পুরুষের বিনা সম্মতিতে বা নিষেধ না মেনে তাঁর জীবিতকালেই তাঁকে প্রকাশ্যভাবে ভগবান্, অবতার ইত্যাদি ব'লে প্রচার করতে থাকে। যেমন, খণ্ডবাসীদের গৌরাঙ্গ প্রচার, রামদত্তের শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার, আপনাদের বিশ্বগুরু প্রচার, ইত্যাদি।* আর একদল থাকে তারা তাঁর কথামত চলে। কথা যারা মানে, তারাই কিন্তু ঠিক। যারা মাথাভাঙ্গার মত চলে তারাও destroy করার spirit নিয়েই যে করে তা' নয়, মনে করে ঐতেই জগৎবাসীর বেশী উপকার হবে। তাদেরও intention good বটে, কিন্তু ভুল করে।

* এইসব স্থলে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি শুধু লেখা হয়েছে—যে উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন তা' লেখা নাই।

"আপনারা কয়েকজন কথামত চলুন, আর উপযুক্ত হ'য়ে আমাকে বেশ ক'রে ঘিরে দাঁড়ান, আমি একটু আড়াল হ'য়ে নেই, তাহ'লে কাজ খুব হবে!

"কাউকে জানা মানেই হ'চ্ছে, তার instinctive intention-কে জানা। যা' urge of fulfilment-এ উপ্‌চে উঠে action ও expression-এর manipulation-এ বাস্তব দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তদনুপাতিক অভিব্যক্তির সৃষ্টি করে। এ-হ'চ্ছে তার intuitive basic principle of life. আর, এইটি জানাই হ'চ্ছে, মানুষকে বাস্তবিকভাবে জানা। এ-জানলে দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যাপারের ভেতর ঢুকে কি-ক'রে কেমনভাবে সে তাকে fulfil করবে তা' gauge করা যায়—তা' সে যে-কোন বা যেমন-কোন affair-এর ভেতর ঢুকুক না কেন—তা'—ভালোই হউক আর মন্দই হউক। মনে করুন, এই আমি; আমাকে তো কতরকমে কত ক'রে কতভাবে দেখলেন। আমার সাথে যদি আপনাদের অমনতর রকমে পরিচয়ই হ'য়ে থাকে, তবে আমি যাই করি না কেন—আমার সংস্পর্শে থাকুন আর নাই থাকুন—আপনাদের gauge করা উচিত আমি কোথায় কেমন ক'রে কি ক'রে থাকি। আর, তা' যদি নাই জেনে থাকেন, আমার সম্বন্ধে আপনাদের ভালমন্দ কিছুই বলবার নেই। কারণ, আমাকে যখন আপনারা জানেন না, কোন ভালমন্দে, আমি কী বা কেমন, তা' কি-ক'রে জানবেন? আমার কোন্ affair-এর কী অর্থ, কী করবার কী সার্থকতা—কেমন ক'রে বুঝবেন? তাই যা' বলবেন, তাই-ই একটা নেহাৎ আন্দাজী হ'য়ে পড়বে।—হয়তো আমার কিংবা অপরের পক্ষে একটা বিরাট injustice-ই করা হবে। যার effect-এ এমনতর sufferings আসতে পারে, অনুতাপ করেও হয়তো তৃপ্তি বা শান্তি পাওয়া যাবে না। মনে করুন, আমি যদি এখন মদ খাই, বেশ্যাবাড়ি যাই, কিংবা লোকচক্ষুর সম্মুখে তাদের ঘৃণা আসতে পারে এমনতর অপকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম করি—যার আশু কোন মঙ্গলজনক হদিসই পাওয়া যায় না, কিংবা ন্যাংটা হ'য়েই যদি নাচি তাহ'লে কি আপনারা তার অর্থকে gauge ক'রে সহজ explanation-এ হাজির হ'য়ে তার সার্থকতার জবাব দিতে পারবেন—নিজেদের কাছে কিংবা পারিপার্শ্বিক জগতের কাছে? তা' যদি পারেন, আমার কইবার কিছু নেইকো; আর যদি না পারেন, তবে আপনাদের এই আমাকে নিয়ে পাড়াপাড়িতে আমার সাথে পরিচয় কতখানি হয়েছে তা' তো বুঝতেই পাচ্ছেন। আর, অমনতর স্থলে আপনাদের

কী করা উচিত তাও হয়তো বুঝতেই পারেন। দেখুন, আপনারা দু'জন যারা আমার সহিত পরিচয়ের তৃপ্তি নিয়ে চলছেন, আমাকে নানা-রকমে প্রচার করছেন, এমনতরভাবে যাতে নাকি মানুষ আমাতে inclined হয়—অবশ্য যারা inclined হবে তাদের ভাল হবে এই আশা ক'রেই—তার কিন্তু সব দায়িত্ব আপনাদের দু'জনের উপরেই; এটা আপনাদের মজ্জায়-মজ্জায় কি বুঝা উচিত নয়? আপনারা কত ক'রে কত কি করছেন, কত কি বলছেন, মানুষ হয়তো আপনাদের মুখের দিক তাকিয়ে অবাক সুখে আপনাদের মুখে আমার কথা শুনছে; তারপর হয়তো আপনাদের বুদ্ধি ও বিশ্বাস ঘুরে গেল। যেমনই হন, যে অবস্থায়ই পড়ুন, আর যা-ই হন না কেন, চিনলে বা পরিচয় হ'লে মানুষ যেমন একই কথা ব'লে থাকে,—যেমন বাঘ কিংবা ভালুককে যারা জানে বা চেনে তারা যেমনই হউক আর যে অবস্থায়ই পড়ুক না কেন—বাঘকে বাঘ, ভালুককে ভালুক ব'লেই থাকে তাদের সব characteristics নিয়েই—, তেমনি তা' আর বললেন না, আপনারা হয়তো অন্য রকম বলতে সুরু করলেন, অন্যরকম ভাবতে সুরু করলেন, অন্যরকম করতে সুরু করলেন; তখন তাদের কি হবে সে-চিন্তা কি আপনারা করেন না?"

৫ই ফাল্গুন, সোমবার—কথাপ্রসঙ্গে বললেন—"যাকে যা' বলি তা' যদি সে বিনাবিচারে করে তাহ'লে তাতেই তার পরমমঙ্গল হয়, তা' সবদিকে—আর্থিক হিসাবেও। আপাততঃ ক্ষতিকর ব'লে মনে হ'লেও শেষে তাতেও খুব লাভ হয়, একটু patiently (ধীরভাবে) শেষ পর্য্যন্ত দেখতে হয়। Idiot (মূর্খ হাবা)-এর মত থাকি ব'লে সবাই মনে করে সাংসারিক হিসাবের বুদ্ধি আমার কম, আমিও দেখে মনে-মনে হাসি। আচ্ছা দেখুন, যদি কারও উচ্চ হ'তে উচ্চতর বিষয়ে বুদ্ধি খোলে বেশ, তার কি তার চেয়ে নীচের level (স্তর)-এর কাজে বুদ্ধি নাই, তা' কি হয়? আপনাদের common-sense-এ (সাধারণ বুদ্ধি) কী বলে? আমি ভাবি, এতটুকু বুদ্ধি আপনাদের নাই এই আশ্চর্য্য; সে ইচ্ছা করলে lower level (নিম্নস্তর)-এর কাজেও খুব বুদ্ধি দিতে পারে, তবে lower level-এ প্রয়োগ করে কম; যদি কাকেও সেরূপ বুদ্ধি দিই তবে তা' শুনে চললে অর্থাদি আগমও যথেষ্ট হ'তে পারে।"

[চার]

সন ১৩২৬

বৈশাখ—একদিন রাত্রে নদীতীরে ব'সে নির্জনে কথা হ'চ্ছে। আমি বললাম, বীরু বলে যে তার দুইটি প্রশ্নের উত্তর নাকি সে পায়নি, এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী প্রশ্ন?

আমি—তা' আমি জানিনে, আপনি মনে ক'রে দেখুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, তার প্রশ্ন যতদূর মনে হয়, তাতে অবতার কিনা, ভগবান্ কিনা তাই জানতে চায়। তার উত্তর কী দেব? লোকের চিরপোষিত ভগবান্-অবতারাদির একটা idea (ধারণা) আছে। উত্তর দিলে ঐ idea-র (ভাবের) সঙ্গে খাপ খাবে না হয়তো। তাতে বরং লোকের বিশ্বাসে ঘা প'ড়ে ক্ষতি হবে। ম—সেবার আমায় বললে, তুমি অবতার—জগদ্বন্ধুর সাথী, স্বীকার কর। আমি বললাম, আমি তা' নই। তা' কি সে ছাড়ে। আমি কি ক'রে তা' স্বীকার করি? জানছি, যা' নই তা' স্বীকার করি কি ক'রে? কিন্তু তাই কি সে ঠিক বুঝলো যে কেন আমি তা' স্বীকার করতে পারিনে। তার ধারণামত ক'রে স্বীকার না করায় তার পোষাল না। আমি জানি যে, আমি ছিলাম, আছি থাকবো—সর্ব্বদাই একরূপ। আর পৃথক, beyond myself কোনও ভগবান্ অনুভবও করি না। আমি সব, আমিই আছি—তা' যাই বল। আমার পরিবর্ত্তন নাই, হয়ও না। তবে অবতার হব কি? একটা আলাদা আমা-ছাড়া কোথাও ভগবান্ কিছু আছে, তার অবতার হয়, তাও বুঝি না। সবই এক আমি—এ-সব apparent বিভিন্নতার মধ্যেও আমি, বাইরেও আমি। আর, আমি সর্ব্বদাই একরূপই আছি feel (বোধ) করছি, তা' এ-শরীরেও এবং সর্ব্বত্রই। আবার, এ-শরীর থাকলেও এবং না থাকলেও তা' কি ক'রে সকলের অবতারের idea-র সঙ্গে, অর্থাৎ কোথাও একটা ভগবান্, ঈশ্বর কিছু আছেন এবং এই শরীরটায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, এইরকম একটা ভাবের সঙ্গে মিল

রেখে চলি? আর, ভগবান্ বলতে যদি কোনও দেবতা, presiding deity of any division of the বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বলেন—তাও আমার বাইরে, beyond myself ব'লে বোধ করি না। ঐরূপ কোনও কিছু অবতীর্ণ হ'লেও সে তো আমারই আমি। জগদ্বন্ধুকে আমা-ছাড়া একজন পৃথক অবতার ব'লে স্বীকার করি কিরূপে?

আমি—দেখছি যে আমাদের হাত ছোট, আর আম বড় হ'য়ে গেছে; কাজেই ধারণায় বেড় পাচ্ছে না।

তারপর বললাম—দেখুন, বীরু বলে আপনার পিতামাতা, ভাই ইত্যাদিরা আপনাকে ঘিরে রেখে বিশ্বহিত করতে দিচ্ছে না। এঁদের clutches (বন্ধন) থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে নিজে সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে এবং আপনাকে সর্ব্বত্যাগী ক'রে জগতে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, তার খুব ত্যাগ, তার নিজের ত্যাগের হিসাবে এ-কথা সাধারণ মানববুদ্ধিতে তার বলা ঠিকই হয়েছে; কিন্তু তাঁর একটা inconsistency (অসঙ্গতি) এই যে আমি যদি বিশ্বহিত করতে পারি তাহ'লে তার উপায় কী তাও আমি জানি। কাজেই তার বুদ্ধিমত তার সঙ্গে ভবঘুরে হ'য়ে বেড়াতেই যে আমাকে হবে তার মানে কী? যদি আমার সে ক্ষমতাই থাকে তবে আমাকে আমার বুদ্ধিমত চলতে দেওয়াই কি ঠিক নয়? আর, যদি তা' না থাকে তবে আমায় ঘাড়ে ক'রে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েই বা কি লাভ?

আবার বললেন—"দেখুন, প্রথম কথা হ'চ্ছে আমাকে ঠাকুর, বিশ্বগুরু ইত্যাদি ব'লে বীরুদা ও আপনি যে এত প্রচার করেছেন, এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আপনারা আমাকে অন্ততঃ সাধারণ মানুষের চেয়ে একটা বিশেষত্ব-সম্পন্ন কিছু ব'লে বিশ্বাস করেন। নইলে ওরূপ প্রচার করবেন কেন? আমি তো আর ও-রকম করতে বলিনি। আর, আপনারা শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক; আপনাদের বয়সের ও বিদ্যার তুলনায় আমি বালক এবং মূর্খ, সাধ্যমত পরীক্ষা করবারও কসুর হয়নি। তাই যদি হ'লো, তবে এখন আবার আমার কাজের এত কৈফিয়ত লওয়া কেন? এতো বিচার করা কেন? যা' করছি তাই ঠিক ব'লে কি এখন মেনে নেওয়া উচিত নয়? তন্ন-তন্ন ক'রে আপনারা পরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষা

করেছেন এত যে আর কেউ তত করেনি, করবেও না। তিন বছর এত ক'রে পরীক্ষা ক'রে একবার আমাকে একটা কিছু ব'লে যখন accept (স্বীকার) করেছেন তখন কি আর বিচার চলে? তাহ'লে সারা জীবন কি এইরকম ক'রেই কাটাবেন? আমার প্রতিকাজের কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাই বিশ্বাস ক'রে আমাকে বিচার করা ছেড়ে দিয়ে আমার কথামত কাজ করবেন কবে? Accept (গ্রহণ) করার পূর্ব্বে যত পরীক্ষা করা উচিত—তারপর আর নয়। তখন "যদ্যপি আমার গুরু ...... নিত্যানন্দ রায়।" আপনারা যে position এ (অবস্থায়) এখন এসেছেন, তাতে আমি যদি চাঁদ ধরার মত অসম্ভব কার্য্য করতে বলি তবে বিনাবিচারে attempt (চেষ্টা) করা দরকার। যদি বলি, ধ্যান-ধারণা ফেলে মাটি কোপাও—তাতেই মুক্তি হবে, তবে তাতেই লেগে যাওয়া দরকার। এত দেখলেন, এখন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করুন এবং বুক ঠুকে সাহস ক'রে যা' সত্য জানেন তাই প্রকাশ করুন। কোনও ভয় নেই, নিজের বিশ্বাসকে অপরের সহিত আপোষ করতে গিয়েও খাটো করবেন না। আর পরমপিতা কি ছাড়বে? সে এতো ক'রে খাওয়ালে-দাওয়ালে শত শত বার পরীক্ষা দিলে, এখন কাজ করবার বেলায় না করলে, বৃথা বুদ্ধি-বিচার করতে গেলে কি সে ছাড়বে? তা' ঘা দিয়েই হোক আর যেমন ক'রেই হোক করাবেই।

"সব সময় সব-কথা তো আপনারা শোনেন না। তা' ব'লে কি করবো, আমি তো তা' ব'লে কারও প্রতি বিরক্ত হ'তে পারি না। কারও প্রতি রাগ যে হয় না, কাকেও যে ত্যাগ করতে পারি না, সবাইকে যে তুলে নিতে হবে। ভুল করলে ত্যাগ করবো, তাহ'লে প্রায় আপনাদের সবাইকেই যে ত্যাগ করতে হয়। কারণ, আপনারা তো দিনরাত্তিরই ভুল করেন। তাহ'লে সবাইকে ছেড়ে কাকে নিয়ে থাকবো? জগতের সবাইকে তাহ'লে ছাড়তে হয়—তাহ'লে যে সবই ছাড়তে হয়। সব ছেড়েই তো দেওয়া হ'য়েছে—এখন তুলে নেওয়া। এখন আর কাউকে ছেড়ে দিতে পারা যায় না।"

কয়েকদিন হ'লো শ্রীশ্রীঠাকুর আমার কর্ম্মস্থলে এসেছেন। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বার হ'য়ে রাস্তা দিয়ে তাঁর সঙ্গে যাচ্ছি। আমরা ১৫।২০ জন লোক আছি। আমি ছিলাম সকলের পিছনে। কিছুদূর গেলে একজন তাঁর গলায়

একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিল। কেউ গলায় মালা পরিয়ে দিলে তিনি তা' গলায় রাখেন না, আর কাউকে পরিয়ে দেন। আমি মনে-মনে ভাবছি, তিনি তো মালা কাউকে দেবেনই, আচ্ছা আমাকেই কেন দেন না। আমি মনে-মনে যে মালা চাচ্ছি তা' টের পেয়ে মালাটা আমায় দেন, তাহ'লে বুঝবো তিনি অন্তর্য্যামী। দু'চার পা এই ভাবতে-ভাবতে যেতে-না-যেতে তিনি আমায় ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। মালাটি নিজের গলা থেকে খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। হাসতে-হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, ''দুষ্টুমি আর গেল না।''

পরদিন রাত্রি আটটার সময় স্থানীয় বাজারে কীর্ত্তন হ'চ্ছে। তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন শুনছি। একজন তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিল। আমার পাজি মন অমনি ভাবতে লাগলো, কালকের ঘটনাটা কি রকম হঠাৎ মিলে গেছে! আজ যদি এই মালা রায়চৌধুরীর গলায় পরিয়ে দেন তাহ'লেই নিশ্চিত বোঝা যাবে অন্তর্য্যামী কিনা। রায়চৌধুরীমশাই দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে মালাটা পরিয়ে দিলেন। পুনরায় পরীক্ষা করলাম ব'লে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হ'য়ে গেল। তিনি তাই বুঝে তাড়াতাড়ি এসে আমায় জড়িয়ে ধ'রে আমার সে ভাবটা তাড়িয়ে দিলেন, এবং হাত ধ'রে নিয়ে কীর্ত্তনের স্থান ত্যাগ করলেন। কিয়দ্দূর গিয়ে বললেন, ''যারা পরীক্ষা দেবে তারাই ক্রমাগত নানারকমে পরীক্ষা নিচ্ছে; আর তাদের পরীক্ষা দেবার সময় তারা দিতে চাচ্ছে না—এ-মজা মন্দ নয়।''

কর্ম্মরহস্যের কথা হ'চ্ছে। বললেন, ''অনাগত কর্ম্মকে ডেকে না আনা এবং উপস্থিত কর্ম্মকে মন দিয়ে ক'রে যাওয়াই কর্ম্মের বন্ধন ক্ষয় করার উপায়। অনাগত কর্ম্মকে ডেকে আনা মানে এ-কাজ করব, সে-কাজ করব—এরূপ সঙ্কল্প করা। তা' করলেই যতদিন না সঙ্কল্পিত কাজ শেষ করছেন ততদিন নিস্তার নেই। কাজেই কর্ম্ম-বন্ধন হ'তে সত্বর মুক্তি নেই। আর, আগত কর্ম্মও অবহেলা করতে নেই। কারণ, সেটাও তো পূর্ব্বসঙ্কল্পজাত কর্ম্ম। ওটাও মন দিয়ে ক'রে শেষ ক'রে ফেলতে হয়, অবহেলায় জমা হ'য়ে থাকতে দিতে নেই। যত সত্বর ক'রে ফেলা যায় ততই বন্ধনটা সত্বর কাটে—এই হ'ল কর্ম্মের রহস্য।

জ্যৈষ্ঠ—কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী বাড়াদি গ্রামের সৎসঙ্গ-ভবন। বহু ভদ্রলোক উপস্থিত। নানা কথা হ'চ্ছে! শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "দেখুন, উপর থেকে brain-এ (মস্তিষ্কে) spirit current (চৈতন্য-ধারা) draw (আকর্ষণ) করে সবাই, যাদের intellect (বুদ্ধিবৃত্তি) যত developed (উন্নত) তাদের মাথা ততই উপর দিকে। গাছের সবচেয়ে কম, তার মাথা নীচের দিকে। তার চেয়ে উন্নত জীব পশু ইত্যাদির মাথা horizontal (চক্রবালের সমান্তরাল), ঠিক আকাশ-মুখোও নয় আবার ঠিক মাটিমুখোও নয়। ক্রমে উন্নত হ'য়ে মানুষের মাথা আকাশমুখো। আবার দেখুন, শুয়ে কথা বলছেন, যেই কথাটা interesting (হৃদয়গ্রাহী) বেশী হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তি বেশী চালনা করার দরকার হয়েছে, অমনি উঠে ব'সে মাথা আকাশপানে ক'রে নেন—এও ঐ জন্যে।"

৭ই শ্রাবণ—আশ্রম। বললেন, "দেখুন, আপনারা যখন পরমপিতারই জিনিস, তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের মধ্যেই পড়েছেন, তখন সামান্য দুঃখ-দৈন্য রোগাদিতে বিচলিত হবেন না। তিনি পূর্ব্ব হ'তেই—যাতে ভাল হয় তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। কখনই ruined (ধ্বংস) হবেন না—তা' যে position-এই (অবস্থায়ই) পড়ুন না কেন। সাহস ক'রে থাকলেই হ'লো। ঘাবড়ে গেলেই বৃথা আরও ও-সবকে চেপে ধরবার অবসর দেওয়া হয়। যতক্ষণ আপনি তাঁর—এ বিশ্বাস আছে, যতক্ষণ তিনিই কর্ত্তা, তাঁরই সব ব'লে জানছেন, ততক্ষণ ভয় কি? তাঁর মাল তিনিই care (যত্ন) নেবেন। অহঙ্কার-বশে নিজে কর্ত্তা মনে ক'রে হিসেব-নিকেশ করতে গেলেই গোল হয়, তা' করবেন না।

"আর, পরমপিতার শরণ নিলে, তাঁকে ডাকলে তাঁর প্রকৃতি আপনি সব যোগাবে—তা' ধন, যশ, মান ইত্যাদি। কিন্তু সে-সব চাইতে হবে না—ও আবশ্যকমত যা' হয় হ'য়ে যাক। পরমপুরুষ আর প্রকৃতি যেন স্বামী আর সতী স্ত্রী। স্বামীকে ভালবাসলে, তাঁর প্রিয়পাত্র হ'লে প্রকৃতি মায়ের ন্যায় স্নেহ নিয়ে সেবা করতে ছুটবে। কিন্তু যদি প্রকৃতিকে ভজনা করতে চান, তার সেবা করতে চান, তার স্তুতি ক'রে তার ভাণ্ডার ভোগ করতে চান, তা' সে দূরে চ'লে যাবে। যেমন, যদি আমাকে ভালবাসেন, আমার সুখ্যাতি ও স্তুতি করেন, আমার প্রিয়

হন তবে বৌ কত মায়ের মত সেবা করবে। কিন্তু যদি তাকে ভালবাসতে চান, তার স্তুতি করেন, সে দূরে পালাবে। সামনে এসে মায়ের মত আদর ক'রে খেতে দেবে না। সতী-নারী পতির ভক্তকে ভালবাসে, নিজের স্তাবককে চায় না! প্রকৃতির স্বভাবও ঐরূপ।" আবার নানা কথা হ'তে-হ'তে বললেন, "দেখুন, ভগবৎ-তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব—এটার একটা বুঝলেই হ'লো। একটা বুঝতে পারলেই তিনটেই বোঝা হয়।

"আরও দেখুন, সব কাজের মধ্যে একটু কৌশল আছে, সেইটা ধরতে পারলেই সংক্ষেপে মেরে দেওয়া যায়। যেমন একটা অঙ্ক কত process (প্রণালী) ক'রে কেউ করে, কেউ অত process জানে না বা করে না। কিন্তু এমন কৌশল ধ'রে ফেলেছে যে টপ ক'রে তার answer (উত্তর) ব'লে দিতে পারে। সব step (ধাপ) কষতে সে হয়তো পারেও না, কিন্তু ফল সমানই। যেমন, বহু সাধন, অষ্টাঙ্গ-যোগাদি ক'রে সিদ্ধ হ'ল, কেউ বা কৃপাসিদ্ধ হ'লো; টপ ক'রে কৃপা-বশে হ'য়ে গেছে ব'লে সব process নাও জানতে পারে, কিন্তু সে টিপ বুঝে সংক্ষেপে উপায় বাতলে দেয় ও দেবে এবং অত কষ্টসাধ্য সাধন অনাবশ্যক বলবে। আবার, সাধনসিদ্ধ ব্যক্তি—যার জানা আছে ঐ সিদ্ধাবস্থা, ঐ কষ্টকর সাধনের result (ফল), সে বলবে সাধন অনাবশ্যক। দু'জনের কথাই ঠিক। তবে টিপ-কৌশল বুঝে সংক্ষেপে মেরে দিতে যে পারে, সেই অধিক চতুর বটে।"

রাত্রিতে অনেকেই নিদ্রিত হয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, কৃষ্ণভাই (শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস), বিরাজদা ও আমি আছি। বিশ্বগুরু ব'লে প্রচার করা সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে। তিনি বললেন, "বিশ্বগুরু, অবতার ইত্যাদি ব'লে প্রচার ক'রে লোকের বিশেষ কি উপকার করলেন? প্রকৃত প্রস্তাবে অবতারাদি-সম্বন্ধে লোকের একটা স্থির ধারণা কিছু নেই। নিজের মনগড়া এক-একটা ধারণামাত্র আছে। আর, সেই রকমটা এখানে দেখতে চায়; তাদের ধারণানুযায়ী না হ'লেই পিছিয়ে যায়, তার চেয়ে যদি একজন elevated man (উন্নত মানুষ), a man of realisation (অনুভূতিসম্পন্ন লোক), a kind and loving friend (একজন মমতা ও প্রেমপূর্ণ বন্ধু) এইরূপ idea (ধারণা) নিয়ে আসে তাহ'লে

সে-রকম কতকটা মিলিয়ে পায় এবং ক্রমে বাক্যানুসরণ ও চরিত্রানুসরণ করার ফলে বিশেষ উপকৃত হয়। এই রকমে যদি গোটাকতক লোকও তৈরী হয় তবে তাদের দিয়ে ঢের কাজ হবে। হুজুগে লোক বেশী আসতে পারে বটে, কিন্তু তাদের দিয়ে solid and permanent work (পাকারকমে স্থায়ী কাজ) হয় না। কারণ, তারা পূর্ব্বগঠিত সংস্কারের সাথে সব মিলিয়ে না পাওয়ায় পূর্ণ বিশ্বাসী হয় না, আর ঠিক আদেশ পালন ক'রে চলে না। অন্ধবিশ্বাসী দিয়ে কি মহৎ কাজ হয়? খুব faith (বিশ্বাস) চাই, faith-এর অসীম শক্তি জানেন তো? প্রথমে good and kind friend-রূপে, সখা-ভাবে যদি লোকে মেশে, আর ভালবাসা পেয়ে, ভালবেসে ফেলে তার কথা শুনতে থাকে তাহ'লে ক্রমে ঐ লোক fit (উপযুক্ত) হ'য়ে যদি এখানে (নিজেকে নির্দ্দেশ ক'রে) ভগবানত্ব বা অবতারত্ব কিছু থাকে তবে তা' দেখতে পাবে। এবং তখন অর্জ্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন—'হে অচ্যুত! আমি তোমাকে আগে চিনতে পারি নাই, সখা ব'লে কত বলেছি—আমার অপরাধ ক্ষমা কর'—সেও তদ্রূপ বলবে।"

আবার কথা হ'চ্ছে। ক্ষেত্রদিদি (শ্রীযুক্তা ক্ষেত্রমোহিনী রায়) ও রাধাবিনোদভাই (শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ বসু) ঁপুরীধামে গিয়েছিল। সেখানে ঁবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-মহাশয়ের জনৈক শিষ্যের সহিত আলাপ হওয়ায় তিনি নাকি বলেছেন, "তোমাদের যদি বিশ্বগুরু—ভগবান্ লাভই হয়েছে তাহ'লে আর এখানে কী দেখতে এসেছ? যদি সাক্ষাৎ বিশ্বগুরু নরদেহধারী ব্রহ্মই দেখে থাক তবে আর দারুব্রহ্ম দেখতে এসেছ কেন?"

শ্রীশ্রীঠাকুর—"তা' ঠিকই তো বলেছেন। যদি দারুব্রহ্ম জগন্নাথ দেখতেই গিয়ে থাকে তাহ'লে তো তৎপূর্ব্বে তাদের বিশ্বগুরু জগন্নাথ দেখা হয়নি। তাহ'লে আর এটা-ওটা দেখতে চাইবে কেন? তাই তো বলি, যদি একজনও এখানে সত্য-সত্য বিশ্বগুরু দেখতে পেত তাহ'লে অসীম বিশ্বাস, ভক্তি ও মনের বল দেখে, তার ব্যবহার দেখে আর লক্ষ লোকের চোখ ফুটে যেত। প্রকৃতরূপে কেউ তো দেখলে না। ভাল ক'রে না-দেখে না-বুঝে একটা জাহির করা হ'লো। ওটা কতকটা নিজেদের অহঙ্কার-প্রসূত। নিজেদের মস্ত ভাগ্যবান

ভক্ত ইত্যাদিরূপে দাঁড় করানোর ভাব ওর ভিতরে অলক্ষিতে লুকায়ে আছে। নিজেরা পূর্ণরূপে সেদিকটার সঙ্গে না পরিচিত হ'য়েই এবং তজ্জাত অসীম বিশ্বাস-হেতু মনোবলে বলীয়ান না হ'য়েই মাত্র loving friend (স্নেহময় বন্ধু) এবং ideal human character (আদর্শ চরিত্র মানুষ)-রূপে দেখেই এবং এক-আধটু glimpses into the অলৌকিকত্ব (অলৌকিকত্বের ঈষদ্দর্শন) পেয়েই বিশ্বগুরু ব'লে প্রচার করা হ'লো। এখানে যা' আছে সে বিশ্বগুরু, অবতার বা যাই থাকুক তা' ভাল ক'রে দেখে নিয়ে প্রচার করলে দেখতেন, প্রচারকারীদেরই আজ কত follower (অনুচর) হ'তো। তাদের দেখেই লোকে অবাক হ'য়ে যেত এবং জগতের কত লোকের মধ্যে প্রচারিত হ'তো তার ইয়ত্তা ছিল না। এখনও মাস তিনেক যদি আপনারা সঙ্গে-সঙ্গে থাকেন এবং সাধনমুখী হ'য়ে সর্ব্বদা থাকতে চেষ্টা করেন তাহ'লে সব সত্য, সব অনুভূতি, সব তত্ত্ব জানিয়ে দেওয়া যায় এবং তখন তাহ'লে সত্য-সত্যই বিশ্বগুরু দর্শন-হেতু তাহা প্রচার করতে পারবেন। দর্শনকে, নিজের realisation-কে (অনুভূতিকে) তো কেউ অবিশ্বাস করতে পারবে না। তাদের character-ও (চরিত্রও) এমনি changed (পরিবর্ত্তিত) হ'য়ে যাবে যে তা' দেখে লোকে অবাক হ'য়ে যাবে এবং বুঝতে পারবে যে, তাদের এখানে প্রকৃত বিশ্বগুরু দর্শন ঘটেছে। তখন তাদের কথার দ্বারা মনোবলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে, চরিত্রে মুগ্ধ হ'য়ে লোকের বিশ্বগুরু দর্শনের যোগ্যতা লাভ হবে এবং লোকে সহজে এখানে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে পরম উপকৃত হ'য়ে যাবে। লেগে যান তো দাদা! আমি ভগবান্ দেখেছি অনেকদিন, সে মায়ের পেট থেকে প'ড়েই। কিন্তু অটল বিশ্বাসী ভক্ত দেখবার সৌভাগ্য কমই হয়েছে। একবার সেইরূপ হ'য়ে আমায় ভক্ত দেখান তো! রোগ-শোক-দারিদ্র্য-যাতনা এমন-কি সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত এসে যে-বিশ্বাসকে টলাতে পারে না এমন বিশ্বাসবান্ ভক্ত আমায় দেখান তো। ....আর দেখুন, আমার মনটা আপনাদের জন্য কী চায় জানেন? লোকের শত্রুও এমন চায় না। মনে হয় যেন আপনাদের টাকাকড়ি না হয়, যেন দুঃখ-দৈন্য ভোগ করেন। আর, পুড়ে-পুড়ে ক্রমে-ক্রমে খাঁটি সোনার ন্যায় জ্বলজ্বলে হ'তে থাকেন। আমি জানি দুঃখে আপনাদের রাখলে আপনাদের মহামঙ্গলই হবে, কাজেই তাই ইচ্ছা হয়।''

৮ই শ্রাবণ—শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "দেখুন, আপনারা তৈরী হ'লেই আমার কাজ হ'লো। আপনাদের সুবিধা কত! আমার বিদ্যা নাই, মূর্খ, আবার বিশ্বগুরু ইত্যাদি ব'লে কতকগুলি বাধা আমার পক্ষে উপস্থিত ক'রে দিয়েছেন। দেখুন বিশ্বগুরু-অবতার ইত্যাদিগ্রস্ত হওয়া কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হওয়া বিশেষ। কুষ্ঠীকে লোকে ছোঁয় না, বিশ্বগুরু ইত্যাদি হ'লেও সেইরূপ সর্ব্বসঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে লোকে তার সঙ্গে মিশতে পারে না। তা' যতই চেষ্টা করা যাক, লোকের কেমন একটা সঙ্কোচ-ভাব এসেই পড়ে। তাইতে তো কাজ করতে হ'লে আত্মগোপন, ছদ্মবেশ দরকার। আপনাদের বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, আপনাদের মুখ খোলা এবং লোকে নিঃসঙ্কোচে আপনাদের সঙ্গে মিশতেও পারবে। কাজেই আপনারা খুব ভাল কাজ করতে পারবেন। লেগে যান।

'আর, লোককে ভালবেসে প্রেমের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ক'রে রাখুন। ভালবাসায় ঢলঢলে হ'য়ে লোককে বুকে নেন। ভালবাসছেন ব'লে অহঙ্কৃত হবেন না—ভালবাসতে পারছেন ব'লে নিজেকে কৃতার্থ, ধন্য মনে করুন। কারণ, তাতে সর্ব্বপ্রকারে নিজেরই লাভ, যাকে ভালবাসছেন তার চেয়ে নিজে বেশী লাভবান হচ্ছেন। আর, জগতের লোককে ভাল করতে হ'লে ভালবাসতে হবেই। দেখুন, নিজের ছেলেপেলেকে যে কতখানি ভালবাসেন তার তো ওজন পান না এবং সেজন্য অহঙ্কৃতও হন না—তবে সর্ব্বদা তাদের প্রতি একটা মঙ্গলেচ্ছা মনে আছে, সকলের প্রতি ওইরূপ হোক। আর ভালবাসলেও, পরমমঙ্গল দিতে গেলেও যদি নিতে না চায় তাতেও দুঃখিত হবেন না—অনুযোগ করবেন না। কেবল তাদের মঙ্গলেই রত থাকুন। দেখুন, আপনাদের আমি হৃদয়ের মধ্যে ক'রে নিতে, নিজের মত ক'রে নিতে, কত ভালবাসা দিয়ে চেষ্টা তো করছি; কিন্তু আপনারা এতদিনও তো সেরূপ পুরোপুরিভাবে আসেন নাই, তা' ব'লে কি আমি ছাড়তে পারি?

"আর এক-কথা, জগতের লোককে ভাল করতে গেলে শয়তানী-দুষ্টুমিও একটু করা লাগে। কারণ, যারা দুষ্ট, সোজাসুজি সত্য দিলে তারা নেবে না। তবে ভালোর দিকের শয়তানী—যেমন শ্রীকৃষ্ণাদির করতে হয়েছিল, ও সকলেরই করতে হয়েছে—শঙ্কর, বুদ্ধ ইত্যাদি সকলকেই। কারণ, লোকের

শয়তানীর উপর দিয়ে এককাঠি না চলতে পারলে তাদের মঙ্গল করা যায় না।

"আর, উদ্দেশ্য গোপন করতে হয়। ভাল কাজ করবেন বা কারও ভাল করবেন তা' মুখে ব'লে-ব'লে প্রকাশ করতে নাই, কার্য্যে যতটা প্রকাশ করা হয় হোক। আগে মুখে প্রকাশ করলে তা' লোকে নেবে না। 'তোমার ভাল করবো, এস'—বললে লোকে তা' নেবে না। অমৃত এনেও সোজাসুজিভাবে দিলে লোকে নেয় না। উদ্দেশ্য অমৃত দেওয়া, কিন্তু তা' গোপন রাখতে হবে এবং ভালবেসে তাদের মত ক'রে তাদের ঐ অমৃত দিতে হবে। বুঝলেন?"

আমি—"ষোল আনা এতেই লেগে না থাকলে এ-সব করা চলে না। ব্যবসায় তাহ'লে ছেড়ে দি?"

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, ব্যবসায় আপনি ছাড়বেন না, ব্যবসাই আপনাকে ছেড়ে যাক। আপনি এখানে খুব যাতায়াত করুন, সর্ব্বদা এই কথা, এই আলোচনা, এরই চেষ্টায় থাকুন, তাতে ব্যবসায় যতটা চলে—যতটা থাকে। ক্রমে ওটা খ'সে পড়ুক। ছাড়াই তো উদ্দেশ্য, ধ'রে থাকা নয়, তবে জোঁকের মত। একটা বেশ আঁকড়ে ধরুন, আর একটা খসে পড়ুক।

আবার বললেন, "ব্যাপারটা কত serious ক'রে ফেলা হয়েছে তা' বুঝছেন তো। আমাকে বিশ্বগুরু ব'লে প্রকাশ ক'রে দিয়ে কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত ক'রে আমার কাজ করার বাধা উপস্থিত করায় সেই কাজ করার ভার, তার responsibility আপনারা নিজের ঘাড়ে নিয়ে ফেলেছেন, বুঝছেন তো? আর এ-করতে গেলে দুঃখ-দৈন্য আসবেই। তাকে হাসিমুখে বরণ ক'রে নিতে হবে, বুঝতে পারছেন? যতই আগুন জ্বলুক, যতই তাপ লাগুক, কিন্তু উত্তপ্ত হ'তে পারবেন না। ঠাণ্ডাই থাকতে হবে। এখন fit (উপযুক্ত) হওয়া নাই, এটা fit হবার সাধনের অবস্থা নয়, সে-সময় নাই। একেবারে field-work. Field-work-এ নামবার ভার স্বেচ্ছায় আপনারা ঘাড়ে নিয়েছেন, এখন আর fit, unfit ব'লে hesitate (উপযুক্ত-অনুপযুক্ত ব'লে ইতস্ততঃ) করবার অবসর নাই। Responsibility নিজে ডেকে নিয়ে unfit ব'লে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে গেলে তা' দেবে কেন? অতএব জয়গুরু ব'লে সাহসী বীরের ন্যায় field-এ নেমে পড়াই কি বুদ্ধিবানের কার্য্য নয়?"

রাত্রে আসবার সময় আবার বললেন, "দেখুন, মাথার উপর বজ্র, প্রতি পদে পদে কাঁটা ফুটছে, ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত, যার মঙ্গল করতে যাচ্ছেন সে-ই মাথায় লাঠি মারছে, এই কষ্টের ভেতরেও প্রশান্তভাবে থাকতে হবে। সমস্ত জেনে-শুনে এতে অগ্রসর হচ্ছেন, ভীত হবেন না। দুঃখের কশাঘাতে আপনাকে এবং মাকে (আমার স্ত্রীকে) জর্জ্জরিত হ'তে হবে। তবে ছেলেমেয়েদের অত হবে না। তাদের যা' দরকার তা' জুটে যাবে। এই জেনে পরমপিতার প্রতি পূর্ণ নির্ভর ক'রে অগ্রসর হন। বুঝলেন তো?" আবার বুকে থাবা মেরে বললেন, "আত্মন্, তোমায় জয় হোক।" আরও বললেন, "দাদা, ভালবাসার দিক দিয়ে সব করবেন, জয় অবশ্যম্ভাবী।"

আবার বললেন—"চারিদিকে ভোগের সামগ্রী-বেষ্টিত হ'য়ে মনে সন্ন্যাস নিয়ে থাকতে হবে, গেরুয়া-পরা বা বনে-যাওয়া সন্ন্যাসী নয়। সন্ন্যাসীর definition—"ন চ দ্বেষ্টি ন কাঙক্ষতি"—কিছু আসছে ভাল, নাই সেও ভাল, এলেও বিদ্বেষ নাই, না থাকলেও আকাঙক্ষা নাই। এর জন্য বনে যেতে হয় না,—ঘরে থেকেই মনে সন্ন্যাস নিয়ে থাকবার উপদেশ। যোগী, বৈরাগী ইত্যাদি হ'তে হ'লে সংসার ছেড়ে বনে যায়, কিন্তু সন্ন্যাসী—গীতায় যাকে বলেছে—তা' হ'তে হ'লে সংসার ছেড়ে যেতেই হবে এর মানে নাই। আর, যোগী বা বৈরাগী ব'লে যাঁর পরিচিতি তাঁদের মধ্যেও প্রকৃত যোগী বা বৈরাগী অতি অল্পই আছেন।

১৫ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার—তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হ'চ্ছে। আমার মোক্তারী ছাড়ার কথা হ'চ্ছে। বললেন, "দেখুন, মোক্তারী ছাড়লে কিন্তু রাজা হওয়া চাই। বাইরে ঐশ্বর্য্যের ভাব আরও বেড়ে যাওয়া চাই। আরও বেশী-বেশী লোক খাচ্ছে, হৈ-চৈ হ'চ্ছে, লাট-সাহেবের বাড়ীর মত যেন ধ্বজা উড়ছে। লোকে যেন দেখে—মোক্তারী ছেড়ে অবস্থা আরও ভাল হ'য়ে গেছে, তাহ'লে লোকে ভড়কাবে না। বরং সাহস ক'রে ত্যাগই প্রকৃত ভোগ মনে ক'রে এদিকে অগ্রসর হবে। নিজের কিন্তু কিছু ভোগ থাকবে না, দীনের দীন বেশভূষা, আহার, ব্যবহার, অথচ কত ভোগ চারিদিকে থাকবে, তাতে আসক্তি নাই, এইরূপে চলতে হবে।

"মানুষ ভাল করবার প্রথম সূত্র হ'চ্ছে—তার ভেতর যে মন্দটা আছে তা' ভুলিয়ে দেওয়া। কেবল অনবরত তার ভালোর দিকটা তার সামনে ধরতে হবে এবং তার ভেতর মন্দ আছে এ-কথাই তাকে ভুলিয়ে দিতে হবে। তা' ঠাট্টা-তামাসার ছলেও তার মন্দর দিকটা দেখাতে নাই। কেবল তাকে ভাল বলতে, ভাল দেখাতে হবে এবং ভালবাসায় অনুপ্রাণিত ক'রে ভাল কার্য্যে, ভাল idea-তে লাগিয়ে রাখতে হবে।"

১৬ই শ্রাবণ, শুক্রবার—শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "দেখুন, স্রষ্টা ভগবান্ একটা আলাদা আছেন, আর সৃষ্টি একটা আলাদা—এ-কথা ঠিক নয়। তিনিই সৃষ্ট হয়েছেন, তিনিই তাঁর বিভিন্ন ভাবসম্ভোগ করছেন—লীলা করছেন। যেমন আপনার এক-একটা ভাব—বসা একটা, শোয়া একটা, দাঁড়ান একটা, মুখ ভেঙচান একটা, জাগ্রত একটা, সুষুপ্তি একটা। এক-একটা ভাবের স্মৃতি যেমন এক-একটা অবস্থা আপনার—পরম আমি বা পরম পুরুষের এইরূপ এক-একটা ভাবের স্মৃতি, সৃষ্টির এক-একটা স্তর বা বিকাশ। যেমন আপনার এক-একটা ভাবের সহিত আপনি আছেন, এই সৃষ্টিতেও তেমনি তিনি আছেন। আপনাকে বাদ দিয়ে আপনার এই ভাব বা position-এর স্মৃতি যেমন নাই, তেমনি ঈশ্বরবিহীন সৃষ্টি নাই। আর, সর্ব্বস্মৃতি বা ভাব বাদ দিয়ে যেমন আপনার থাকা—তাঁরও ভাবাতীত নিশ্চল নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প অবস্থা সেইরূপ। কিন্তু আপনার যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় বহুক্ষণ থাকা ঘটে না, ভাবাতীত অবস্থায় তাঁরও বহুকাল থাকা ঘটে না। একবার চরম প্রলয়, চরম নির্ব্বিকল্প অবস্থার পর আবার সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ, ভাব-সমন্বিত হ'য়ে প্রকাশ হন। সাধারণ দেহাত্মবোধযুক্ত মানবের যেমন জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থা, সাধকের সাধনা ও সমাধি অবস্থা, ঈশ্বরেরও সেইরূপ সৃষ্ট ও ভাবাতীত নির্ব্বিকল্প অবস্থা। Individual soul-এর যে-অবস্থা সমাধি ব'লে কথিত, Universal soul বা 'মহা আমি', 'পরম আমি' বা ঈশ্বরে সেই অবস্থা নির্ব্বিকল্প অবস্থা। Individual soul-এর চরম নির্ব্বিকল্প হয় না, যতক্ষণ বিশ্বজগৎ বা ঈশ্বরের চরম নির্ব্বিকল্প না হয়। তবে দ্বন্দ্বাতীত একটি position নিয়ে—তাবৎ থাকা সম্ভব। সেইটা Individual-এর হিসাবে নির্ব্বিকল্প, চরম নির্ব্বিকল্প নহে।

"সবই এই ভাবের খেলা। একটা বড় ভাবকে ধ'রে কতকগুলি ছোট ভাবকে আয়ত্ত করা। একটা ছোট ভাবের তুলনায় একটা বড় ভাব 'সৎ'। সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভাব যাহা ধারণা ক'রে অভ্যাস বা সাধন করা যায় তাহাই ঈশ্বর-সাধন আর কি! নিরাকার ও নির্গুণ—সাধ্য নহেন। খুব বড় সগুণ ভাব যেমন সদ্‌গুরু মহাপুরুষাদি। যে-ভাব ধ'রে সাধন করতে-করতে নিরাকার নির্গুণের ধারণা করা যায়—তার conception হয়, কিন্তু নিরাকার নির্গুণ ধ'রে সাধন করা চলে না বললেই হয়। আর, বড় ভাবকে ধরলে ছোট ভাব নিয়ে আর খেলতে হয় না। যেমন আপনার আর নিজের ব্যবসায় ভাল লাগছে না—ওইরূপ। তার এক-একটা ভাব যখন এই জগৎ, এই সৃষ্টি তখন প্রকৃত প্রস্তাবে সৎ-অসৎ কিছুই নাই, ওটা কেবল comparative, একটার তুলনায় আর একটি সৎ বা অসৎ। তাই ব'লে ইহা যে-সে conceive করতে পারে না; সাধারণে ইহা বলা চলে না। কারণ, তাহ'লে অদ্বৈতবাদের দোহাই দিয়ে উপপতি করার ন্যায় সমাজে লোকে যা'-তা' করতে থাকবে। সুচিন্তা, সাধনাদি দ্বারা যে ইহা ধারণা করতে সক্ষম তাকে ইহা বলা যায়। আর, এ-যার অনুভূতিগম্য হয় তার দ্বারা বিশ্বহিতকর ছাড়া অসৎ কর্ম্ম হয়ও না। এই ভাবকে, অর্থাৎ সমুদয়ই ভাবের খেলামাত্র, ইহাকে স্বভাবগত ক'রে ফেলতে পারলে সবই সেই একের ভাব এবং সবই এক ব'লে বোধ হ'তে থাকলে আর কারও দোষ দেখা সম্ভব হবে না, কারও প্রতি দ্বেষ থাকবে না। সবই সেই এক বা আমি ব'লে বোধ হ'লে কাহাকেও না ভালবেসে উপায় নাই।

"আর দেখুন, ভাবের খেলা সেই বোঝে ও enjoy ক'রে যে ভাবের দ্বারা অভিভূত নয় এবং ভাবের স্রষ্টা বা কর্ত্তা। যেমন স্ত্রী-সঙ্গ করা একটা ভাব। স্ত্রী-সঙ্গ করা মাত্রই পাপ নয়, কিন্তু স্ত্রী-সঙ্গের ভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে স্ত্রী-সঙ্গ করাই পাপ। শত-শত যুবতী, সুন্দরী রমণী-পরিবেষ্টিত ও তাদের দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়েও নিজেকে পৃথক রেখে কাম-ভাবকে মনে আসতে না-দেওয়া অর্থাৎ এ-ভাবে আকৃষ্ট না-হওয়া যার পক্ষে সম্ভব, সে যদি আবশ্যকবোধে প্রজা-সৃষ্টি-কল্পে স্ত্রীসম্ভোগ করে তবে তার পক্ষে সেটা পাপ নয়। যেমন সেকালের ঋষিদের ছিল। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষে কামভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে স্ত্রীতে

সঙ্গত হয়, এইটাই দোষের। মুখে খালি সবই ভাবের খেলা, স্ত্রী-সঙ্গ করাটাও একটা ভাব। ওটাও উপভোগ করা যাক ব'লে যদি বেশ্যা-বাড়ী যান, তাহ'লেই কপটাচারী হ'লেন। আবার, তাহ'লে রোগযন্ত্রণা ভোগ করাও একটা ভাবের খেলা, সেটাও তাহ'লে স্ফূর্ত্তির সঙ্গে enjoy (উপভোগ) করা লাগে। তার বেলায় পিছালে চলে না। তাই বলছি, ভাবকে বশীভূত ক'রে সংযমের শক্তি রেখে তাকে নিয়ে খেলা করা চলে; কিন্তু যাবৎ তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব তাবৎ তাকে বশীভূত করবার জন্য মহৎ হ'তে মহত্তর ভাবালম্বনে সাধন করা দরকার। তারপর সাধন-বলে সর্ব্বভাবের উপর নিজ অধিকার স্থাপন করতঃ খেলা করা চলে।

"আর দেখুন, আমাকে—self-কে বাদ দিয়ে ভগবান্ আলাদা নয়। সৃষ্টি বাদ দিয়েও স্রষ্টা নয়। আমার অতীতও ভগবান নয়। তবে আমি ভগবান্ এটা এখন এ-অবস্থায় বোধ করছেন না। কারণ, এর বিরুদ্ধ বোধটাতে অভ্যস্ত হয়েছেন। যদি ইচ্ছা করেন তবে আমি ভগবান্ বোধের বাধা-স্বরূপ যে বিরুদ্ধ ভাবটা অভ্যাস করেছেন সেটাকে ছাড়লেই আমি ভগবান্ বোধ হবে। বিরুদ্ধ ভাবটা ছাড়া বা আমি ভগবান্ এই বোধের চেষ্টা করার নামই ধর্ম্মসাধন, তবে 'সোঽহং'-সাধন নিম্নতর অবস্থায় খুব বিপজ্জনক এবং কষ্টসাধ্য। পদে-পদে পতনের আশঙ্কা, আর এতে ভাবের সাহায্য খুব কম পাওয়া যায়। আর তুমি 'পরমপিতা' 'সদ্‌গুরু', 'আমি তোমার দাস' বা 'পুত্র' ইত্যাদি ভাব ধ'রে সাধন করা সহজতর।"

আবার বললেন—"সর্ব্বদা এই কথা মনে রাখতে চেষ্টা করবেন, তাহ'লে আর কোনও ভাবে অভিভূত করতে পারবে না। আপনি ভাবের রাজা হ'য়ে থাকুন, ভাব ইচ্ছাধীন। এইটা অভ্যাস হ'য়ে যাওয়া চাই এবং এইভাবে নিজে চ'লে অপরকে ক্রমে চালাতে হবে এইসব ভাব নিয়ে। এইসব ভাব নিয়ে, এইসব চিন্তা নিয়ে লোককে মুক্তিপথে নেবার জন্য আপনাদের মধ্যে যারা সচেষ্ট হ'য়ে—আমি যাবার পর, অশরীরী হবার পর থাকবে—তাদের ভেতর-দিয়ে আমি কাজ করবো। তারা আমার যন্ত্রবিশেষ হবে।"

আশ্রমে শাক্যদার যে-ঘর উঠেছে সেই ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর, মহারাজ, কৃষ্ণভাই

ও আমি ব'সে আছি। নানারূপ তত্ত্বালোচনা চলছে। ঠাকুর বললেন, "দেখুন, আপনার মনের কথা বলতে পারি, আসুন ব'লে দিই; এরূপভাবে কিন্তু আমার বলা আসে না, ওতে যেন অনেকটা ছোট হ'য়ে আসতে হয়। আমার মনকে চেষ্টা ক'রে আপনার মনের level (সমতল)-এ নামিয়ে এনে তাতে নিয়োগ ক'রে ব'লে দিতে হয়, ওটা যেন ছোটলোকের কাজ। তা' না হ'য়ে আপনার মনের প্রশ্ন, মনের সংশয় নিয়ে আমার কাছে আসুন বা কথা বলতে থাকুন, আমি আমার position-এই (অবস্থাতেই) আছি, আপনার মনকে বিশেষভাবে study (অধ্যয়ন) করবার জন্যে আপনার level-এ নেমেও আসিনি, কিন্তু তথাপি আপনার সমুদয় প্রশ্নের উত্তর, আপনার মনের সমুদয় সংশয়ের নিরাকরণভাব এই মনে আপনিই উদয় হ'য়ে যাবে এবং আপনি উত্তর পাবেন, এইরূপ হয় এবং এইটিই ভাল লাগে, নইলে আপনার মনের ভেতর আর যা' আছে, যার জন্যে এখান হ'তে উত্তরের অপেক্ষা নেই তা' ব'লে দেবার জন্যে অত বাজে detail-এর (খুঁটিনাটি) খবর নেবার জন্যে ইচ্ছা হয় না। কেন শুধু-শুধু অত ছোট হ'তে যাব? যেমন রাজা বা Viceroy (রাজ প্রতিনিধি) রাজ্যের সব খবরই রাখেন এবং রাজ্যরক্ষার যা' বন্দোবস্ত দরকার তাও করেন বটে, কিন্তু তাই ব'লে কা'র বাড়ীতে ক'টা ছেলে জন্মাল, কে মরল তার detail নিজে জানতে যান না; ও-সব চৌকিদারের কাজ। তাঁরা নিজে চৌকিদারী করতে আসেন না, দরকার হ'লে নিম্নতম কর্ম্মচারীর মারফতে চৌকিদারের নিকট হ'তে জানতে পারেন।"

আবার বললেন, "দেখুন, কা'কেও ভাল ক'রে জানতে হ'লে, তাকে study করতে হ'লে তাতে বিশেষভাবে attached (অনুরক্ত) হওয়া লাগে, নইলে কি ক'রে সে চোর কি সাধু, ভগবান্ কি শয়তান তা' বুঝা যাবে? হঠাৎ একটা যাদুগিরগিটি দেখে কি প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যায়? Study করতে হয় তার সব দিক, আর study করতে হ'লে তাতে বিশেষ মনোনিবেশ করতে হয়, attached হ'তে হয়। আর, যাকে জানতে চান সেও কি attached না হ'লে সবটা দেখায়? ভগবান্ তো ভগবান্, শয়তানেও ভালরূপে attached না হ'লে তার সবটা দেখা যায় না। যদি এখানে কী আছে দেখতে চান তাহ'লে

এতে attached হ'তে হবে এবং এই চরিত্র বিশেষভাবে study করতে হবে, তবে জানতে পারবেন। যত attached হ'য়ে study করবেন ততই ইহার রহস্য শীঘ্র-শীঘ্র জানতে পারবেন।

"যত বেশী লোককে অনুপ্রাণিত ক'রে দিতে পারবেন তত নিজে উঠবেন আর কি! এইবেলা এটা অভ্যাস ক'রে না নিলে আমি চ'লে গেলে বড় কষ্ট হবে আয়ত্ত করতে। আর, এটা আয়ত্ত ক'রে কাজ ক'রে লোককে মুক্তির পথে না নিয়ে গেলে আপনাদের ছুটি নাই, তা' তো জানেনই।"

আমি—আমরাও আপনার সঙ্গে-সঙ্গে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যেতে পারলে তো বুঝি, কাজ ক'রে দিয়ে তবে তো? নইলে যেতে দেবে কে? শুধু কাঁদাকাটিতে চিড়ে ভিজবে না, যার কাজ সে করিয়ে নেবেই। যে যত সত্বর করতে পারবে সে তত শীঘ্র যাবে। না শোধ করতে পারলে পুনঃ-পুনঃ আসতেও হ'তে পারে। আর দেখুন, এইসব ভাব নিয়ে, এইসব চিন্তা নিয়ে এই লোককে মুক্তিপথে নেবার জন্য যারা সচেষ্ট হ'য়ে—আমি যাবার পর, অশরীরী হবার পর থাকবে—তাদের ভেতর দিয়ে এর ভেতরকার আমি work করবে। তারা যন্ত্রবিশেষ হবে। সেজন্য বলে শিষ্য-পুত্র। পুত্রের ভেতর-দিয়ে পিতার কার্য্য চলতে থাকে।

আবার বললেন—"দেখুন, এইটা (নিজেকে দেখায়ে) এর ভেতর যিনি আছেন—দেহছাড়া হবার পর আবার কখন দেহধারণ করবে বলুন তো?"

আমি—তা' কি-ক'রে বলব? সে আপনার ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জগতের যেরূপ অবস্থায় এবার দেহধারণ, আবার যখন এরূপ অবস্থা হবে। এক-একটা বিবর্ত্তনে একরূপ অবস্থা ফের আসে, আর সেই সময় পূর্ব্বেকার মত এক-একটা প্রকাশ হয়।

রাত্রে আবার কথা হ'চ্ছে। বললেন, "দেখুন, ঐ যে ভগবানের ভাবাতীত নির্ব্বিকল্প অবস্থা বলা হ'ল ওটা কিন্তু সাধারণতঃ সচ্চিদানন্দ বলতে যাহা বুঝায় তাহা নয়। ওটা যেন সচ্চিদানন্দের সুষুপ্তি অবস্থা; সচ্চিদানন্দের ওটা যেন latent ভাবে থাকা। সচ্চিদানন্দ বলতে তাঁর জাগ্রত অবস্থাই বুঝায়। ওটাও একটা

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব নিয়েই। তিনি আছেন, জগৎ আছে, আর জগৎ কারণ-রূপে জাগ্রত অর্থাৎ সৃষ্টি হ'য়ে এবং সৃষ্টির কারণভাবে থাকাটা সচ্চিদানন্দ ভাবে থাকা। আবার, সচ্চিদানন্দের স্বপ্নাবস্থাও আছে। সেটা কেমন, যেন সৃষ্টি হয় নাই; তবে সৃষ্টির ছায়া আসছে,—ওই 'ওঠে-ভাসে-ডুবে পুনঃ ছায়াসম নিরন্তন' গোছের আর কি! ...ইত্যাদি। Physical-এর অহং, mental-এর অহং, আর spiritual-এর অহং আছে। Mental-এর অহং-এর spiritual অহং-এ মিশতে যাওয়ার অবস্থা একরূপ সমাধি। Spiritual অহং-এর সুপ্তাবস্থাকে ভাবাতীত বা চরম নির্ব্বিকল্প অবস্থা বলা যাচ্ছে। এই যে সব বলছি—সচ্চিদানন্দেরও concentrated বা সুপ্ত বা latent অবস্থা আছে, ইহা সাধারণতঃ লোকে শুনলে মারতে উঠবে; কিন্তু যা' জানি, যা' অনুভব করি সত্য—তা' না-ব'লে কী করব।"

কথা হ'চ্ছে—Holy Book যে অবস্থা হ'তে প্রকাশ হয় সেটা কিরূপ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—"তা' ঠিক-ঠিক বলা যায় না। সব দিনের ঐ অবস্থার তো স্মৃতি থাকে না। খুব বেশী যেদিন ঐ অবস্থা হয়, তারপর একটা খুব ফুরফুরে আনন্দের ভাব—ভাবের নেশার মত শরীরের ভেতর বইতে থাকে, অনেকদিনেরই ঐ অবস্থার কোনও স্মৃতি নাই—তা' কি ক'রে বলা যাবে? তবে যে-সব কথা আমি সহজভাবে বলছি—তাই অনুসরণ করলে, এই আমাকে অনুসরণ করলে, আমার মতই অনুভূতি পাবে, আমার মতই হবে—এ-কথা আমি জোর ক'রে certify করতে পারি। আর, Holy Book অনুসরণ করলে কি হবে তা' Holy Book-ই ভাল বলতে পারে।" আবার বললেন—"Holy Book-এর স্থানে-স্থানে যেন আমার সহজ অবস্থার এ-সব অনুভূতি বা ভাবের সঙ্গে মেলেও না,—তাই তো বলি, (হাসতে-হাসতে) ওটা কি একটা disorder না কি বুঝা যায় না।" আরও বললেন, "দেখুন, যা'-সব বললাম, কেউ যদি নাম করে আর এইসব চিন্তা করে, এই ধ্যান করে, তবে তার সহজেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হ'য়ে যায়। এই চিন্তা নিয়ে থাকলেই আর সব এমনিই হ'য়ে যায়। অগুণগুলো আপনা-আপনিই খ'সে যায়, ওর জন্যে আর আলাদা ক'রে সাধন-ভজন করতে হয় না। Character আপনিই formed হয়ে যায়। সহজেই সব হাসিল হ'য়ে যায়।"

আবার কথা হ'চ্ছে, মহারাজকে তাঁর অনুভূতির কথা বলতে বললেন। মহারাজ বললেন, "প্রথম যখন ......মতে আসবার পূর্ব্বে যোগ-ধ্যানাদি সাধন করেছিলাম, তখন যে অদ্বৈতানুভূতি হ'লো তাতে বোধ হ'লো কিছুই নাই—কিছুই নাই, এক আমিই মাত্র আছি। তারপর দেখলাম—এক ইষ্টবিগ্রহ আছেন, তারপর আমিই সেই ইষ্ট, তারপর আমি-টামি কিছুই নাই। সব হারিয়ে গেল, বুঁদ হ'য়ে থাকলাম,—অমন ২।৩ দিন হয়তো চ'লে গেল। সহজ-জ্ঞানে এসে সর্ব্ববস্তু পৃথক-পৃথক দেখতে লাগলাম; কিন্তু সবটাতে একই সত্তা আছেন—পূর্ব্বানুভূতির ফলস্বরূপ এই বুদ্ধি সঙ্গে-সঙ্গে রইল। আর ....এই মতের সাধন ক'রে সর্ব্ববস্তু পৃথক-পৃথক দেখছি, আবার সঙ্গে-সঙ্গে তাতে,—প্রত্যেকটাতে একত্ব অনুভব, অনুভূতি, দর্শন (বুদ্ধি বা বোধ নয়) হ'চ্ছে।"

সর্ব্বঘটে একাত্মানুভূতির কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—"কি রকম জানেন? সহজ অবস্থায় এই সাধারণভাবে যেমন দেখি,—আপনি, গরু, ভেড়া, ছাগল, হুঁকো ইত্যাদি পৃথক-পৃথক দেখছি, আবার সঙ্গে-সঙ্গে ওর মধ্যে প্রত্যেকটাতে আমাকে দেখছি। যেমন আপনি-আমি, গরু-আমি, হুঁকো-আমি; বা একত্বটাকে যদি মানুষ বলেন, তবে বলতে হয়—আপনি-মানুষ, গরু-মানুষ, হুঁকো-মানুষ ইত্যাদি দেখছি—একই সময়ে simultaneously."

১৭ই শ্রাবণ—শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আচ্ছা, একত্বই যদি ঠিক এবং তা' যদি বোধ হ'লো তবে আবার বহুত্ব-বোধ থাকে কেন?

আমি—যেহেতু সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মে বহুত্বের ভাব বা সৃষ্টি রয়েছে ব'লে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহুত্বের ভাব তাতে কেন আছে?

আমি—In other words (ভাষান্তরে) প্রশ্নটা হ'চ্ছে, তিনি বহু হয়েছেন কেন? তার উত্তর—তাঁর ইচ্ছা, বহু হওয়াই তাঁর স্বভাব, বহুভাবে নিজেকে enjoy (উপভোগ) করার জন্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, তাঁর বহুরূপে নিজেকে enjoy করবার ইচ্ছার উন্মেষমাত্র এক-একটা ভাব সৃষ্টি হ'তে লাগলো, এক-একটা ভাব যেন এক-একটা ব্রহ্মা, প্রজাপতি, তা' হ'তে আবার কতভাবের সৃষ্টি হ'চ্ছে। একটা ক'রে ভাবের বোধ তাঁতে হ'য়ে সঙ্গে-সঙ্গে সেটা নিভে যেয়ে আর-একটা না

হ'য়ে পর-পর ভাবের উত্থান ও সৃষ্টি হ'য়ে এখন একইকালে বহুভাবে বিদ্যমান কেন আছে বলতে পারেন?

আমি—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর এক-একটা ভাবের স্মৃতি যতকাল আছে ততদিন এক-একটা সৃষ্টি আছে বলে সেগুলিও আছে এবং পরেও হ'চ্ছে, তাই একসঙ্গে বহুর অস্তিত্ববোধ। তাঁর একটা ভাবের স্মৃতি লয় মানে একটা-একটা সৃষ্টির লয় হওয়া; তাই যে-পর্যন্ত প্রলয় না হ'চ্ছে সে-পর্য্যন্ত বহুত্বের ভাব একেবারে যায় না, তবে বহুত্বে একত্ব দর্শন হয়, অনুভূত হয়। আর, তাঁতে সর্ব্বভাবের স্মৃতির যখন লয় ঘটে তখন মহাপ্রলয়, মহানির্ব্বাণ বা চরম বা নির্ব্বিকল্প অবস্থা উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় চিরদিন থাকেন না, আবার তাঁহার বহু হবার ইচ্ছা হয়, আবার ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হয়, সৃষ্টি ইচ্ছা করেন, আর সেই পরম আমি-রূপ চিৎসাগরে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আমি-রূপ ঢেউ ওঠে, আবার তিনি আপনাকে আপনিই বহুরূপে সৃষ্টি ক'রে enjoy করেন। এইরূপে অনন্ত-অনন্ত কাল ধ'রে চলছে।

২৯শে শ্রাবণ—প্রাতে আশ্রমে পৌঁছেছি। তাঁর কাছে ব'সে আছি। নানা কথা হ'চ্ছে। বললেন—"সবার ভেতরে, সমস্তের ভেতরে সেই absolute (পরমপুরুষ) পূর্ণরূপে রয়েছেন। যেন absolute condensed (জমাট) হ'য়ে ঐ স্থূল হয়েছেন। জগৎভাব, জীবভাব, গুরুভাব সবটার পশ্চাতেই ঐ একই absolute. তাই 'শক্তি-সঞ্চার' ইত্যাদি কথা আমার কেমন-কেমন লাগে। কে কার শক্তি সঞ্চার করবে? সর্ব্বত্রই তা' রয়েছে; একে অভাব থাকলে তো অপরে তাতে সঞ্চার ক'রে পূরণ করবে? শক্তি আছেই, তাকে জাগিয়ে দেওয়া মাত্র; সঞ্চার করার কোন মানে হয় না।"

বুদ্ধদেবের কথা উঠেছে। তিনি বুদ্ধত্বলাভ ক'রেও এই জগতের কাজেই ব্যস্ত রইলেন, এই কথা উঠলো। তিনি বললেন, "দেখুন, বুদ্ধের জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্যন্ত সবটা নিয়েই তাঁর বুদ্ধত্ব!"

আমি—তিনি বোধিদ্রুমতলে বোধি বা জ্ঞানলাভ ক'রেই তো বুদ্ধ হলেন। তারপর তিনি যা' করলেন তা' তো জগদ্ধিতায়, তাঁর নিজের তাতে কী লাভ হ'লো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ জগদ্ধিতায়, ঐটেই আত্মহিতায়। যখন প্রকৃত জ্ঞান হয় তখন জগতের হিত মানেই আত্মহিত। তিনি যখন জগন্ময়, তাইতো জগতের হিত করতে এত আকুলতা—তা' না করলে যে পূর্ণত্ব বুদ্ধত্ব বজায় থাকে না। কাজেই সেটাও বুদ্ধত্বেরই সাধনস্বরূপ। ঐ স্বার্থপরতাটাই শেষ অবধি থেকে যায়। নিঃস্বার্থপরতা-টরতা কিছু নয়, বরং বড় স্বার্থপরতা। সবই যে আমি, তবে আর স্বার্থ ছাড়া আছে কি? যা' করি তাই নিজের জন্যে, 'স্ব'-এর জন্যে। আরও দেখুন, কখনও নেওয়াই স্বার্থ, আবার কখনও দেওয়াই স্বার্থ। যত প্রসার হয়, তত দেওয়ার স্বার্থ বেড়ে যায়। আবার আমাকেই আমি দিই, তার মানেই নেওয়া।

অন্য কথা হ'চ্ছে। বললেন, "বা—জী আমাকে বলছিল, material (সাংসারিক) আর spiritual (আধ্যাত্মিক)-এর equilibrium (সামঞ্জস্য) রাখাই পূর্ণতা; অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দিকটা একেবারে বেড়ে গিয়ে, জড়ের দিকটায় অবহেলা না আসে। এই দুইয়ের সমতা দরকার। আপনি কী বলেন?"

আমি—ভগবানের সঙ্গে আধাআধি ভাগ ক'রে সংসার করার মানে হয় না। ভগবানের জন্যে খানিকটা ধর্ম্মসাধন করা গেল, তারপর আবার ঠিক সেই ওজনে খানিকটা সংসারের কাজ করা গেল, তারপর আবার ধর্ম্মসাধনে মন দেওয়া গেল, এ-রকম কোন ভাগাভাগি হ'তেই পারে না। যার যখন আধ্যাত্মিক কাজে বা ধর্ম্মসাধনায় ঝোঁক আসে, তার যেন তখন সকল বাঁধই ভেঙ্গে যায়, সংসার ভেসে গেলেও গ্রাহ্য হয় না—এইরূপ হওয়াটাই আমার লাগে ভাল। তবে কোন-কোনও মুক্তাত্মা অবতারকল্প মহাপুরুষের যাঁদের জগদ্ধিতায় শরীর-ধারণ এবং শরীর কিছুকাল দরকার—তাঁদের সর্ব্বদা আধ্যাত্মিক কাজে মগ্ন থাকলে হয়তো শরীর বেশীদিন থাকে না বলে, দু'-চারটে জড়-জগতের কাজ ক'রে শরীর-বন্ধনটা রেখে দেবার দরকার হ'তে পারে। তাঁদের পক্ষে ওরূপ equilibrium বা সমতা রাখা দরকার হ'লেও ওগুলি exception (সাধারণ নিয়মের ব্যতিরেক); সাধারণ-পক্ষে ও-রকম একটা সামঞ্জস্যের দরকার আছে ব'লে মনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এই রকম মনে হয়, ধর্ম্মসাধন বিষয়ে ভাব-প্রবণতাবশতঃ লেংটি প'রে জঙ্গলে যাওয়া অপেক্ষা এই সংসারে থেকে দুই

দিকে মনোযোগ দেওয়াই হ'লো এ-যুগের আদর্শ। সংসারে থেকে প্রত্যহ কিছুকাল ধ্যান-ধারণাদি spiritual (আধ্যাত্মিক) কাজে নিযুক্ত থাকা, এবং তদ্ভাবে-ভাবিত হ'য়ে আবার সাংসারিক কাজও করা—এ দুই-ই দরকার। সংসারের কাজও ভগবানেরই কাজ, জগতের সেবাও সেই বিশ্বরূপী জীবরূপী তাঁরই সেবা, এইটে স্মরণ রেখে সকল কাজই তাঁকে স্মরণ করতে-করতে ক'রে যাওয়া, এই ভাল। আর, এইরকম ভাবে ধ্যানাদি spiritual work (আধ্যাত্মিক কাজ) এবং সংসারাদি material work (সাংসারিক কাজ) দৈনন্দিন জীবনে করাকেই আমি সমতা রেখে চলা মনে করি। নইলে যখন জড়ের সেবা করছি, তখন তাঁর কথা মনেই নেই, এতে সামঞ্জস্য হওয়া দূরে থাকুক, এতে সাধনের বিঘ্নই হয়; কেন না, মন বহির্মুখী হ'য়ে সংসারের জালে জড়িয়ে পড়ে।

সংযমের কথা হ'চ্ছে। বললেন, "সংযমের জন্য সংযম, অর্থাৎ কর্ত্তব্যবোধে সংযম-অভ্যাসটা কষ্টকর। কিন্তু মানুষের স্বভাবানুযায়ী এমন কতকগুলো কাজ আছে, যাতে মন দিলে সংযমটা indirectly (পরোক্ষভাবে) অভ্যাস হ'য়ে যায়, আর কষ্ট ব'লে মনে হয় না। যেমন, কোন একটা বিজ্ঞান বা শাস্ত্র আলোচনা করা, কোন একটা ভাল কাজে মনোনিবেশ করা, অথবা সেইজন্য সঙঘবদ্ধ হওয়া, তাইতে মেতে থাকা—এগুলো মানুষের স্বভাব, এ-গুলোতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করলে বাক্‌সংযম, মনঃসংযম ইত্যাদি indirectly (আপনা-আপনি) হ'তে থাকে। ধ্যান-ধারণাতে যে মনঃসংযম হ'য়ে আসে, তেমনি একটা ভাল বিষয়ের গবেষণা বা আলোচনা, হরিকীর্ত্তনাদি, ধর্ম্মসভাদি, সৎসঙ্গাদি ব্যাপারে রত থাকলেও সংযমটা সহজেই অভ্যাস হ'য়ে যায়।"

৩০শে শ্রাবণ—প্রাতে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা উঠলো।

আমি—গোসাঁইপ্রভু নাকি খেতে ব'সে বলতেন, "আজ জগন্নাথ আমার সঙ্গে খাচ্ছেন, আজ আবার শিব আমার সঙ্গে খাচ্ছেন" ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব ভাবে দর্শন। ওই কিন্তু চরম নয়, ওর ঢের ওপরে পরতত্ত্ব। গোসাঁইপ্রভুকে খাটো করা হ'চ্ছে তা' যেন ভাববেন না। এইরকম

দর্শনগুলো খুব উঁচুস্তরের জিনিস নয়, শুধু তাই বলছি। আর, ঐ-রকম গোটাকতক দর্শনই তো আর গোসাঁইয়ের সবটা অনুভূতি নয়। ও-গুলো যে খুব নীচেকার কথা, ওর ঢের ওপরেও যে ঢের জানবার বিষয় আছে—আমার এইরকম একটা ধারণা গোড়া থেকেই ছিল। তাই দেবদেবীর প্রত্যক্ষদর্শন—এই যেমন আপনাদের দেখছি—ও অমন ঢেরই হয়, ওর ভেতর কোন বিশেষত্ব আছে ব'লে মনে হয়নি। ঐ যে মহারাজের কতবার মা-কালীর প্রত্যক্ষ দর্শন হয়েছে, ও-গুলোও ভাবের দর্শন। বিশেষভাবে প্রশ্ন না করলে বা ঐ-সব তত্ত্বের কথা না উঠলে মহারাজ ওসব কথা কাউকে বলবার জন্য মোটেই ব্যস্ত হন না।

আমি—গোসাঁই নাকি বৃন্দাবনে চৈতন্যদেবের দেখা পেয়েছিলেন। বনের মধ্যে তাঁর নাকি জটাজুট হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-ও ভাবে দর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণকে যে কয়েকবার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়েছে, তাই ব'লে যে তিনি সশরীরে বর্ত্তমান আছেন, এমন বলা যায় না। মহাপুরুষগণ কিন্তু সূক্ষ্ম-শরীরে আবির্ভূত হয়েও দেখা দিতে পারেন!

কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কথা হ'চ্ছে না। একটা বিষয় থেকে আর-একটা বিষয়ে কথা গড়াচ্ছে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাধনাদি-সম্বন্ধে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এইজন্যেই এই কথাবার্ত্তায় ধারাবাহিকতার অভাব। অতি অল্প কথাই, যা' আমি বুঝেছি বা যা' আমার ভাল লেগেছে, তাই লিপিবদ্ধ হয়েছে মাত্র। যাহা লিপিবদ্ধ হয়নি, তার তুলনায় যাহা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা' নিতান্ত সামান্য।

প্রচার-সম্বন্ধে কথা উঠলো। তিনি বললেন, "দেখুন, বিশ্বগুরু, ঠাকুর ইত্যাদি রূপে আমার প্রচার ক'রে দেওয়াটাতে কেবল আপনাদেরই দোষ নয়, পরমপিতারও ওতে একটু দুষ্টামি আছে। আমাকে দিয়ে কাজ না করিয়ে আপনাদের দিয়ে কাজ করাবার জন্যেই বোধহয় ঐভাবে বাধা উপস্থিত করলেন। হয়তো তাঁর কথা directly (প্রত্যক্ষ) শোনা আর বোঝার চেয়ে, আপনাদের ভেতর-দিয়ে তাঁর কথা শুনে বুঝতে সুবিধা হবে, তাই ঐরূপ ব্যবস্থা।"

পিতা ও তিনি একই, এই বোধ সর্ব্বদা রয়েছে। তাই সাবধান থেকেও কথায়-বার্ত্তায় ঐ একত্ব সূচিত হ'য়ে পড়ে। সেইজন্য ব'লে ফেললেন, "তাঁর কথা directly শোনা।" আবার বললেন, "আমি তো কখনও গুরু হ'তে যাই নাই, বরং বরাবর আপত্তিই করেছি, বাধাই দিয়েছি। কি ক্ষণে জানি না আপনারা ঐরূপ প্রচার ক'রে ফেললেন, আর পরমপিতাও তা' রদ করলেন না।"

আমি—আপনারই অদৃষ্টের দোষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অদৃষ্টের লেখাই বটে। দেখুন, কোনদিনই তো আমি ঠাকুর, অবতার, মহাপুরুষ এ-সব হ'তে চাইনি, ও-সকল কথায় ও-ভাবে গোড়া থেকেই তো আপত্তি ক'রে আসছি। সাধুপুরুষের কোনও রকম লক্ষণও নাই। টিকি, তিলক, মালা, গেরুয়া চিমটা বা বড় চুল, জটাজুট, কি নেড়া-মাথা কিছুই তো নাই; কাপড়-চোপড়, আচার-ব্যবহার, চালচলন সবই তো সাধারণ ভদ্রলোকের মত। ঘর-সংসার রয়েছে, মা, বাপ, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র সবই আছে; তবুও নিস্তার নেই; হয়ে গেলাম সদ্‌গুরু, ঠাকুর, অবতার কত কি! আর লোকেও তাই দেখতেই এখানে আসে। কি আর বলবো, পরমপিতার যা' ইচ্ছা তাই তো হবে।

রাত্রে গীতার আলোচনা হচ্ছে। 'নির্ম্মম' বলতে কী বুঝায় তাই বললেন, "নির্ম্মম মানে নিষ্ঠুর নয়; কোন-কিছুতে মমত্ববিহীন। কেমন—যেমন একটাকে আমার ব'লে ধরা—আরগুলা আমার নয়; যেমন 'আমার ছেলে' as distinguished from অপরের ছেলে। যে কতকগুলি ছেলের মধ্যে একটাকে আমার ব'লে ধরে—সেই তাতে মমতাযুক্ত বলা যায়। আর, সেই মমতার জন্যই বরং সে কতক পরিমাণে অপরগুলির সম্বন্ধে নিষ্ঠুর হতেও পারে, কিন্তু নির্ম্মম সেই—যার সবগুলিতেই—সব তাতেই, তুল্যরূপে মমতা, একটাতে বিশেষরূপে নহে। সকলের মঙ্গল-ইচ্ছাই তুল্যভাবে তার মনে জাগে—ইহা নয় যে কারও প্রতি মমতা নাই—সকলের প্রতিই নিষ্ঠুর—ইহা নির্ম্মমতা নহে। সকলের জন্যই সমানভাবে feel (অনুভব) ক'রে সকলের মঙ্গল করতে ইচ্ছুক, তুল্যরূপে তাই করতে চেষ্টা করে, কোনটাতেই বিশেষরূপে attached (আসক্ত) না হয়ে। আর কোনটাতেই বিশেষরূপে attached (আসক্ত) না

হওয়ায়—তার মধ্যে হতে একের অভাবেও বিশেষ দুঃখ বোধ হয় না। সকলের জন্য তুল্য বোধ থাকায় একটা গেলেও পাঁচটা থাকতে পারে। ঐ আমিত্বের প্রসার আর কি! আমিত্বের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে মমত্বের প্রসার হ'লে তাকে বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু-সম্বন্ধে নির্ম্মম বা মমতাবিহীন বলা যায়, কিন্তু তাই বলে সে নিষ্ঠুর নয়।"

৩১শে শ্রাবণ, শনিবার—শ্রীশ্রীঠাকুর, মহারাজ এবং আমি আছি। প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠলো যে, দীনতা, হীনতা, আমি অধম, তৃণাদপি নীচ ইত্যাদি ভাব এবং জীবের উদ্ধারের জন্য ধর্ম্মোপদেশ দান একই সময়ে একত্রে অবস্থান সম্ভব কিরূপে? অর্থাৎ আমি সকলের চেয়ে হীন; যেমন বদমাইস, চোর, ডাকাতের চেয়ে হীন ব'লে যদি স্বীকার করি এবং তাই বলি, তবে সেই সময়ে চোরকে, বদমাইসকে 'চুরি বদমাইসী করা অন্যায়, দোষ, উহা করিও না, ধর্ম্ম সাধন কর', এই উপদেশ দিতে গেলে আমার হীনতা-দীনতা ভাবের সঙ্গে একটু সংঘর্ষ হয় যে, আমি যে তখন চোরের চেয়ে অধম ব'লে নিজেকে স্বীকার করিও না, বরং চোরই অধম, দোষী ব'লে তাকে উপদেশ দিই বা সাবধান করি—ফলে আমার অহঙ্কারনাশক দীনতা-হীনতার ভাব কিছু ক'মে যায়, একটু অহং জেগে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনতে পাই—শ্রীচৈতন্য খুব দীনতা-হীনতা সাধন করেছিলেন। আবার জগাই-মাধাই-এর মত পাষণ্ড উদ্ধারও তো করেছিলেন, তাহ'লে তা' সম্ভব হলো কী ক'রে?

আমি—তিনি যখন পাপী-তাপীকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তৎকালে জ্ঞানের অহং একটু তো রাখতে হয়েছিল। কাজেই সেই সময়ের জন্য তিনি তাদের চেয়েও দীনহীন এসব অবশ্য রাখেননি।

মহারাজ—তাঁদের দীনতা-হীনতাতেই কত লোক গ'লে যেত। দীনতা-হীনতা দ্বারা লোকের হৃদয় গলিয়ে পরে উপদেশ হয়তো দিতেন।

আমি—কিন্তু তাহ'লে বলতে হয় যে, ওটা সর্ব্বক্ষণের জন্য তাঁদের স্বভাবগত হয়ে যায়নি। লোককে গলাবার জন্য ওরূপ ভান করা হ'ত বলা যেতে পারে। কিন্তু সে তো কপটতা, তা' শ্রীগৌরাঙ্গে সম্ভবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর ভাবুন, কেমন করে ঐ দীনতা এবং লোককে ধর্ম্মদান একত্রে সামঞ্জস্য হতে পারে।

আমি—পাপীর পায়ে প'ড়ে ধর্ম্মদান করলে হতে পারে, কিন্তু তাও তো সব সময়ে করেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরও ভাবুন।

আমি—(ভাবিয়া বলিতেছি) একরূপে সামঞ্জস্য হয়, দীনতা রেখেই লোকের পাপ-তাপকে পাপ-তাপ না ব'লে—লোককে পাপী না ব'লে—যা করেছ ভাই ভালই করেছ, আরও ভাল এইরূপে কর, ব'লে ধর্ম্মদান করা যায়। তাতে ওরূপ ভাবসংঘর্ষের আশঙ্কা নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রায় পথে এসেছেন। হয় কি,—দীনতা অভ্যস্ত অর্থাৎ অহঙ্কার নাশ হ'য়ে গেল আর অপরের দোষকে দোষ ব'লে নজর পড়ে না, পাপী-তাপী বলে কাকেও ছোট দেখা যায় না, বরং সকলকে নিজের মতো ব'লে বোধ হয়, তখন তাদের পাপ-দোষগুলিকে দুর্ব্বলতা ব'লে মনে হয় এবং তাদের উহার জন্য দোষী ব'লে মনে হয় না। মনে হয়, তারা চেষ্টা করতে পারছে না—ওর হাত এড়াতে—বা ভ্রম করছে—না বুঝতে পেরে। কাজেই তখন তাদের দোষী, পাপী ব'লে নিজের চেয়ে ছোট বোধ না হয়েও তাদের দুঃখে সমবেদনা উপস্থিত হয়ে যে ধর্ম্মদান করা ও তৎপ্রসঙ্গে বাক্য-কথন হয় তাতে দীনতায় বাধে না, তখন কেউ তো পর নাই—সব নিজ-ভাই হয়ে পড়ে। সহানুভূতিতে হৃদয় গ'লে যায়, আলিঙ্গন ক'রে দীনতা রেখেই তখন ভাইকে ধর্ম্মদান করা যায়। আর ওরূপ ব্যক্তির সম্মুখে এসে অনেক লোক জিজ্ঞাসু হ'য়ে পড়ে, কাজেই তাঁকে আর ইচ্ছা ক'রে উপদেষ্টা হতে হয় না। তাদের প্রশ্নের উত্তর দীনতা রেখেই দেওয়া যায় এবং তাতেই কত লোক ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে।

'আবার কারও বা ঐ ক্ষুদ্র অহং নাশ সাধনে অভ্যস্ত হওয়ায় সঙ্গে-সঙ্গে 'মহা-আমি' 'পরম-আমি' জেগে ওঠে, আমিত্বের প্রসার হয়, সে সর্ব্বঘটে তখন নিজেরই সত্তা উপলব্ধি করে, নিজের মঙ্গলই সাধন করছে জেনে কাকেও ঘৃণা করতে বা পাপী ভাবতে বা ছোট ভাবতে পারে না। নিজেকে যেমন ক'রে

শোধরাতে হয় তেমনি ক'রে ভালবেসে অপরকেও শোধরায়। ফলকথা, ওরূপ লোক যে-সব ধর্ম্মকথা কহেন তাতে নিজেকে include (অন্তর্ভুক্ত) ক'রেই বলেন, 'ভাই, ওরূপ সবাই আমরা ক'রে থাকি, ওরূপ আমাদের সকলেরই হয়—তাতে ভয় কি, তাঁর নাম কর, সব দূরে যাবে', ইত্যাদি, কিন্তু নিজের গোষ্ঠীর (অর্থাৎ ভক্ত—অন্তরঙ্গ) মধ্যে যারা নিজের সামিল হয়ে গেছে, তাদের কাছে ওরূপ দীনতা রেখে সর্ব্বদা চলেন না। সেখানে গুরুভাব, কঠোরতা ইত্যাদিও প্রকাশ করতে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ ছোট-হরিদাসকে কি সামান্য কারণে technical (নামমাত্র) দোষের জন্য কিরূপ বজ্রাদপি কঠোর হয়ে ত্যাগ করেছিলেন। তার বেলায় দীনতা-হীনতা-কোমলতা, 'মৃদূনি কুসুমাদপি' ভাব দেখান নাই।"

কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মরহস্য-সম্বন্ধীয় কথা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠলো প্রাক্তন কর্ম্ম ক'রে শোধ দিতে হয় কিনা? আমি বলছি, সাধন-ফলে জ্ঞান হলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসংস্কার, কর্ম্মবীজ ধ্বংস হ'য়ে যায়।

মহারাজ—উচ্চসাধক, সাধনসিদ্ধ ঋষি, যাঁদের সমাধিলাভ হয়েছে, তাঁদের তাহ'লে প্রাক্তন-বশে পদস্খলন হয় কিরূপে? তাঁদের তো জ্ঞানলাভ হয়েছে, তবে এমন হয় কেন?

আমি—তাঁদের যখন ঐরূপ হয়েছিল তখন পর্যন্ত হয়তো পূর্ণজ্ঞান লাভ হয় নাই, তখনও তাঁদের সাধনাবস্থা, expansion (আত্মপ্রসারণ) চলেছে, fully expanded (পূর্ণ প্রসারিত) হননি তখনও হয়তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Expansion (প্রসারণ) হতে থাকলে তার মাঝে প্রাক্তনবশে যে-কর্ম্ম হয়ে যায়—যাকে পদস্খলন বলা হচ্ছে—তারও কিন্তু ধারা বদলে যায়। যেমন বেশ্যাগমন কারও প্রাক্তন, বদমাইসী করতে বেশ্যাবাড়ী গমন হ'লো হয়তো, কিন্তু তথায় গিয়ে হঠাৎ এমন মন বদলে গেল যে আর বদমাইসী করতে হ'লো না—প্রাক্তন খণ্ডে গেল।

মহারাজ—আমি বলবো তার প্রাক্তন বেশ্যাবাড়ী যাওয়া পর্য্যন্তই ছিল ব'লে ঐরূপ হ'লো। যার বেশ্যাগমন প্রাক্তন থাকবে তাকে ঠিক তাই করতে হবে। বিশ্বামিত্রের ন্যায় মহাত্মা ঋষির ঐরূপ করতে কেন হ'লো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্বক্ষেত্রে সকলের পক্ষে একরূপ বদল হয় না। কারও mode of action (কর্ম্মের রীতি) বদলে যায়, যেমন পূর্ব্বে বললাম। কারও বা কার্যের effect-এর (ফলের) পরিবর্ত্তন হয়। ঠিক-ঠিক ঐরূপ কাজ ক'রে তার effect-এ ভয়ানক অনুতাপ হয়ে দ্বিগুণ জোরে সাধনে মন দিলে। এটা effect-এ পরিবর্ত্তন। আর, যারা সাধনা করে তাদেরই—অর্থাৎ যাদের expansion (প্রসারণ) চলছে তাদেরই প্রাক্তন এইরূপে খণ্ডে যায় এবং তা' হতে নূতন কর্ম্মবীজ সৃষ্টি হয় না। নইলে সাধারণ জীব যারা সাধন করে না—তাদের ঐরূপ কর্ম্ম উপস্থিত হলে তা' হতে আবার ঐ কর্ম্মের পুনঃ-পুনঃ ভোগের আকাঙক্ষা মনে জেগে ওঠে ও তদ্দরুন আরও কর্ম্মবন্ধনে জড়ায়। একের অনুতাপ ও পুনরায় ঐরূপ কর্ম্মে অপ্রবৃত্তির উদ্ভব, অন্যের আকাঙ্ক্ষা এবং পুনরায় ঐ কর্ম্মভোগের বাসনা সৃষ্টি।

আমি—যারা ভগবৎ-কৃপা, সদ্‌গুরু-কৃপা লাভ করেছে, কিন্তু expansion-এর কার্য্যসাধনাদি ভালরূপ করছে না তাদেরও কি সাধারণ জীবের ন্যায় বহু-বহু জন্ম ধ'রে কর্ম্ম ভোগ করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের ঐরূপ ছাপমারা একবার হয়ে গেছে তাদের আর সাধারণ জীবের মত দেরী হতে পারেই না। তাদের হয় কি জানেন, বাসনাবহ্নি দাউ-দাউ করে জ্ব'লে শীঘ্র-শীঘ্র তার ভোগ উপস্থিত হয়, নেভার আগে জ্বলার মত। আর, বহুদিনের ভোগ সত্বর সম্পাদিত হয়। তারা ভোগাকাঙ্ক্ষায় ছিটকে যেতে চেলেও তা' পারে না, যেমন মাছ বড়শীতে গাঁথা হলে হয়—ছুট দিলে, কিন্তু সূতো ছাড়তে লাগল,—কোথায় যাবে, খানিক ঝটাপটি ক'রে ক্রমে আস্তে-আস্তে উপরে উঠে এলো। উপরে তাদের উঠতেই হবে এবং যারা বড়শী-গাঁথা হয়নি তাদের চেয়ে শীঘ্র উঠতে হবে।

১লা ভাদ্র—মধ্যাহ্নে আহারান্তে কথা হ'চ্ছে। বললেন, "আমি যে আমাকে অনুসরণ করতে বলি, তা' আমি ভগবান্, আমার অনুসরণ কর, এ-হিসাবে নয়। আপনাকে বাদ দিয়ে আমি এক ভগবান্, এ ঠিকও নয়। যদি এটাকে (নিজ শরীর অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ ক'রে) ভগবান্ ব'লে বোধ করি, তবে ওটাকেও করি, তাহ'লে 'ভগবান্ ভগবানকে অনুসরণ কর' তাই বলা হয়। ফলকথা, আমি

individual (ব্যক্তি) হিসাবে, মানুষ হিসাবেই অনুসরণ করতে বলি। আর 'পরমপিতা বা ভগবান্' ইত্যাদি বলতে আমি আমারই এমন একটা অবস্থা বুঝি, যেখানে আমি এই individual বোধ না ক'রে আমার স্বরূপ-অবস্থা বোধ করি। পরমপিতার অবস্থা একটা এমনি শান্তিময় অবস্থা যে, সেখানে গিয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়ি, আর ঘুম ভেঙ্গেও father-কে (পিতাকে) দেখি, অর্থাৎ স্মৃতিতে একটা বোধ থেকে যায়, আর সেই বোধ থাকতেই আনন্দ। সে চরম অবস্থা ঠিক বলা যায় না, অনির্ব্বচনীয় বলাই ঠিক, কিন্তু অনির্ব্বচনীয় হলেও বোঝা যায়—'বুঝে প্রাণ বুঝে যার।'

"আরও দেখুন, আমাকে অনুসরণ করতে বলি ব'লে কিন্তু এ-শরীরে এমন কয়েকটা জিনিস আছে, যা' আমি পছন্দ করি না; সেগুলিকে অনুসরণ করতে বলি না। যেমন, আমি কথা বলতে-বলতে শুয়ে পড়ি, শালা বলি কথায়-কথায়, ইত্যাদি। ও-গুলো wartime-এ (সাধনকালে) escape করেছিল, ব'লে র'য়ে গেছে, আর ওরা আমার বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়নি, তাই escape করতে পেরেছিল। আর এক-কথা, আমার temperament-অনুযায়ী ওরা আছে, আমার অনুসরণ ক'রে আমার অবস্থায় এসে আপনার temperament-এ ও-গুলো নাও থাকতে পারে। মোট-কথা, যতদূর নিরপেক্ষ বিচার ক'রে বলতে পারা যায়, তাতে বলছি যে একে অনুসরণ করুন, তাতেই পরম শান্তি এসে যাবে, কেন না এখানেও পরম শান্তি রয়েছে। আরও কথা আছে। ঐ যে-সব আমার দোষের কথা বললাম, ও-গুলো আমি সর্ব্বদা ধরতে পারি বলে, ও-গুলো অনুসরণ ক'রে কেউ যাতে খারাপ হতে না পারে, সে-বিষয়ে আমার হুঁস থাকে, তাই কাউকে অনুসরণ করতে বলতে দ্বিধা হয় না। আপনি যদি নিজের সব দোষ ধরতে পারেন, আর তা' হতে অপরকে guard করতে পারেন, তাহ'লে আপনিও বলতে পারেন 'আমাকে অনুসরণ কর।'

"আরও, অনুসরণ করতে বলি এইজন্যে যে, এখানকার ভাবের অনুসরণই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম। সন্ন্যাস অর্থাৎ লেংটি পরে সংসার ছেড়ে যাওয়ার আর এখন বিশেষ দরকার নেই। ওগুলোর ভেতরে বাইরের আড়ম্বর বেশী হয়ে

পড়েছে। ও-সব ছেড়ে মনে সন্ন্যাস নিয়ে গৃহে অনাসক্ত হয়ে থাকাই এখানকার এবং এখনকার ideal (আদর্শ)। এ-ছাড়াও আরও, অনেক বিষয়ে এখনকার ideal এখানকার ভাবের ভেতরে রয়েছে। আর ideal-কে অনুসরণ করতে হয়, নিজের অহঙ্কার তাঁর প্রতি ফেলে দিয়ে নিজের যা'-কিছু কেরামতি সব তাঁর কৃপায়—এই ভাবতে হয়, তা'হলে নিজের ভেতর শক্তি-জ্ঞানাদি এসে যায়—অহঙ্কার জাগে না। আর, ideal-এর আদেশ, তাঁর কথা বিনা বিচারে পালন করে যেতে হয়; সে পালনটাতে মোটেই বদ্ধের ভাব নাই, সেটাতে স্বাধীনতাই এনে দেয়, মুক্তিই এনে দেয়, তাতে দাসত্ব আনে না, স্বাধীনতার বিমল সুখই দেয়। বাইরে থেকে মনে হতে পারে, এ কি অধীনতা, এ কি দাসত্ব, কিন্তু যে পালন ক'রে দেখেছে, সেই জানে এতে কত সুখ, সেই জানে এ কি কৌশল। বিবেকানন্দও ঐ-রকম বলেছেন, "Carrying out the commands of the Guru without a shadow of doubt or hesitation is the secret of success in religious life, there is no other path to follow." আপনি বলছিলেন না সেদিন? দেখুন, বিবেকানন্দ জগদ্বরেণ্য হয়েও নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের অযোগ্য সেবক বলে পরিচয় দিয়েছেন। যদি এতে ঐরূপ কিছু না থাকবে তবে সেই মহাতেজস্বী পুরুষসিংহের পক্ষে ও-রূপ বলা কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? এরই নাম ঠিক-ঠিক আত্মসমর্পণ।

"যতদিন living ideal (জীবন্ত আদর্শ) না পাওয়া যায়, ততদিন অতীতের leaders of mankind-দের জীবন অনুসরণ করতে হয়। তাঁরা যে এক-একটা পন্থা তৈরী করে রেখে যান, সে-গুলোর মধ্যে কোনও বিরোধ নেই; পরবর্ত্তী অনুসরণকারীরা, যারা তাঁদের মত হয় না, তারাই গণ্ডী সৃষ্টি করে, তারাই পথে বেড়া দিয়ে দেয়।"

প্রশ্ন হল—নানারকম সাধনপদ্ধতি জগতে আছে, কি-রকম সাধনকে পূর্ণাঙ্গ সাধন বলা যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শব্দ-সাধন যাঁরা জানেন না, তাঁদের সাধন পূর্ণাঙ্গ সাধন নয়।

আমি—ঠিক বুঝলাম না। এমন সাধক আছেন যাঁরা জ্যোতির সাধন করেন,

কিন্তু শব্দ-সাধন বা নাদ-সাধনের বিষয়ও জ্ঞাত আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণপন্থীরা কি সাধন করেন জানি না, তবে নাদ-সাধন-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, "নাদ-ভেদ না হলে সমাধি হয় না।" বিবেকানন্দও অনাহত নাদের অনুভূতির কথা বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্যোতিঃ নাদের বা শব্দের শরীর। জ্যোতির চেয়েও নাদ সূক্ষ্মতর। যারা নাদ-সাধনের যে পরিমাণ জানে, তাদের সাধন-পদ্ধতি সেই পরিমাণে উন্নত বলা যায়। নাদ-সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থাযুক্ত সাধনই প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ সাধন। এই সাধনে সব সাধনের সারভাগ গৃহীত, কিন্তু বহিরঙ্গ-ভাব বর্ত্তমান যুগে অনাবশ্যক ব'লে বাহ্যভাবগুলো অনেকাংশে পরিত্যক্ত। বর্ত্তমানে ঐ সব বহিরঙ্গ ভাবসাধনে অযথা কালক্ষেপের আবশ্যকও নেই, অবসরও নেই। বাহ্যাড়ম্বর কম ব'লে পূর্ণ সত্যটিকে যত সোজাসুজিভাবে নেওয়া সম্ভব, তা' এই শব্দযোগে নেওয়া হয়েছে। ইহাই বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম বা পূর্ণাঙ্গ সাধন।

২রা ভাদ্র, সোমবার—জিজ্ঞাসা করলাম, ভোগ না হ'লে ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বরলাভ হয় না। ভোগের দ্বারাও ত্যাগ হয় না। জোর ক'রে মনকে ভোগে বিমুখ করলেও মনে বাসনারাশি সুপ্তভাবে থেকেই যায় এবং কালে আবার জ্ব'লে উঠে গোল বাধায়, তবে উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিচারযুক্ত ভোগ ক্রমে-ক্রমে ত্যাগ এনে দেয়। আর, ত্যাগ মানে আসক্তি-ত্যাগ। ভোগের দ্বারা অভিভূত হওয়াই তাতে আসক্তির কারণ। ত্যাগ-ভোগ ও-সব কথার মারপ্যাঁচ মাত্র। প্রকৃত কথা হ'চ্ছে তো ভোগ করাই। ত্যাগ করা মানে প্রকৃত ভোগের বাধা নাশ করা। ভোগ করতে হ'লে ভোগের বস্তু পৃথক রেখে মনকে তা' দ্বারা অভিভূত হ'তে না দিয়ে স্বাধীন রেখে ভোগ করতে হয়। নতুবা ভোগের ভাবে অভিভূত হ'য়ে পড়লে, মন তদ্ভাবে ভাবিত হ'য়ে ভোগের বস্তুর সারূপ্য লাভ ক'রে ফেললে, ঠিক ভোগ হয় না। চিনি ভোগ করতে গিয়ে চিনির ভাবে অভিভূত হ'য়ে প'ড়ে চিনির মত হ'য়ে গেলে কি চিনিকে ঠিক-ঠিক ভোগ করতে পারা যায়?

'যৌগিক সাধন' বই প'ড়ে তাঁকে বলছি, 'ইনি বলেন, একটা কাজ ক'রে তার ফল now and here, under certain given conditions যে

পাওয়া যায় না, তার মানে তা' পেতে আমাদের নিজেদের অক্ষমতা নয়,—নিজে পূর্ব্বকল্পারম্ভে যেরূপ ইচ্ছা করেছি, সেটাকে এখন এভাবে পরিবর্ত্তন করা যায় না, তাই—ইত্যাদি।''

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাটা তাঁর ভাবে তিনি ঠিকই বলেছেন। আমার ভাবে আমি এই বলি, যা' will (ইচ্ছা) করা যায় নিশ্চয়ই তাই হয়, কিন্তু ঠিক-ঠিক ইচ্ছা করা হয় না, তাই হয় না। যা' সত্য-সত্য আমি আবশ্যক বোধ করি, তাই ইচ্ছা করি, এবং ঘটেও তাই। ঐ-রকম ইচ্ছা করার ফলেই এ-জগৎ সৃষ্টি, আর ঐ-রকম ইচ্ছা করলেই এর পরিবর্ত্তন বা ধ্বংস হবে। কিন্তু মনের খেয়াল আর will তো এক বস্তু নয়। মনের খেয়াল সব সার্থক হয়না ব'লে will-এর কাছে কোন কাজ অসম্ভব, এ-কথা স্বীকার করা যায় না। ইচ্ছা করা মানে ইচ্ছাকর্ত্তার পূর্ণ পরিবর্ত্তন হওয়া। যেমন ব্রহ্মের ইচ্ছা হ'লো, আর পূর্ণভাবে তাঁর সত্তায় একটা পরিবর্ত্তন হ'লো, আর জগৎ সৃষ্টি হ'লো। যদিও বলা যায়, তাঁর একাংশে জগৎ সৃষ্ট ও স্থিত, তথাপি বলতে হয় যে, জগৎরূপ পরিবর্ত্তন তাঁর সব অংশে, সমগ্র সত্তাতেই অল্পবিস্তর আছে। যেমন, আপনি একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করলেন। সাধারণভাবে কেবল আঙ্গুলটি নড়ল বলা হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার যা'-যা' দিয়ে আমিত্ব, তার সবটার ভেতরেই ঐ কার্য্যে একটা পরিবর্ত্তনের ঢেউ ব'য়ে গেল। মস্তিষ্ক থেকে প্রত্যেক যন্ত্রের সমস্ত শক্তিতে অহঙ্কার, বুদ্ধি, চিত্ত, মন ইত্যাদি সব তাতে একটা action হ'ল,—যার ফলে, শরীরের একাংশ ঐ আঙ্গুলে উহার প্রকাশটা বেশী হ'লো। এইরকম সমস্ত শক্তিতে, সমস্ত সত্তাতে সাড়া পড়ে। আপনার নিজ স্বরূপে যদি will-এর উৎপত্তি হয়, তাহ'লে তা' দ্বারা যা' ইচ্ছা তাই করা যায়। আপনার স্বরূপে ঐরূপে নিজকে বহুভাবে enjoy করবার will-এর ফলেই এই জগৎ, এখন ভোক্তা হ'য়ে ভোগ করুন, খেয়ালের দ্বারা ভোগের ভাবের দ্বারা অভিভূত হ'য়ে যাবেন না। তারপর আপনার স্বরূপে যখন will হবে যে আর জগৎ চাই না, তাহ'লে দেখবেন সেই মুহূর্ত্তেই এ-জগৎ থাকবে না।

প্রমথ (শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ শিকদার, বি-এস-সি, বি এল) জিজ্ঞাসা করলো—আমাদের ইচ্ছাটা কি তবে আদৌ ইচ্ছা নয়, এটাও তো সেই supreme will, সেই স্বরূপের will থেকেই এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—"কি রকম জানেন? আমি-তুমি এসব সেই supreme will-এরই এক-একটা ভাব। কাজেই এদের will-টা ভাবজ will; আসল will-এর তুলনায় will বলা যায় না। সেই আসল will, মূল ইচ্ছা যে কেমন তা কথায় মুখে ব্যক্ত করা যায় না;—কথায় বলতে গেলেই কমতি থেকে যায়। যখন সেই ইচ্ছাকে অনুভব করি, তখন এ-ভাব, এ-কথা, কিছুই থাকে না। এখন তার স্মৃতি যা' আসছে তাই চিন্তা হ'চ্ছে, আর বাক্যরূপে বহির্গত হচ্ছে; অতএব ঠিক-ঠিক সে ভাবটা বাক্যে বলা যাচ্ছে না।

"পরমপুরুষ-সম্বন্ধে ধারণা অনুভূতির বিষয়, বিচারের বিষয় নয়; তবে তাঁর সম্বন্ধে বিচারটাও যতদূর সম্ভব ভ্রমশূন্য হওয়াই দরকার। Beyond myself (আমার বাইরে) তিনি আছেন বললেও ভুল, আবার আমার বাইরে তিনি নাই বলাও ভুল। ঈশ্বর আছেন, সমস্ত সমেত, এই জীবজগৎ, আমি, তুমি সব—এর কিছু বাদ দিয়ে নয়। জগদতীত ব্রহ্মও ভুল, আবার কেবল জগৎ-ই ব্রহ্ম এও বলা ভুল। তিনি সান্ত, অনন্ত, সবই। আমাদের একটা ভুল হয় কি জানেন? আমরা জগৎ সত্য বলতে গিয়ে, তা' ছাড়াও যে তাঁর একটা জগদতীত, একটা infinite aspect আছে তা' ভুলে ব'সে থাকি। তাই এই ভুলটা ভাঙ্গবার জন্যে, এর উল্টো suggestion (উপদেশ) দেওয়া হ'য়ে থাকে যে জগৎ ব্রহ্ম নয়, "মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তাদি নাহং" ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ও-সব আমি নয়, এ-কথা বলাও ঠিক নয়, তবে ঐ ভুলটা ভাঙ্গবার জন্যেই এইরকম উল্টো suggestion দেওয়া। আর, ভুলটা ভেঙ্গে গেলে জগদতীত ব্রহ্মভাব, infinite ভাব ধারণা হ'লে আবার দেখা যাবে যে জগৎ ও জগদতীত, দুই নিয়ে পূর্ণব্রহ্ম—এ দু'টো আসলে দু'টো নয়, কেবল দু'টো aspect মাত্র। একটা বাদ দিয়ে আর একটা তাঁর পূর্ণস্বরূপ নয়। এই এমনি সহজ অবস্থাও ঠিক সত্যই, এ সবই সত্যের মধ্যেই included; কিন্তু যতক্ষণ উভয় aspect-এর জ্ঞান না হ'চ্ছে, ভ্রম যতক্ষণ রয়েছে, ততক্ষণ এই সহজ অবস্থা বা জ্ঞান, এই এমনিই জগৎটাই সত্য, এ-রকম বলাতেও দোষ আছে। সুতরাং জগৎটা সত্য, এ-কথাও সাধারণকে সাবধানেই বলতে হয়। কেননা, মানুষে ধারণা করতে না পেরে, লাভের মধ্যে 'যেমন আছি এই ঠিক' ব'লে ভ্রম নিয়েই ব'সে থাকে। তাই শাস্ত্রে বলে অনধিকারীকে বেদান্তজ্ঞান অর্থাৎ খুব উচ্চ সত্য সকল বলতে নেই।"

আবার বললেন, "দেখুন, যখন এটার (নিজেকে দেখাইয়া) ভেতর যে ইচ্ছা জাগে তদনুসারে যে-কাজ হ'য়ে যায় তাতে আমিত্ব, এই individual আমিত্ব-ভাব থাকে না। যেন যন্ত্রচালিতবৎ হ'য়ে দেহ-মন কাজ করে, আর তাতে যা' হয় তা' মঙ্গলজনক। কিন্তু যেই কেহ কিছু বলে, অনুরোধ ক'রে করায় তখন অর্থাৎ যখন আপনা-আপনি ইচ্ছা-বশে না ক'রে করতে হয়, তখন বড় অসুবিধা ঠেকে। তা' অনেকে বুঝে না, জোর করে, কিন্তু তাতে ফল ভাল হয় না। তাদের কথা না শুনলেও মনে কষ্ট পায়, কিন্তু তারা জানে না যে, যে ভাল ফল পাওয়ার জন্যে ওরূপ ক'রে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালিত করছে, তাতে সে-ভাল ফল পাওয়া যায় না। এ সব আপনার লোককে বুঝিয়ে দিলে তাদেরও মঙ্গল, আমারও সুবিধা।

"আর দেখুন, সমস্ত লোক তাদের কুকর্ম্মজ সংস্কাররাশি বা পাপাদি নিয়ে অনবরত এ শরীরটার contact-এ আসতে থাকলে এ-শরীরটা বেশীদিন থাকবে না। হাজার হ'লেও শরীর ধারণ করলেই কতকটা শরীরের উপর ও-সবের ক্রিয়া হয়ই। শরীরটা চিরদিনের মত অবিনাশী element-এ প্রস্তুত নয়তো, সৎ-অসতের মিশ্রণ না হ'লে, সাজ না দিলে গড়ন হয় না, কাজেই তার উপর অসতের action হয়। পাহাড়ের উপরেও অনবরত ভীষণ বেগে আঘাত করতে-করতে পাহাড়ও কাঁপে। আপনারা যদি অনুসরণ ক'রে শীঘ্র fit হ'য়ে এমন হ'তে পারেন যে, আপনাদের দেখেই লোকের ঠাকুর দেখা হয় এবং আপনারাও কতক পরিমাণে ঐ-সবের ঘা সহ্য ক'রে নিতে পারেন, তাহ'লে কিছুদিন শরীর ধারণ ক'রে থাকা যায়, নইলে বেশীদিন এত ঘা স'য়ে শরীর থাকবে কি ক'রে।

"আমার will-মত যদি আমি-লক্ষ-লক্ষ বেশ্যামায়েদের মধ্যে যেয়ে থাকি বা টাকার মধ্যে, মদ-মাতালের মধ্যে থাকি তাতে কিছু আসে-যায় না, consequently শরীরে ঘা লাগে না। কিন্তু যদি লোকে যখন-তখন তাদের ইচ্ছামত সব পাপাদির contact-এ আনতে থাকে তবে মুশকিল হয়। মহাপুরুষ, সাধু ইত্যাদিরা তাই কত guard ক'রে নিজেদের রাখেন। কিন্তু এখানকার ভাব তা' নয়, লোককে বিমুখ করবার যো নাই—তা' শরীর যাক

আর থাকুক। আপনারা যদি guard করেন তবে হয়। Guard করা মানে লোককে জোর ক'রে আমার কাছে আসতে না-দেওয়া নয়। লোককে বিমুখ হ'য়ে ফিরে যেতে হবে, তা' নয়। আপনারাই অনুসরণ-ফলে উপযুক্ত হ'য়ে তাদের তৃপ্তিদান করবেন এবং তারা আপনাদের কাছ থেকে সব শিখে দরকার হ'লে এখানে এসে এখানকার will-অনুযায়ী যা' হবে তদনুসারেই চলতে থাকবে। আপনাদের ব্যবহারও সম্পূর্ণভাবে এখানকার will-অনুসারে চলার মতই হবে, যা' দেখে তারা শিখতে পারে নিজেরাই। আপনারা এখানকার will-ছাড়া এখানকার সম্বন্ধে কিছু করবেন না।

"পাপ-সংস্পর্শরূপ ঝড় যদি কতকটা ডালপালার উপর দিয়ে যায় তাহ'লে গুঁড়িটা বেশী ঘা পায় না, ফলে গাছটা বাঁচে অনেকদিন। আর, যদি ঝড়ের বেগ সইবার মত ডালপালা না থাকে, গুঁড়িতেই অনবরত ঘা পড়ে, তাহ'লে আর কতদিন! আপনাদের গায়ে ঘা লাগলেও, ঝড়ে এক-আধটা ডালপালা ভাঙ্গতে চাইলেও গুঁড়িতে জোর থাকার দরুন সহজে পারবে না। আর, যদিই এক-আধটু কিছু হয় তবে গাছ তাজা থাকায় নতুন পল্লবাদি বেরিয়ে পূরণ ক'রে দেবে।"

৭ই ভাদ্র, রবিবার—প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর, মহারাজ ও আমি আশ্রমে ব'সে আছি। অদ্বৈত-তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে। ঠাকুর বললেন,—সাধন-ফলে প্রথমে সর্ব্বভূতে সেই এক অদ্বৈত সত্তা আছেন বোধ হয়, one underlying principle-এর দর্শন ঘটে। তারপর তাই বিশেষভাবে, প্রত্যেক বস্তুতে সেই এক অনন্ত পূর্ণ সত্তা পূর্ণরূপে বিরাজমান অনুভূত হয়। প্রত্যেক কিছুতেই তিনি পূর্ণরূপে আছেন এইরূপ বিশিষ্টভাবে অদ্বৈত দর্শন হয়। তারপর পৃথক-পৃথক বস্তু বা জগৎ অর্থাৎ যে-যে আধারে এক অনন্ত পূর্ণ সত্তার বোধ হচ্ছিল সেই-সেই আধার বা বস্তু বা জগৎ-জ্ঞানের আর অবসর থাকে না; কেবলমাত্র—এক অখণ্ড পূর্ণ সত্তার স্বরূপ অহংই বিদ্যমান অনুভূত হয়। কিন্তু ইহার পরও একটা আছে, সেটা এই অদ্বৈত অহং যেন latent হ'য়ে থাকেন। বাক্য দিয়ে এ-সব অবস্থা ঠিক-ঠিক বর্ণনা করা যায় না—যতই চেষ্টা করা যাক; তবে একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা আর কি, বুঝলেন?

২৯শে ভাদ্র, সোমবার, কলকাতা—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ("বঙ্গের বাইরে বাঙ্গালী" প্রভৃতি প্রণেতা)-মহাশয় সাকার-নিরাকার সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় লিখে এনে তাঁকে প'ড়ে শুনালেন, এবং কয়েকটি বিষয়ের মীমাংসা জিজ্ঞাসা ক'রে নিলেন। তারপরও তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হ'চ্ছে। ভাবের এবং জ্ঞানের কথা হ'চ্ছে; শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "ভাবে একটা গ'ড়ে তুলে মনোরম ক'রে দেখায়, আর জ্ঞানে ভেঙ্গে বিশ্লেষণ ক'রে দেখায়। যেমন, একটা পুতুলের কাঠামোর উপর খড়ের জড়ান, তারপর মাটি-টাটি দিয়ে রং ক'রে মনোরম ক'রে দেখান। আর, পুতুল ভেঙ্গে তন্ন-তন্ন ক'রে তার সব পৃথক-পৃথক ক'রে আসল কাঠামটা পর্য্যন্ত দেখা। জ্ঞানের কাঠামোতে ভক্তির ভাবের আবরণ থাকাই ভাল; জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই মধ্যপথ এবং শ্রেষ্ঠ বর্ত্তমানকালে।"

২রা আশ্বিন, শুক্রবার—শ্রীশ্রীঠাকুর সময়-সময় প্রফুল্লবাবুকে যে-সব কথা বলেন, তিনি তাই quotation ব'লে লিখে রাখেন। উহার একস্থলে তিনি এইরূপ ভাবের কথা লিখেছেন যে, বেদান্তজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, সন্তমত ভক্তিপন্থা—ইহার এবং সৎনামের আবশ্যকতা নাই ইত্যাদি। এই কথাতে আমার আপত্তি এই যে, সন্তমত ভক্তি-পন্থা, ইহার এবং সৎনামের আবশ্যকতা নাই—ইহা শ্রীশ্রীঠাকুর কখনই বলেন নাই। যে-হেতু সন্তমত ভক্তিবাদ নহে, উহা একাধারে ভক্তিবাদ এবং বেদান্তের চরমজ্ঞানবাদ ও তদপেক্ষাও একটু বেশী; সৎনাম যখন অনাহত নাদ এবং পরমপুরুষের স্বরূপ, তখন তাহার আবশ্যকতা সকলের পক্ষেই আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে এই বিষয় জানাতে তিনি বললেন, "আমি ওরূপ কথা কখনই বলি নাই। প্রফুল্লবাবু আমার intention বুঝতে হয়তো পারেন নাই অথবা বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু লিখতে গোল করেছেন। আমি পূর্ণজ্ঞান বা মূল কারণের (অর্থাৎ Supreme cause-এর) কোনও মতাদির দরকার নাই, এইভাবে বলেছি মনে হয়। অর্থাৎ, যাহার মূল কারণের সহিত একত্ব বোধ হয়েছে বা যে মূল কারণকে ধরতে কি পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পেরেছে তার পক্ষে আর কিছু জ্ঞান-ভক্তি-বাদ রূপ বা বিশেষ রূপ কোন সাধনের দরকার নাই। তাই ব'লে সন্তমত বা সৎনামের আবশ্যক নাই বিশেষভাবে এরূপ বলি নাই। লিখতে ওরূপ একটা বিশেষ মত উল্লেখ ক'রে লিখে

ফেলেছেন বোধ হয়।''—এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত কথা কয়টি একটি কাগজে লিখে আমাকে দিলেন এবং এই সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করতে ও ঐ কাগজ preserve করতে বললেন এবং সময়মত প্রফুল্লর quotation খাতা দেখে সংশোধন ক'রে দিবেন বললেন। কৃষ্ণভাই, সুশীল, সতীশ জোয়ার্দ্দারের সাক্ষাতে এই সমস্ত কথা হ'লো। শ্রীশ্রীঠাকুরের লিখিত কথা কয়টি এই—''অশ্বিনীদা, মূল কারণের—জ্ঞান, ভক্তি বা কোনও মত ইত্যাদি কিছুরই প্রয়োজন নাই, কিন্তু ভাবগ্রস্ত কারণের (অর্থাৎ, যাহা যে-ভাবের—কারণের দিকে গভীর অনুকূল) নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে।''

৩রা আশ্বিন, শনিবার—কথাপ্রসঙ্গে বললেন—''Lower level-এ অহং প্রকৃতি বা সমষ্টি-মন-এর অধীন হয়ে চলছে। সত্যলোকের ঠিক নিম্নস্তরে ঐ অহং নিজের position-এ এগিয়ে স্বাধীন হয়েছে। প্রকৃতি তখন তার অধীন। পূর্ব্বে অহং ছিল প্রকৃতি দ্বারা যেন আবৃত, আর এখন অহং বেড়ে সমস্ত প্রকৃতিকে নিজের দ্বারা আবরিত ক'রে ফেলেছে। তারপর ঐ নিজের মধ্যস্থ প্রকৃতি-সহ ঐ অহং সত্যলোকে গিয়ে যেন সুপ্ত হ'য়ে পড়তে যাচ্ছে—সম্পূর্ণ সুপ্ত হয়নি, যেন স্বপ্নাবস্থা ঐ অহং-এর,—সত্যলোকের এই অবস্থা। তার উপরে গিয়ে যেন সুষুপ্ত (latent) অবস্থায় থাকা; ঐ latent-এর মধ্যেও আবার উচ্চতর, উচ্চতম অবস্থা আছে—সে আর কথায় ব'লে শেষ করা যায় না।''

৮ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, কলকাতা—মনে-মনে ভাবছি কুষ্ঠিয়া ফিরে গিয়ে আবার মোক্তারী করবো কি না। আজ ১৫ দিন মোক্তারী কামাই ক'রে বসিয়ে রেখেছেন—এতে বোধহয় মোক্তারী না করানই তাঁর ইচ্ছা। আবার বলেনও না যে ছেড়ে দাও। এর পূর্ব্বে বলেছেন, ''মোক্তারী তোমায় ছেড়ে যাক—তুমি মোক্তারী ছেড় না।'' আর ভালও লাগে না উহা। অতএব যদি খোলোসা ক'রে ব'লে দেন কী করবো, detail-এ guide করেন তো ভাল হয়। অমনি তিনি বললেন, ''আমার কাজ হ'লেই হলো—তা' মোক্তারী ক'রেই যদি হয় তাতে ক্ষতি নাই। আমি বললাম, ও-সব বুঝি না মশায়, আমার capacity জানেন, মনের অবস্থা জানেন, যা' করতে বলেন তাই

করবো—একটা definitely ব'লে দিন। বললেন, "'যা' ভাল বোঝেন তাই করুন।" আমি ভাল-মন্দ আর বুঝতে চাই না, বুদ্ধিতে পাগল করল। মোক্তারী তো ভাল লাগে না, আবার ছাড়লে সু—র dependent হ'য়ে পড়ি entirely—তাও ভাল লাগে না। কারণ, তার এত dependent, এত খরচ যে আর তার burden হ'তে সঙ্কোচ হয়।

তিনি বললেন—দেখুন, তার অদৃষ্টে যা' আছে, যা' তার খরচ হবার আছে তা' হবেই, আপনি না নেন, আর একজন নেবে—তা' ভেবে কী করবেন? ভুলে যান যে তার বা আপনার ইচ্ছায় কিছু হচ্ছে, তার বা আপনার ইচ্ছায় কিছু হচ্ছে না; আর একজন তাঁর ইচ্ছামত চালাচ্ছেন। যা' তাঁর ইচ্ছায় ভাল তাই হবে, কেউ রোধ করতে পারবে না। অতএব নির্ভর ক'রে চলাই ভাল।

আমি—আচ্ছা, মোক্তারী করা কি হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি মোক্তারী করা বা dependent হওয়া বা ভিক্ষা করা কোনটারই কর্ত্তা নন। এটা মনে রেখে যা' যখন জোটে ক'রে যান। Free হতে থাকুন, জীবন্মুক্ত হ'য়ে যান। আমিও ডাক্তারী করি দেখেন তো—ঐরূপ। দরকার হ'লে পরমপিতার ডাক পড়লে মোক্তারী প'ড়ে রইল, চ'লে গেলাম, আবার এসে দরকার হলো মোক্তারী করলাম। এইরূপ স্বাধীনভাবে নির্ভর ক'রে চলতে থাকুন; তাতে যা' হয় সেই ভাল।

আমি—তাহ'লে বলছেন যে, মোক্তারীই করি, কিন্তু আদেশমত কামাই দিতে প্রস্তুত থেকে—ওতেই লেগেপ'ড়ে নয়। একটু ঝটাপটি করা যেন আর কি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই যদি হয়, নির্ভর করতে হ'লে তাতেই—ঝটাপটিতেই রাজী হতে হবে।

আরও বললেন—ও দাস্যভাব নয়, এটা সন্তানভাব। রাজপুত্র যুবরাজ sailor-গিরি করলে, কিন্তু সে sailor হ'য়ে গেল না, সে ভাবের সঙ্গে identified হ'য়ে গেল না। সেইরূপ মোক্তারী করছি যতক্ষণ পিতার ইচ্ছা, যখনই দরকার তখনই স'রে পড়লাম। আর, পিতার ইচ্ছামত যখন করছি, তখন ষোল আনা মন দিয়েই করছি, কিন্তু আমি তাতে বদ্ধ নই, আমি বদ্ধ

মোক্তার নই, রাজপুত্র মোক্তারের খোলসে—এটা সর্ব্বদা মনে রেখে। 'দাস-আমি'র চেয়ে 'সন্তান-আমি' সুবিধাজনক। একটু অহং রাখাও যায়—নিজে সব করতেও পারি। আবার ওতে বদ্ধ নয় এবং পিতার ইচ্ছায় কার্য্য ব'লে সে অহং-এ বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। এইটাই ideal, আর এইটাই ক'রে দেখাতে হবে।

আমি—স-র ডাক্তারী করার মত মাঝে-মাঝে কামাই যাচ্ছে—এইরূপ মোক্তারী করা তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তা' ঠিক নয়। তার কামাই যায় বটে, কিন্তু ডাক্তারীতে বদ্ধভাবও থাকবে না। আমি ডাক্তার বা আমি মোক্তার এ-ভাব থাকবে না। হওয়া চাই, যতক্ষণ ডাক্তারীতে রেখেছে ততক্ষণ ডাক্তার, আর যেই না-রেখেছে অমনি নয়! তখনি পিতার সন্তান, তাঁর অন্য কাজে অগ্রসর। আর যতক্ষণ ডাক্তার বা মোক্তার ততক্ষণও পিতার সন্তান, তাঁর ইচ্ছায় ডাক্তারী-মোক্তারী খোলস প'রে আছি—এ সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে। আদেশমাত্রে তন্মুহূর্ত্তে—তা' মামলা করতে-করতেই হউক না কেন, মোক্তারী ফেলে চ'লে যেতে হবে—এই ভাব।

আমি—তাহ'লে মহারাজের ডাক্তারী করার মত হবে বলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই। আর কি চান! এত সব details ব'লে দিলাম, এত details-এ কেউ কোনদিন guide করে নাই! পূর্ব্বে এরূপভাবে এত minute details-এ guide ক'রে আর কেউ বলে নাই। লিখে রাখুন গে, ভবিষ্যতে ভুলে না যান।

১৪ দিন যাবৎ তাঁর সঙ্গে কলকাতায় আছি। কত কাণ্ড যে দেখলাম তাহা বর্ণনাতীত। কত রকমের লোক তাঁর নিকট আসতেছেন। সকলকে চিনিও না। কয়জনের বা পরিচয় জানব? সর্ব্বদাই বাড়ী ভর্ত্তি, তথাপি লোক তো যাওয়া-আসার উপর। কত ভাবের লোক আসতেছে—কেহ তাঁকে দর্শনমাত্র কেঁদে আকুল, কেহ হেসে, কেহ নেচে-গেয়ে অস্থির! কেহ বলছে, এতদিন দেখা দাও নাই কেন? কেহ গভীর ধ্যানস্থ থেকে সঙ্কেতে কি জানাচ্ছে—তিনি সঙ্কেতে কি উত্তর দিতেছেন।

যত লোক এসেছিল তার মধ্যে ব্যারিষ্টার J. N. Dutta, তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পূর্ব্বকথিত জ্ঞানবাবু, তাঁহার ভগ্নী চারুবালা সরস্বতী, কটকের Govt. Pleader জানকীনাথ বসু রায়বাহাদুর ও তাঁহার স্ত্রী, পূর্ব্ব হ'তে দীক্ষিত Prof. সতীশদা, সংস্কৃত কলেজের Prof. শাস্ত্রী প্রভৃতির পরিচয় জেনেছি। J. N. Dutta-র স্ত্রীকে দেখে মনে হয় খুব ভক্তিমতী, ভাবপ্রবণা, ঠাকুর-দর্শনে ঘৃণা, লজ্জা, মান, ভয়ের বাঁধ ভেঙ্গে পাগলিনীর ন্যায় আচরণ; হাসে, কাঁদে, নাচে গায়। বলে, তুমিই নিমাই, তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই সব, এতদিন কোথায় ছিলে? আমি পূজা ক'রে নিবেদন করলে এই মূর্ত্তিতে এসে ভোগ গ্রহণ করেছ, কিন্তু তারপর দেশ-বিদেশ কোথায়ও তো তোমার দেখা পাই নাই! আজ সেই মূর্ত্তিতে ঠাকুর প্রত্যক্ষ করছি—ইত্যাদি। Mr. Dutta কয়েকদিন এলেন, কত কথাবার্ত্তা হ'লো, admire করেছেন তিনিও খুব। তাঁর স্ত্রী নাম গ্রহণ করলেন। রায়বাহাদুরও সস্ত্রীক নাম গ্রহণ করলেন। ঠাকুর তাঁকে বললেন, "নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, মান-সম্ভ্রম সমস্ত একপাশ ক'রে যদি এ মূর্খের কথামত কিছুকাল চলেন, তবে অবশ্যই ফল পাবেন। নচেৎ, বিদ্যা-বুদ্ধি খাটিয়ে কথা বিচার করতে যদি চান, তবে সত্বর ফল না পেলে তাতে দোষ কারও নাই। বালকের মত শিক্ষকের আজ্ঞা মানতে হবে। তাঁর প্রত্যেক কথা বিচার করতে বসলে চলবে না, আধ্যাত্মিক রাজ্যে বাস্তবিক আমরা অনেকেই তো বালক বই নই"—ইত্যাদি।

জ্ঞানবাবুর ভগ্নী, দময়ন্তী কথার রচয়িত্রী, সতুর মা লেখিকা চারুবালা সরস্বতী। অত্যন্ত শোকাতুরা—একমাত্র কন্যাশোকে হৃদ্‌রোগগ্রস্তা। জ্ঞানবাবু বললেন, তাঁহার ভাগিনেয়ী তার মাকে যা' ব'লে ডাকতো (অর্থাৎ সাধারণতঃ লোকে যেমন মা ব'লে ডাকে তা' নয়) ঠাকুর তাঁকে প্রথম দর্শনেই তাই ব'লে ডেকে উঠলেন এবং সে যেমন ক'রে নিয়ে খেত তেমনি ক'রে খাবার নিয়ে খেতে লাগলেন। এতে তাঁরা আশ্চর্য্য হয়েছেন এবং শোকাতুরা শ্রীশ্রীঠাকুরে অতিমাত্র ভক্তিমতী হয়েছেন এবং তাঁর অনেকটা সান্ত্বনা এসেছে।

১লা কার্ত্তিক, শনিবার—প্রাতে আশ্রমে এসেছি। দুপুরে তাঁহার নিকট সকলে ব'সে আছি। কথা চলছে। শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্ম-সংহিতাদি পাঠ ক'রে কি-

কি ব্যাপার জানা গেল তাই বলছি। ক্রমে কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, শ্রুতিতে দেখতে পাই, শব্দব্রহ্মের পর পরব্রহ্ম—শব্দব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লে পরব্রহ্ম লাভ হয়—"দ্বেবিদ্যে" ইত্যাদি। ভাগবতেও শব্দব্রহ্মের পরগামী এবং পরব্রহ্মে নিবিষ্ট গুরুর শরণ লওয়ার উপদেশ (ভাঃ একাদশ, ৩য়) ইহাতেও শব্দব্রহ্মের পর পরব্রহ্ম। ব্যাখ্যাতেও দেখি এবং আমারও ধারণা—নির্গুণ ব্রহ্ম সিসৃক্ষু হ'য়ে শব্দব্রহ্মরূপে প্রথম প্রকাশিত হন, আর সিসৃক্ষু হ'লেও তো সগুণ হ'ল, কারণ, ইচ্ছাও একটা গুণ; তাহ'লে শব্দব্রহ্ম সগুণব্রহ্ম। (যদিও নির্গুণব্রহ্ম ধারণাতীত এবং জীবের উপাস্য হবার যোগ্য নহে! কারণ, নিজে গুণাতীত না হ'লে নির্গুণের ধারণাই হয় না এবং যে-কোনরূপ সাধনই করবে তাহাতে সূক্ষ্ম চিন্তা দরকার এবং তাহ'লেই সগুণব্রহ্মের অধীন হ'লো)। এদিকে যদি "রা-স্বা" নাম শব্দব্রহ্ম বলি, তাহ'লে সন্তদের মতে ইহাকেই যে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব বলা হয়েছে তা' স্থির থাকে কই? এর উপরেও তো নির্গুণ তত্ত্ব স্বীকার করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, নির্গুণ সগুণরূপে, শব্দব্রহ্মরূপে প্রকাশ হবার পূর্ব্বাবস্থা যাহা তাহাই "রা-স্বা"। "রা-স্বা" শব্দব্রহ্ম-বলতে যা' বোঝেন, ঠিক তা' নয়—নির্গুণ ও সগুণের latent potent-এর ঠিক মধ্যস্থ অবস্থা। যতদূর অনুভব করা যায়, বলা যায়—তাহার শেষ ঐ "রা-স্বা"—তারপর থাকা বা না-থাকা, অনুভব বা অননুভব কিছুই বলা যায় না। সন্তরা 'উন-মুন-সুন' ব'লেছে যাকে। শব্দব্রহ্মের চেয়ে শব্দব্রহ্মরূপে বিকাশ-উন্মুখ অবস্থা আরও উচ্চতর ও চরম নিকটবর্ত্তী, কাজেই শব্দব্রহ্ম থেকে "রা-স্বা" শ্রেষ্ঠতর বটে—শব্দ-ব্রহ্মের কারণ।

আমি—পুস্তক-আদিতে দেখতে পাই, এই আদি সত্যনাম উচ্চতম লোকে মহামহিমান্বিত জ্যোতি বিস্তারপূর্ব্বক ধ্বনিত হ'চ্ছে। আপনি যাহা বলেন, তাতে আদি সত্যনাম শব্দব্রহ্মের কারণ, একটা position—যাহা শব্দব্রহ্মরূপে বিকশিত হয় নাই; তাহ'লে এই নাম উচ্চতর লোকে ধ্বনিত হ'চ্ছে বলা যায় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, নিজে যা' অনুভব করেছি তাই বলি। তা' কারও সঙ্গে মেলে ভাল, না মিললেই বা আমি কী করবো? শব্দব্রহ্ম বা অনাহত ধ্বনি যে-

রকমভাবে অনুভব করা যায় সে-রকমভাবে আদি সত্যনাম অনুভব করা যায় না! ভজনাদি দ্বারা নিজ অভ্যন্তরে যেরূপভাবে ওঁকার, রংকার, বেণু, বীণা আদি নাদ শ্রুত হয়, আদি সত্যনাম সেরূপ কোনও নাদরূপে শ্রুত, অর্থাৎ উহারা যেভাবে অনুভূত সেভাবে অনুভূত হয় না। উহারা যদি নাদ হয়, উহাদের কারণরূপী আদি স্পন্দন বা নাদ—যাহাকে শব্দব্রহ্ম বলেন, তাহারই আবার স্পন্দনোন্মুখ অবস্থাই অর্থাৎ অনামী নির্গুণ হতে বিকাশোন্মুখ অবস্থাই আদি নাম—তবে অনুভবযোগ্য! উহাদের যেরূপভাবে অনুভব করা যায়, তাহাপেক্ষা খুব finer-ভাবে ইহা অনুভব করা হয় ব'লে, ওদের যে-হিসাবে ধ্বনিত বলা হয় সে-হিসাবে একে ধ্বনিত বলা যায় না। তবে লোককে তো ঐ idea মোটামুটিভাবে এনে দিতে হবে! তাই কথায় ঐরূপভাবে বলা। ধ্বনিত বটে—তবে এত সূক্ষ্মভাবে যে ওদের তুলনায় ধ্বনিত নয়। শব্দব্রহ্ম বা শব্দধারা বা চৈতন্যধারা স্পন্দনের যেমন বিকাশ বা অবস্থা, আদি নাম সেরূপ অবস্থা নহে! ওদের তুলনায় বিকাশোন্মুখ, কিন্তু তাতেও স্পন্দন আছে; সে-স্পন্দন নিজের মধ্যেই স্পন্দিত, ধারারূপে বিকশিত নয়, vibrating within itself. কথা ব'লে বড় ক'রে অশ্বিনীদা ব'লে আপনাকে ডাকা, আর মনে-মনে আপনাকে ডাকা যেরূপ তফাৎ কতকটা অমনতর। কথাটা বলা যে-হিসাবে ধ্বনি, মনে-মনে বলাটা সে-হিসাবে ধ্বনি নহে। বরং মুখে বলার আগে মনে-মনে অশ্বিনীদা চিন্তা করাটা মুখে বলাটার কারণরূপী বিকাশ-উন্মুখ অবস্থা; তবে এতেও স্পন্দন থাকল, কিন্তু ওদের তুলনায় latent....এইরূপ আর কি। স্থূল অবস্থায় 'I' প্রকৃতির অধীন; ক্রমে সূক্ষ্ম হতে-হতে 'I' প্রকৃতির কর্ত্তা অর্থাৎ প্রকৃতি 'I'-এর অধীন—তখন সোঽহং জ্ঞান। আর ঐ আমির একমাত্র সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বোধ হওয়াটা যেন তার জাগ্রতাবস্থা। তারপর 'আমি' ক্রমে চেতনতন্দ্রাগ্রস্ত যেন হ'য়ে আসছে—সত্যলোকের অবস্থা; তারপর 'I'-এর স্বপ্নাবস্থা। নিদ্রিত বটে, তবে completely সুষুপ্ত নয়; তারপর একেবারে সুষুপ্ত অনামী নির্গুণ, মোটামুটিভাবে এইরূপে বলা যায়। বেদান্তজ্ঞান ঐ সচ্চিদানন্দ জাগ্রত অবস্থাকেই, কোথাও বা সত্যলোকের অবস্থাকেই final বলেছে। আর, আপনারা তার উপরেও একটু গিয়ে ঐ সচ্চিদানন্দের সুষুপ্ত (latent) অবস্থা বলেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, এক-এক plane-এ অনাহত নাদ যাহা শ্রুত হয় তাতে কতকগুলি আছে যাহা অস্ফুট ধ্বনি, যাহা বাদ্যযন্ত্রাদির বা প্রাকৃতিক শব্দের অনুরূপ, আর কতকগুলি সেরূপ নহে। যেমন মৃদঙ্গ, মেঘগর্জ্জন, বেণু, বীণা; আবার হুঁ, ওঁ, রং, হ্রীং, ক্লীং ইত্যাদি—উভয়ই তো নাদ! তবে মন্ত্রাদিতে সাধনজন্য পরবর্ত্তীগুলিকে বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করা হয়, আর পূর্ব্ববর্ত্তীগুলিকে লওয়া হয় না কেন? অর্থাৎ, ওঁ-আদিকে জপ করা হয়, কিন্তু ঢং ঢং (bell sound) বা কত-কত (মেঘগর্জ্জন) শব্দ জপ করা হয় না কেন? উহারা বীজমন্ত্র ব'লে গণ্য হল না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, ওঁ, হুঁ ইত্যাদি plane-এ উহা ছাড়া প্রাকৃতিক বা বাদ্যযন্ত্রাদির শব্দের ন্যায় নাদ হয় বটে, কিন্তু যেগুলি বীজমন্ত্র ব'লে গণ্য সেগুলিই ঐ-ঐ plane-এর স্পন্দনগত শব্দ—মূল sound. আর, অন্যগুলি তারই grosser manifestation, আসছে-যাচ্ছে—এইরূপ। স্পন্দনগতগুলিই অন্যগুলির জ্ঞান; ঐ-গুলিই main; যেমন একটা এস্রাজে ক'টা সুর মূল continuous, তাছাড়া আরও কতকগুলি ঝঙ্কার দেয়—সেইরূপ। তাই continuous-গুলিকে বীজমন্ত্র ক'রে সাধনের উপদেশ।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, ব্রহ্ম-সংহিতায় দেখি, ব্রহ্মা ক্লীং-যুক্ত মন্ত্র জপতে-জপতে বেণুনাদ শুনতে পেলেন এবং বেণুনাদ হতে ওঁ-যুক্ত গায়ত্রী পেলেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ শব্দযোগ অনুযায়ী ক্লীং থেকে ওঁ পেয়ে তারপর বেণুনাদ পাওয়াই ঠিক; ক্লীং ও বেণুনাদের মাঝে ওঁ, সেটা না পেয়ে একছার বেণুনাদ, আবার বেণুনাদ হতে ওঁ, এ তো হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তাই তো বলি। দেখুন, ওঁ-কারের নীচেও বাঁশীর শব্দের মত একরূপ শব্দ আছে সেটা উপরের বেণুনাদের মত নয়। আমার মনে হয়, কেউ-কেউ সেইটাকেই বেণুনাদ ব'লে বর্ণনা করেছেন। যেমন, সংহিতায় যে বংশীনাদ বলা হয়েছে, সে bell sound-এরও আগে; ওটা কতকটা whistle-এর মত। নইলে bell এর কত উপরে যে বেণুনাদ তা আগে শুনে পরে bell পাওয়া হতে পার না। ক্লীং, whistle, শঙ্খ, নানারূপ ঘণ্টা ইত্যাদি সব ওঁ-কারের নীচে, ওঁ-এর অন্তর্গত। এক-একটা main নাদের অন্তর্গত

বহুরূপ নাদ আছে। যেন এক-একটা থাক—রং-এর থাক, ওঁ-এর থাক, bell-এর থাক ইত্যাদি।

১৬ই কার্ত্তিক, রবিবার—কুষ্টিয়া হ'তে প্রায় ২৫ জন ভক্ত-সহ প্রাতে হিমাইতপুর আশ্রমে পৌঁছিলাম। নলডাঙ্গা রাজার নায়েব সুরেশ মজুমদার এবং অবিনাশ বসু initiated হ'লেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সব ভক্তগণ ১৭ই ডিসেম্বর, ১লা পৌষ প্রলয়কাণ্ড হবে—সেই কথা বলছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জিজ্ঞাসা-মতে শাক্যদা বললেন, কয়েকটা গ্রহে সংযোগ হয়ে সূর্য্যকে এককালে আকর্ষণ করার ফলে সূর্য্যের ভেতর সৌর-কলঙ্ক বেশী পরিস্ফুট হবে অর্থাৎ সূর্য্যের ভেতর একটা পরিবর্ত্তন হবে, তারই ফলে পৃথিবীতে নানারূপ প্রাকৃতিক উৎপাত ঘটাবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "গ্রহগণের আকর্ষণ-ফলে সূর্য্যের কিরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব?" একজন বললেন, হয়তো সূর্য্যের একটা অংশ ছিট্‌কে বাহির হ'য়ে আসবে। যেমন পৃথিবী-আদি সূর্য্য থেকে ছিট্‌কে বাহির হয়েছে। শাক্যদা বললেন, সূর্য্যের একপার্শ্বে খানিকটা আকর্ষণের ফলে ফুলে উঠবে, আর একপাশ hollow হ'য়ে পড়বে, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই-ই অসম্ভব। সূর্য্য থেকে পৃথিবী-আদি যেমন ছিট্‌কে বেরিয়েছে, গ্রহগণের আকর্ষণের ফলে সূর্য্য থেকে তেমন কিছু বেরোন সম্ভব নয়। গ্রহগুলির সমবেত আকর্ষণ অপেক্ষা সূর্য্যের আকর্ষণ-শক্তি অত্যধিক, তাদের আকর্ষণে সূর্য্যে কোনও perceptible change ঘটাতেই পারে না। তাই ছিট্‌কে বেরিয়ে আসা দূরের কথা—এক side-এ আকর্ষণ ক'রে ফুলিয়ে তুলতেও পারে না! যেখানেই সূর্য্যের উপর আকর্ষণ করুক, টান একপাশের একস্থানে পড়বে না, সেটা পড়বে সূর্য্যের নিজ মধ্যস্থ আকর্ষণ কেন্দ্রে। আর, সূর্য্যের ঐ centre-এ এত শক্তি যে planet-দের আকর্ষণে সেখানে কিছু করতে পারে না। তবে সূর্য্যে change হয়, সৌরকলঙ্ক হয়, সে-সব planet-এর action নয়, সেটা সূর্য্যের—যে-সূর্য্য তারই action-এর ফলে। আর, পৃথিবী-আদি সূর্য্য থেকে ছিট্‌কে বেরিয়েছে কেমন ক'রে জানেন? সূর্য্য তার সূর্য্যের দিকে আকর্ষিত হ'য়ে ছুটে যেতে-যেতে repulsed হ'য়ে যখন ফেরে, সেই সময় সেই repulsion-এর ফলে সূর্য্য থেকে খানিক ছিট্‌কে বেরুতে

পারে। সূর্য্যের সৃষ্ট যারা, সূর্য্যের আকর্ষণে তার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা'রা সূর্য্যে যেন ঝুলছে; তাদের আকর্ষণে সূর্য্যের কিছু হয় না। তবে planet-দের নিজের-নিজের সংস্থান পরিবর্ত্তন-হেতু সময়-সময় planet-এর মধ্যে যে প্রাকৃতিক change ঘটে—ঝড়-ঝাপ্‌টা, ভূমিকম্প, বৃষ্টি ইত্যাদি সেরূপ ঘটতে পারে; কিন্তু সূর্য্যের উপর planet-দের action-এর ফলে সূর্য্যের পরিবর্ত্তন ও তদ্দ্বারা পৃথিবীতে কিছু ঘটার কারণ নাই বর্ত্তমানে।

ভক্তগণের মধ্যে pre-destination ও free-will নিয়ে তর্ক হ'চ্ছে। Pre-destination-ই সব—একজন বলছেন free-will-এর অবসর নেই, যা' free-will বলছো, তাও pre-destined; আর একজন বলছেন, pre-destination-এ কিছু নাই—আমিই ব্রহ্ম, সবই আমার free-will; আমার ইচ্ছাকে আবার pre-destined করবে কে? যদি pre-destined ক'রে থাকি সেও আমি আমার free-will দ্বারা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা দু'টো নিয়ে মারামারি হ'চ্ছে খালি। ও-দু'টো কথার মূলে আছে জীব ও ভগবান্ পৃথক এই idea যতক্ষণ, ভগবান্ একজন আছেন, আর জীব তাঁর দ্বারা চালিত হ'চ্ছে,—এই idea ততক্ষণ। যখন জীব-ব্রহ্ম এক বোধ, তখন ও-দু'টো নাই, যা'-ই বলেন ওর একটা আছে। জীব-ব্রহ্মে ভেদ রেখে জীবের ইচ্ছাটুকু আলাদা ধ'রে চলা হ'চ্ছে free-will, আর যেটা জৈব-ইচ্ছা দ্বারা rule করতে পারে না তাকে বলছে ভগবৎ-ইচ্ছা বা pre-destination. ফলকথা হচ্ছে, জীব তার ইচ্ছা যতদূর চালাতে পারছে তাকে বলছে free-will, আর যেখানে পারছে না তাকে বলছে pre-destination. তত্ত্বতঃ একই মাত্র ইচ্ছাশক্তি, আর তারই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। তাকে free-will বলুন আর ভগবৎ-ইচ্ছাই বলুন।

৮ই নভেম্বর, ১৯১৯—গত রাত্রে স্থানবিশেষের ভক্তগণের একান্ত আগ্রহের জন্য তিনি সেখানে যান। আবার ঐ রাত্রেই ফিরে আসেন। আমি ও গো.....বাবু তাঁর সঙ্গে সেখানে হ'তে রওনা হ'য়ে আজ প্রাতে আশ্রমে পৌঁছেছি। সন্ধ্যাবেলা ভক্তগণ তাঁর নিকট ব'সে আছেন। নানারূপ কথা হ'চ্ছে। কর্ম্মের কথা উঠলো। বললেন, "ব'সে থাকার চেয়ে যে-কোন কাজ করা ভাল, অশ্বিনীদা কী বলেন?"

আমি—ব'সে-ব'সে আল্‌সে হওয়ার চেয়ে চুরি করাও ভাল, তাতে নড়াচড়া করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তা' ঠিকই।

তারপর ভক্তগণের নানারূপ ব্যবসা-বাণিজ্যাদি কর্ম্মের কথা হচ্ছে। আমি মনে-মনে ভাবছি, কর্ম্ম যে করবে তাতে আঁট বাঁধবে কেন? মৃত্যুভয় ব'লে একটা জিনিস আছে, সেটা সর্ব্বদা মনে যদি থাকে, তাহ'লে আর ও-সব কর্ম্মে আঁট বাঁধে কই? মরবার কথা ভুলে থাকে ব'লেই যত কর্ম্ম করে, মনে থাকলেও যদি কর্ম্ম করা যায় তবে তো হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর অমনি বললেন—অশ্বিনীদা, regular সাধন যে করে তার আর মৃত্যুভয় থাকে না। সে জীবন্তে ম'রে দেখে, death point এত বেশী দূর নয় যে কিছুকাল regular সাধন করলে তাহা না feel করা যায়। কিন্তু যে তাহা একবার feel ক'রেই আবার সাধন ছেড়ে দেয় তারও কিন্তু অসুখে ভুগে মরতে হয়। আর, যে তা' feel ক'রেও regular সাধন করতে থাকে, তার শরীরধ্বংসকারী অসুখ হ'লে ইচ্ছায় মনকে শরীর থেকে তুলে নিয়ে death point সহজে pass করে; বড় একটা কষ্ট পায় না—অভ্যাস রাখতে হয়। তবে একবারও যে জীবন্তে তা' feel করছে সেও রোগে ভুগতে-ভুগতে সেই point-এর কাছে গেলে তার সেই সংস্কার জেগে ওঠে এবং সেও তখন তাতে concentrate ক'রে ভাল idea-তে absorbed হ'য়ে (যথা সদ্‌গুরুধ্যান ইত্যাদি) দেহত্যাগ করে; ফলে সদগতি হয়। আর, যার অভ্যাস আছে, সে তো কতবার death point অনুভব ক'রে ফিরে আসছে, সে অসুখে বেশী ভোগে না; সে-রকম দেখলে তো ঐ point-এ concentrate ক'রে সদ্‌গুরুর ধ্যানে absorbed হ'য়ে শরীর ছাড়লে। Death-টা হচ্ছে কর্ম্মসংস্কারগত একটা idea-তে বেশী absorbed হ'য়ে এই ব্যক্তিত্ববোধ হারান। এই 'আমি অশ্বিনী' রূপে যে আমিত্ব-বোধ এর সঙ্গে সম্বন্ধরাহিত্য, এই আমিত্বের সঙ্গে যে connecting links আছে তাহা cut off হয়ে যায়। যে idea-টা তৎকালে predominant থাকে তাতে absorbed হয়ে যেন তাহাই আমি—এইভাবে তন্ময় হয়ে এই আমিত্বকে বিস্মৃত হওয়া। একপ্রকার

লয় আর কি! সাধকেরও লয় বহুবার ঘটবার মত হয়, উচ্চ-উচ্চ ধামে (plane-এ) যখন গতি হয়, তখন তাতে absorbed হয়ে লয় হয়। যে যত তীব্র সাধক, সে লয় তত রক্ষা ক'রে-ক'রে উচ্চ হতে উচ্চতর লোকে যায়। আর, যেখানে গিয়ে লয় এসে যায়, সেই তার খতম।

আমি—সাধকের তাহ'লে তো আমিত্ব বজায় রাখতে হয়। কোনও plane-এর অনুভূতির সঙ্গেই তো একেবারে identified, absorbed হয়ে যাওয়া ভাল নয়! আবার, আমিত্ব তো অহঙ্কার, তাহাও তো থাকা ভাল নয় শুনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটু আমিত্ব তো রাখতেই হয়, নইলে absorbed হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তবে সে খুব সূক্ষ্ম আমি, সাধারণতঃ অহঙ্কার বললে যা' বোঝায় তা' নয়, তাতে সে-ভাব নাই। খুব সূক্ষ্ম আমি, সেটা সন্তান-আমি, দাস-আমি ইত্যাদি পাকা-আমি। স্ফীত অহঙ্কারের কাঁচা আমি নয়। যে-সাধক যত উচ্চলোকে গতি ক'রে আমিত্ব বজায় রেখে ফিরে এসেছে সে তত উচ্চলোকের খবর দিতে পারে। যেখানে গিয়ে আর ফিরতে পারে না, সেই তার খতম।

এইবার কথায়-কথায় তাঁর নিজের সাধনকালের কথা উঠেছে। বললেন—"দেখুন, আমি কোনওকালে নির্জ্জনে—লোকালয় হতে দূরে, লোক-সমাজ ত্যাগ ক'রে একাদিক্রমে সাধন-ভজন করি নাই, অনন্ত তা' করেছে। লোকজনের মধ্যে, কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে সাধনে বিঘ্ন জন্মায় ব'লে সে নির্জ্জনে সাধন করত। আমার প্রকৃতি হলো অন্যরূপ। আমিও ঐ-সমস্তকে সাধন-বিঘ্ন ব'লে মনে করতাম বটে, কিন্তু অমনি মনে হ'ত, ঐ-সব disturbance তাহ'লে আমাকে পরাজিত করলে। আমি ওদের থেকে দূরে পালিয়ে সাধন করতে যাব? তা' যাব না। I shall fight out these disturbances. এর মধ্যেই সাধন চালাব। আর, তাই করতাম এবং যেই ঐ মনে হওয়া আর এত শক্তি মনে আসে যে কোনটাতেই বিরক্ত করতে পারত না। সর্ব্বদাই সর্ব্বকষ্টের মধ্যেই সাধন চলছে, নাম-ধ্যানাদি চলছে। লোকের সঙ্গে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম করা যায় তার একটা স্মৃতি এসে সাধনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে দেখে যেই সে-কাজ বা কথা শেষ হওয়া, অমনি মনে করা যেত

এখানেই এর শেষ, কোনও স্মৃতি যেন মনে না থাকে। সত্য-সত্যই তাই হত, মনে একটুও স্মৃতি থাকতো না। অনেক ক'রে কেউ মনে ক'রে দিলে বহু চেষ্টায় তবে কোন স্মৃতি উদ্দীপিত হত। নইলে আপনা-আপনি কোন স্মৃতি এসে বিরক্ত করবার জো ছিল না। ডাক্তারী করতাম, রোগী দেখতে যাচ্ছি, পথে চলেছি, নাম ও ধ্যান-সহ দেখাশুনা, অনুভূতি হ'তে হ'তে যাচ্ছি। রোগীর বুকে stethescope লাগিয়ে শুন্‌ছি, heart বা lungs-এর sound পাই না। পাই—যেন নাম হচ্ছে, শুন্‌ছি তো কতক্ষণ তাই শুন্‌ছি। হাত দেখছি, নামের বিট দিচ্ছে এইরূপ। মন সর্ব্বদাই একমুখী হ'য়ে থাকতো। যেন টেনে নামিয়ে বাইরের কাজ করা হ'ত, আবার যথাস্থানে আপনি চ'লে যেত। রোগী দেখে এসে বসেছি—ওষুধ দেবার কথা ভুলে গেছি! একজন বললে—বাবু ওষুধ, অমনি মনে হ'লো—তাইতো, ওষুধ দিতে হবে।

"আর যেই মনে হওয়া, অমনি ভেসে উঠলো একটা ওষুধ বা একটা prescription; তা' ভেবে-চিন্তে ঠিক করতে হ'ত না—যেন আপনি ভেসে উঠতো। বোধহয় মানুষের মস্তিষ্কে অভ্যাসের ঝোঁকই অমনতর ক'রে থাকে। মনে হয়, রোগের লক্ষণগুলিই আমার অভ্যস্ত practice-এর ঝোঁককে অমনতর un-accountable glimpse-এর ভেতর-দিয়ে অমনি ক'রে তুলতো। অমনি ক'রে সেই ওষুধ দেওয়া আর রোগী সারা—এরূপ হ'ত। আবার কখনও-কখনও ভুলে ওষুধ বেশী দেওয়া হয়ে যেত। হয়তো যার একটা ওষুধ পাঁচ গ্রেণ বা এক ডোজ দেওয়া দরকার, তার হয়তো ১০ গ্রেণ বা দুই ডোজ দিয়ে ফেলা হত। কিন্তু পরমপিতা যাতে ঐ ওষুধ অতিরিক্ত ব্যবহার না হয় তা' guard করতেন। এমন ঘটত, সে অতিরিক্তটা খাওয়া হ'ত না। হয় ছেলেরা ফেলে দিলে, না-হয় প'ড়ে গেল বা আর কিছু হলো। যেটুকু দরকার ঠিক সেইটুকুই রোগীর খাওয়া হ'ত, পরমপিতার এরূপ দয়ায় মোহিত হয়ে যেতাম। এ-সব হিসাবে ঠাওর পেলেও ধরা কঠিন।"

পরে কথায়-কথায় ফটো বা মূর্ত্তি-ধ্যানের কথা উঠলো। বললেন—"ফটো বা মূর্ত্তি তাহাই ধ্যেয়, যাহা যাঁহার ছবি তাঁহার পরমপুরুষের সহিত সংযুক্ত থাকা অবস্থার ছবি। ফটো তোলা বা তাহা ধ্যান করা মানে সেই মনের একটা

position-এর ছবি তোলা ও তাহাই ধ্যান করা। কাজেই মনের সবচেয়ে highest অবস্থা—যৎকালে in communion with Supreme Being—সে অবস্থার ফটো লওয়া বা ধ্যান করা ভাল। তাতে ধ্যানীর মনও তদ্রূপ হবার সাহায্য পায়। নইলে যৎকালে সাধারণভাবে থাকা বা ফটো তোলাচ্ছি এই idea রেখে তোলান ফটো, তা' ধ্যান ক'রে খুব বেশী সাহায্য পাওয়া যায় না। যখন মনে হয়, যেন মাথার খুলি আলগা হয়ে অনন্তের সঙ্গে একত্ব বোধ হয় অর্থাৎ পরমপিতার সহিত যোগে থাকা হয়, সাধারণতঃ তদবস্থার ফটোই ধ্যেয়।

"তবে, যাঁদের being-টা Supreme Being-এ baylike disposed,—normal grand generalisation of knowledge যাঁদের মস্তিষ্ক-জগতের সহজ বীচি-অভিব্যক্তি;—নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানের পারম্পর্য্যের সমাহারে অনন্তস্পর্শী, তাঁদের কথা আলাদা। তাঁদের প্রতিব্যাপারের প্রতি অঙ্গভঙ্গী, প্রতিপদক্ষেপের সহিত সেই মার্কামারা Supreme-এর তক্‌মা লাগাই থাকে। তাঁদের যে-কোন-কিছুতেই আসক্তি ও চিন্তা মানুষকে ক্রমনিয়ন্ত্রণে অনন্তস্পর্শী ক'রে তুলতে পারে।

"আর দেখুন, যার পরমপিতার সহিত communion established হয় নি এরূপ সাধকের ফটো ধ্যান করলে তার ক্ষতি করা হয়, টেনে নামান হয়। তাইতেই একটু-আধটু সাধনে অগ্রসর হয়েই গুরুগিরি করা ভাল নয়। তাতে নিজেই নেমে যেতে হয়। যদি অন্য ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করতে দিয়েও গুরুগিরি চালায় তাতেও ক্ষতি। কারণ, যে-ই গুরু হয় তার ছবি directly or indirectly তার শিষ্যের ধ্যানে আসবেই। অন্যমূর্ত্তি ধ্যান করতে দিলেও অমুক আমাকে এই মূর্ত্তি-ধ্যান দিয়েছেন ইত্যাদি রূপে ধ্যানকালে চিন্তা ও পরখ করা হেতু ঐ গুরুমূর্তি ধ্যানে আসাই স্বাভাবিক। অন্ততঃ নাম ও ইষ্টমূর্ত্তির মাঝে ঐ গুরুমূর্ত্তি-ধ্যান যেন ছায়ামূর্ত্তিস্বরূপ খাড়া হয়ে শিষ্যের ধ্যানে আসবে। তাইতেই তো গুরুগিরি করা বড় শক্ত ও খারাপ।

"তবে যারা সদ্‌গুরুর আদেশে অর্থাৎ যাঁর communion with Supreme Being established হয়েছে তাঁরই আদেশে তাঁকে দীক্ষা

গ্রহণকারীর অন্তরে প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁর দিকে একটা charming inclination-এর ঝোঁককে excite ক'রে বেশ ক-রে বুঝিয়ে দিয়ে—যে, সেই সদ্‌গুরুই ঐ দীক্ষাগ্রহণকারীর গুরু, আর দীক্ষাদাতা বড় গুরুভ্রাতা ছাড়া কিছুই নয়, এমন-কি কর্ম্মবিপর্য্যয়ে তিনি অর্থাৎ ঐ দীক্ষাদাতা যদি গুরু হতে স'রে যান, তাহ'লেও ঐ দীক্ষাগ্রহণকারীর কোনপ্রকার বিচলিত করতে না পারে এমনতরভাবে দীক্ষা দেন, তাদের কতক রক্ষা। কিন্তু যারা নিজেই গুরুগিরি করে তারা আরও অধঃপাতে যায়। শিষ্যের দোষাদি গুরুতে সংক্রমিত হয় এবং গুরুর গুণ থাকলে তাহা শিষ্যে যায়। কাজেই, গুরুকে কতকটা সাধক হিসাবে দুর্ব্বল হতে হয় বুঝেনই। ব্রাহ্মণ জাতটা অধঃপাতে যাবার—নিজ আদর্শে বা গুরুতে অটুট ও আপ্রাণ না হয়ে এই গুরুগিরি একধার থেকে ক'রে যাওয়াও একটা কারণ।''

ডাক্তার গোকুলবাবু ও আমি দুজনে নিদ্রা কী, কেমন ক'রে এবং কেন উহা হয়, নিদ্রিত অবস্থায় এ-চৈতন্য থাকে না কেন ইত্যাদি আলোচনা করছি। এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন—''চলুন, ঐ-ঘরে ঐ-কথা বলিগে।'' সকলে তাঁর শয়ন-ঘরে এলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—''মানুষের শরীরে যে-সকল cell আছে তাদের through দিয়ে সদাই চৈতন্যধারা প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু ঐ cells বিশেষ-বিশেষ কারণবশতঃ সময়-সময় চৈতন্য-ধারাকে সেইরূপভাবে ধারণ ক'রে রাখতে পারে না যে-ভাবকে জাগ্রত অবস্থা বলা যায়। যখন cell-এর ঐরূপ অক্ষমতা জন্মে অর্থাৎ ঐ-ভাবে spirit current-এর action receive করে না, তখন যে-অবস্থা হয় তাকে নিদ্রা বলে। Cell-গুলি নানা কারণে fatigued থাকে ব'লে, spirit current নিতে পারে না। যেমন, বাইরে যখন খুব আলোকাদি থাকে, সূর্য্য-কিরণ থাকে,—তখন তারা বাহির হতে stimulus পেয়ে যে-অবস্থায় থাকে, তার অভাব হ'লে তা' থাকে না, তাই রাত্রে ও বৃষ্টিবাদলার দিনে নিদ্রা বোধ হয়।

''আবার, শরীরের অংশ-বিশেষের cell-গুলি দরকার মত বেশী current receive করলে অন্য part-এর (brain-আদির) receive করা কম পড়ে,

তাতেও নিদ্রা হয়; যেমন আহারান্তে ঘুম পায়। তখন stomach loaded হয়। সেখানে current-এর কাজ বেশী হয়, brain-আদি অন্য part-এ কম পড়ে। শরীরের একাঙ্গ বেশী চালনা করলে বা বেশী পরিশ্রমাদি ক'রে চৈতন্য-ধারার নিয়মিত প্রবাহকে স্থান-বিশেষে বা অল্প সময়ে অধিকখানি প্রবাহ করানোর ফলেও ক্লান্তি ও নিদ্রা উপস্থিত হয়। কিন্তু এর আবার একটা limit আছে। যেমন ভরা পেটে হয়, তেমনি খিদে পেয়েও ঘুম পায়। কিন্তু বেশী খেয়ে পেটে irritation হ'লে আবার ঘুম হয় না। একটা বিশেষ point আছে, যে-অবস্থায় হয় নিদ্রা, আবার তার কম বা বেশী হ'লে হয় অনিদ্রা।"

জিজ্ঞাসা করলাম—এই আমি, দেহাত্মবোধের আমি, তাহ'লে cell-এর current receive করার কম-বেশীতে ঘুমায়; in other words দেহটা ঘুমায়, কিন্তু তাতে জীবের চৈতন্য যে আমি—আত্মা-আমি—তার তো অচেতন অবস্থা হ'তে পারে না। কারণ, আত্মা তো জড় cell-এর action-এর ফল নয়; তবে আমি অর্থাৎ আত্মা ঘুমের সময় হতচৈতন্য মত থাকে কেন? গাঢ় নিদ্রার সময় কেমন থাকি তাহা মনে থাকে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা-আমি তো ঘুমাই না। তার তো অবস্থান্তর হয় না। সাধারণতঃ দেহী-আমি, দেহ-সংযুক্ত যে আমি-ভাব তারই অবস্থান্তর হয়। যে দেহাতিরিক্ত আত্মা-আমি ইহা অনুভব করতে পারে তার আর ঘুম কি? সে সদাই জাগ্রত। এই পৃথিবীতে সে নিদ্রিত হ'লে অন্য world-এ সে জাগ্রত;—তার অচৈতন্য-ভাব নাই—সদা-চেতন। কেমন হয়, এখানে চোখ বুঁজে ঘুমানোর মত হলাম; কিন্তু আর-এক world-এ আর-এক plane-এ জেগে উঠলো; সেখানে সেখানকার ভাবে জেগেই আছি। ঘুমের সময় আমি থাকি না তা' নয়; আত্মা তো থাকেই! তবে কি জানেন? যেভাবে spirit current দেহের cell-এর দ্বারা recorded হ'লে দেহী-আমি জাগ্রত ব'লে বোধ করে, সেভাবে নিদ্রাকালে cell-রা record রাখতে পারে না ব'লে জাগ্রতের ন্যায় সেভাবে বোধ করে না এবং তার ঠিক স্মৃতি থাকে না। জগতের সঙ্গে দেহী-আমির তুলনা ক'রে আর বাইরের stimulus নিয়ে cells-সব যেভাবে কাজ ক'রে যে record রাখে, তার ফলস্বরূপ দেহীর জ্ঞান-বিশেষকে জাগ্রত আমি

বলছেন এবং ঐ ভাবের অভাবকে নিদ্রিত-আমি বলছেন—এইটাই দেহী-আমির ভাব। দেহের মধ্য-দিয়ে দেহে যুক্তভাবে আমিত্ব-জ্ঞানের কথা। এই দেহী-আমি বোধ cell-এর বিশেষ-বিশেষ action-এর উপর dependent বটে, কিন্তু শুদ্ধ সত্তা—চৈতন্যরূপী আমি কিছুর উপর dependent নয়। সেই আমিই প্রকৃত আমি; কিন্তু সে-আমি অনুভব করে কয়জন! তার হিসাবে ঘুমানো-জাগা নাই! তার সুষুপ্তি হ'চ্ছে মহাপ্রলয়ে—সেটাও দেহী-আমির ঘুমের ন্যায় নয়—তাকে অব্যক্ত বলা যায়।

১৫ই নভেম্বর, শনিবার, ১৯১৯—প্রাতে বিরাজদা ও আমি আশ্রমে পৌঁছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে পিসিমার কথা উঠেছে, তিনি নাকি খুব কীর্ত্তনকালে একদা জ....কে জিজ্ঞাসা করায়...এঁর সম্বন্ধে বলছেন—"সে ভগবানও নয়, তাঁর অংশও নয়, জীবোদ্ধারকারী গুরু। ভগবৎ-শক্তির বিকাশ আর কোথাও নাই, এখানে—এক আমাতেই, একাধারেই,—মাত্র একাধারেই পূর্ণ লীলা।"

এই কথা শুনে হাসছেন এবং বলছেন—'জ তা' বলেছেন ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না। তা' কখন হতে পারে না। যিনি এতকাল সাধন ক'রে এলেন, তিনি এতটুকু অনুভূতি পান নাই যে যদ্দ্বারা আর কোথাও কিছু নাই, ভগবানের বিকাশ আর কোথাও নাই—কেবল এক স্থলে, এরূপ ভ্রমাত্মক ভাব যায় নাই, ইহা হ'তেই পারে না। ওই অনুভূতি হ'লে ও-রূপ কথা বলা যায় না। সর্ব্বঘটে তাঁর বিকাশ প্রত্যক্ষ হয়। সব তিনি বা সব আমি বোধ হয়। কেবল প্রকাশের কম-বেশী মাত্র। কাজেই, কোথাও কিছু নাই, একাধারে পূর্ণবিকাশ ও-সব কথা হ'তে পারে না। আর, যদি কোথাও জীব-উদ্ধারকারীর গুরুশক্তি দেখা যায়, তবে সেথায় ভগবানের বিশেষ প্রকাশ না ব'লে কী বলা যায়? যাক, তাঁর নাম দিয়ে যা'-তা' ব'লে বেড়ান ভাল নয়। তিনি ও-রূপ বলছেন বললে বলতে হয়—তাঁর তাহ'লে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

"আমার কস্মিন্‌কালেও ও-রূপ বোধ হয় নাই। আমার মনে হয়, সকলটাতেই আমি—সবটাতেই আমি—কাকেও বাদ দিয়ে নয়—সবাই আমি—তবে, তারা ভুলে গেছে যে তারাও আমি—এই মনে হয়।"

রাত্রে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "দেখুন, যার কথা যখন বেশী বলি, যার প্রতি

যখন বেশী আমার লক্ষ্য—বাইরে থেকে এইরূপ দেখেন, তার জানবেন তখন বেশী necessity, তাই তার দিকে অত দৃষ্টি। আর, যার কোনও necessity নাই, তার প্রতি লক্ষ্য নাই। যত যার necessity or risk ক'মে আসবে, তত তার কথা আমার মুখে কম শুনতে পাবেন। তবে এ-ও একটা limited circle-এর মধ্যে যারা আসেন তাদের সম্বন্ধে। আর, যাদের কোন impulse পাই না তাদের জন্য ওরূপ হয় না। আবার, যে আমার প্রতি এতখানি attached যেন আমার অঙ্গীভূত, আমার wishes-গুলি তার wishes—তার জন্যও হয় না, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি wish ও will মাফিক like inclination-এ চালিত হয়। আর, এমনতর যে শুধু আমারই হয় তা' নয়কো। প্রত্যেক মানুষেরই হয়।''

১০ই মাঘ, শনিবার—রাত্রি নয়টার সময় হিমাইতপুর আশ্রমে পৌঁছিলাম, সঙ্গে সুরেন। সুরেনের ব্যবসাদি-সম্বন্ধে অনেক কথা হ'লো। তার সারমর্ম্ম হ'চ্ছে, যদি সবই ঠাকুরের, সবই তিনি করাচ্ছেন বল, তবে হাসিমুখে সমস্ত সহ্য ক'রে যাও,—আর পারি না, সহ্য হয় না বলিও না। আর, যদি তা' না বল, তবে সবাই যেমন বুদ্ধি ক'রে চলে তেমনি হিসাব ক'রে চলো।

১১ই মাঘ, রবিবার—কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সব position-এরই একটা যেন magnetism আছে, আর তাতে sympathy ক'রে attention দিলে সেরূপ ভাবদ্বারা আক্রান্ত হ'তে হয়। যেমন শিশু, যে কোনও বাক্যের অর্থ বোঝে না, তার কাছে গিয়ে মুখে বেদনাব্যঞ্জক ভাব-সহকারে 'আহা', 'আহা', বললে সে তাতে আক্রান্ত হ'য়ে কেঁদে ফেলে। আবার বললেন—কর্ম্মফল, দৈব, এও সত্য, আবার চেষ্টা দ্বারা তাহা খণ্ডন এও সত্য, pre-destination-ও সত্য, free-will-ও সত্য। দেখুন, ব্রহ্ম নিজে কতকগুলি ভাবে ক্রমে আক্রান্ত হ'য়ে তজ্জাত কর্ম্ম-সমষ্টি, ভাব-সমষ্টি রূপে এই অশ্বিনীদা হ'য়ে আছেন। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসংস্কার আপনার ভেতর দৈব বা pre-destination-রূপে রয়েছে—সময় হলে তা' প্রকাশ পায় এবং পাচ্ছে। কিন্তু পুরুষকার বা free-will-ও আছে যদ্দ্বারা ঐ পূর্ব্বসংস্কারজাত কর্ম্মকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন—যাতে তাহা বন্ধনের কারণ না হ'য়ে

মুক্তির কারণ হয়। পূর্ব্বকৃত যেমন কর্ম্মফল বা দৈব বা অদৃষ্ট, pre-destination, যাহাই বলুন তাহা আপনার এমন রয়েছে যে, আপনাকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে। এখন আপনি (নিজে পারেন ভালই বা কারো সহায়ে) আপনাকে এমন ক'রে নিজের চেষ্টা দ্বারা, free-will দ্বারা, সাধনরূপ কর্ম্মের দ্বারা গ'ড়ে তুললেন যে সর্ব্বস্বান্ত হ'লেন বটে কিন্তু তদ্দ্বারা আরও গরীয়ান হ'য়ে উঠলেন—তীব্র বৈরাগ্য স্থায়ী হ'য়ে অভয়পদ পেলেন। সর্ব্বস্বান্ত হবার দরুন কোনও কষ্টই হ'লো না, বরং তদ্দ্বারা জীবন্মুক্তির আস্বাদন পেলেন। আর, যদি free-will বা চেষ্টা-সাধনাদি দ্বারা তা' না করেন, তবে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে দুঃখে অধীর হ'লেন এবং ঐ দুঃখ আর না পাই, সুখ যেন পাই ইত্যাদি আরও বাসনা বা সংস্কার সৃষ্টি করলেন। ক্রমে আরও কর্ম্ম-জালে জড়িয়ে পুনঃ-পুনঃ জন্ম-মৃত্যুকে বরণ করার পথ সুগম করতে লাগলেন। তাহ'লেই দেখুন, দৈব বা pre-destined যা' আছে তাকে নিজ চেষ্টা দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়—যদ্দ্বারা প্রকৃতিকে বশ ক'রে আপনি তার control-এর বাইরে গিয়ে জীবন্মুক্ত হ'তে পারেন বা ঐ একই pre-destined কাজের দ্বারা তাকে সাধনাদি দ্বারা মুক্তিমুখী ক'রে নিয়ন্ত্রিত না করলে, প্রকৃতির বশে থেকে পুনঃ-পুনঃ সুখ-দুঃখ ভোগ ক'রে থাকতে পারেন।

১২ই মাঘ, সোমবার—আজ সরস্বতী পূজা; সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সকাল-সকাল স্নান ক'রে মা সরস্বতীর অঞ্জলি দেন গিয়ে।

আমি বললাম—আর পূজা করতে বড় ইচ্ছা হয় না। আর কাকে, কোন্ দেবতাকেই বা পূজা করতে যাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে লাগলেন। কিয়ৎকাল পরে নিজেও অঞ্জলি দেবেন এবং আমাদেরও দেওয়াবেন ব'লে নাইতে চললেন।

আমি বললাম—ওটা কি লোকাচার রক্ষা? বাউলদের কথায় আছে—

লোক-মধ্যে লোকাচার।
সদ্‌গুরুর পাশে একাচার।।

শ্রীশ্রীঠাকুর—"কথাটা মিথ্যা নয়, লোকাচারই রক্ষা কতকটা! যাতে নিজের ক্ষতি নাই, কিন্তু সমাজের লোকের, নিম্নাধিকারী লোকের মঙ্গল, এরূপ

লোকাচার বা সমাজধর্ম্ম মানাই ভাল। সকলে তো উচ্চতত্ত্ব বোঝে না, কিন্তু যারা বোঝে তারা সকলে অনাবশ্যক বোধে যদি হঠাৎ সব বাহ্যপূজাদি ছেড়ে দেয়, নীচের লোকেরাও তাহ'লে দেখাদেখি ছেড়ে দেবে, কিন্তু উচ্চতত্ত্ব বুঝতে ও ধারণা করতে পারবে না, কাজেই তাদের ক্ষতি হবে।

"প্রকৃত সরস্বতী-পূজা হ'চ্ছে ভজন। অনাহত সদাবিরাজিত শব্দ-ধারা যাহা সাধন-ফলে নিজ অভ্যন্তরে জাগরিত হয় এবং শ্রুত হয় তাতে প্রক্রিয়াবিশেষ যোগে মনোনিবেশ করাকে ভজন কহে। আজ বাইরে বৈখরী শব্দযোগে গীতবাদ্যাদি এবং ভজনযোগে খুব অভ্যন্তরস্থ শব্দে মনোনিবেশ করাই সেই পরাবাক্ বা পরশব্দরূপিণী সরস্বতীর পূজা। কিন্তু সকলে তো এ বোঝে না এবং জানে না—তাদের অধম হলেও বাহ্যপূজা করা বাদ নয়।

অতঃপর স্নানাদি ক'রে আমি ও শ্রীশ্রীঠাকুর অঞ্জলি দিতে গেলাম। তাঁর জনৈক ভক্ত—অবিনাশদা হাসতে-হাসতে মন্ত্র আওড়াচ্ছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও তাই ব'লে অঞ্জলি দিচ্ছেন। তাঁর একটু পশ্চাতে আমিও পুষ্পাঞ্জলিহস্তে হাঁটু গাড়িয়া ব'সে আছি। কিন্তু ও-মন্ত্র কি পড়বো, মনে-মনে মহামন্ত্র—তাঁর আদি ধ্বন্যাত্মক নাম বলিতেছি মাত্র। আর, ভাবিতেছি অঞ্জলি দেব কোথায়! সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা ভবভয়হারী—যিনি পরাবাক্ সরস্বতীরও জনক, যাঁহা হ'তে শব্দব্রহ্মরূপিণী সরস্বতীর উৎপত্তি সেই আদি পুরাণপুরুষ পরমপিতার যে নরবিগ্রহ আবির্ভূত সেই বিগ্রহ-চরণে—না ঘটাধিষ্ঠিতা দেবীর চরণে। কিন্তু দেখিতেছি স্বয়ং তিনি তো লোকধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম পালনার্থে ঘটেই অঞ্জলি দিচ্ছেন এবং তাঁর আজ্ঞাই শিরোধার্য্য। তাই সেই রাতুল-চরণে অঞ্জলি দেবার লোভ সম্বরণ ক'রে ঘটেই অঞ্জলি দিলাম।

এই কথাগুলি একান্তে ব'সে লিখতেছি, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সহসা এসে আমার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে গলা জড়িয়ে ধ'রে গান ক'রে বললেন—

"দে তুলে দে পাল।
দেখবি, দয়াল আজি দয়া ক'রে
ধরবে এসে হাল।"

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তারপর অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে ফিরে আশ্রমে আসতেছি। বললেন—"আর সকলকে আপনি মন্ত্র পড়িয়ে অঞ্জলি দেওয়ান; আপনাকেই আজ পুরোহিত-পদে পাকাপাকি সায়েত করিয়ে দিই; ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত যজিয়ে দেন আজ!" তারপর কিশোরীদা, বিরাজদা, যোগেন সরকার, যতীন, সুরেন প্রভৃতি ১২।১৪ জন স্নানান্তে এলে তাঁর আদেশ-মত আমি মন্ত্র পড়লাম, তারা অঞ্জলি দিল। মনে-মনে ভাবছি, যদি পুরোহিত কর তবে তোমার রাতুল-চরণে যাতে জগৎবাসীকে অঞ্জলি দেওয়াতে পারি, সেইরূপ পুরোহিত এই অধমকে নিজ কৃপাবলে কর। আর, দেবদেবীর পূজার পুরোহিতগিরি করতে ইচ্ছা নাই। অহৈতুক কৃপাসিন্ধু, পতিতপাবন, তোমারই পূজার পুরোহিত যেন হই।

১৩ই চৈত্র, শুক্রবার—রাত্রে আমি ও সতীশ জোয়ার্দ্দার আশ্রমে পৌঁছিলাম। বহু ভিন্ন-ভিন্ন স্থানের ভক্তগণ উপস্থিত আছেন। নানা কথা হচ্ছে। কথাপ্রসঙ্গে লোকের দ্বারে-দ্বারে গিয়ে নামপ্রচার, দীক্ষাদান যাহা করা হ'চ্ছে তারই কথা উঠলো।

আমি—যেরূপ করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য মহৎ! ছলে-বলে-কলে-কৌশলে জীবকে নাম দিয়ে ভগবানমুখী করা মহৎ বটে, কিন্তু practically তাতে দোষ দাঁড়াচ্ছে এই যে, একে পাঁচ পয়সা ড্রামের ওষুধ তাও আবার যেচে বিনামূল্যে দেওয়ায় মানুষের তাতে বিশ্বাস দৃঢ় হ'চ্ছে না! একেবারে অনায়াসলব্ধ দ্রব্যের আদর কম হয়, তবে বহু আয়াসসাধ্য হ'লেও লোকে ভয়ে অগ্রসর হয় না। তাই অল্পায়াসসাধ্য ক'রে মধ্যপন্থা ধ'রে দেওয়া ভাল মনে হয়। কিন্তু শুনেই দীক্ষা নিতে বা কীর্ত্তনে ভাবোন্মাদ হ'য়ে temporary excitement বশে দীক্ষা নিতে চাইলেই দীক্ষা দিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাদের ঐ অনায়াসলব্ধ দীক্ষামন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে না এবং কিয়ৎকাল পরেই পতন ঘটে। তাদের বলা উচিত—'অমুক স্থানে যাও, নিজে দেখে-শুনে বুঝে নাও।' তারপর সে একটু আয়াস স্বীকার ক'রে সেখানে যাক্, সঙ্গ করুক, বিশেষ ক'রে বুঝুক—যতদূর পারে এবং দীক্ষা লউক। এই হ'লে মধ্যপন্থা ধরা হয় মনে করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর এতে সম্মতি জানালেন।

সতীশ জোয়ার্দ্দার বললে—রা . . . গোসাঁই ভাগবৎ-পাঠক, কীর্ত্তনকারী।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সে বলে, বাইরে আমার সব মালা-তিলক ছাপ এবং শ্রোতার মনোরঞ্জনার্থ যেরূপ দরকার সেইরূপ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা সব চালাব, যাতে অর্থোপার্জ্জনের বাধা না হয়; কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তোদের ভাব ধ'রে তোদের মতানুযায়ী সাধন করবো। এতে স্বীকৃত হ'য়ে দীক্ষা দিয়ে দাও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরূপ ভণ্ডামীর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। যেটা করবো সেটা মন-মুখ এক ক'রে, বাহ্য-অন্তর এক ক'রে করাই ভাল। কপটাচার বড় গর্হিত। কপটাচারী আবার ধর্ম্মের সাধন করবে কী? অত compromise ক'রে দীক্ষা-দানে কাজ নাই। সোজাসুজিভাবে এস—যদি বুঝ এটা ভাল, অনুষ্ঠেয়, তবে বাহ্য এবং ভেতর উভয়েরই আচরণ কর, নতুবা নয়।

ভাবোন্মত্ততার কথা হ'চ্ছে। আমি বলছি, ও-সব একপ্রকার উন্মাদ, স্থায়ী কিছু ওতে দেখি না। বিচারপরায়ণতা, জ্ঞান দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাব কিছুই নয়, এ ঠিক নয়। ভাব না হ'লে enjoy করা যায় না, ভাবেরও খুব দরকার, ভাবমুখী থাকাই আনন্দদায়ক। তবে জ্ঞানবিহীন ভাব সুবিধা নয়, স্থায়ী হয় না। তাই জ্ঞানের basis-এর উপর ভাবের তরঙ্গ খেললে ভাল। শুধু জ্ঞানও নীরস, শুধু ভাবও fickle... জ্ঞানযুক্ত ভাবে ভাবমুখী থাকা সুবিধা।

মুক্তি ও নির্ব্বাণের কথা হ'চ্ছে। বললেন, "লোকের ধারণা, মুক্ত হ'লে বুঝি ফুরিয়ে যাব, "নির্ব্বাণ' মানে বুঝি নিভে যাব—তা' নয়। অস্তিত্ব নাশ নয় বরং পরম অস্তিত্ব হ'য়ে থাকা। অস্তিত্ব নাশ হ'য়ে যাবে, কিছুই থাকবে না, সে তো annihilation—তা' কি কারও বাঞ্ছনীয় হতে পারে? তা' কি হয়? ক্ষুদ্র অস্তিত্ব হারিয়ে মহা অস্তিত্ব হ'য়ে থাকা। অস্তি-স্বরূপ, সত্তা-স্বরূপ হওয়া—সত্তার নাশ নয়। অজ্ঞানাভিভূত হওয়া বরং সত্তা-জ্ঞান হারান, কিন্তু যা' চরম জ্ঞান তাতে ও-রূপ হবে কি ক'রে। সে যে কিরূপ তা' কথায় ঠিক বলা যায় না। অস্তিত্বের-অনস্তিত্বের পার, সসীম-অসীমের পার, সান্ত-অনন্তের পার, ভাব-অভাবের পার, সর্ব্ববিধ relativity-র পার;—কথায় এইরূপ বলা যায়, কিন্তু তাই ব'লে অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের পার মনে করবেন না যে 'না-থাকা' বা ফুরিয়ে যাওয়া—নিভে যাওয়া।"

আবার কথা হ'চ্ছে। বললেন, "দেখুন, বিশ্বাস, faith মানে খালি মেনে নেওয়া, accept করা নয়। অনেকে তো এখানকার ভাব মেনে থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেকে মেনেছিল এবং মানে, তারা কিন্তু বিশ্বাসী নয়। যারা বিবেকানন্দের ন্যায় তনু-মন-জীবন সম্পূর্ণ উৎসর্গ ক'রে দিয়ে অনুসরণ করে, তাদেরই faith (বিশ্বাস) আছে বলা যায় অর্থাৎ যাদের acceptance with all energy হয় তারা—বাকী সব কেবল মাত্র admirer. বিশ্বাসী সম্পূর্ণ নির্ভর করে; অথবা যাতে সম্পূর্ণ নির্ভরতা আনে তাই faith. Accept করা এমন ক'রে যে তার জন্য জীবনপণ করতে পারে। আর, যারা ঐরূপভাবে accept ক'রে faith-এর সঙ্গে লয় তারা কেবল admire ক'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না। নিজ জীবনে সর্ব্বদা তাহার আচরণ অনুসরণ করে এবং জগৎকে তাহা করাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পড়ে এবং তারই জন্য পাগলের মত ছুটে বেড়ায়—প্রাণপণে চেষ্টা পায়। সে সত্য বিশ্বাস বলে যে লাভ করে তাতে সে সকলকে বিশ্বাস ব'লে উহা লাভ করতে আহ্বান না ক'রে থাকতে পারে না। ঐ বিশ্বাস যেন সংক্রামিত করতে চায় সকলের মধ্যে তদ্দ্বারা সত্যের অনুভূতি হবে ব'লে।

"কতকগুলি মানব থাকে, তারা বিশেষ-বিশেষ কর্ম্মের জন্য প্রেরিত। তারা সংসারে মগ্ন থাকলেও, মাঝে-মাঝে ভুলে থাকলেও, একেবারে চুপ ক'রে থাকতে পারে না, কিসের যেন প্রেরণা অনুভব করে এবং শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যে, বদ্ধভাবের মধ্যেও ঐ প্রেরণা, যেন বিশেষ একটা কিছু করবার আছে। এটা না ক'রে পারা যাবে না—ইহা অনুভব করে এবং ক'রে ফেলে। ঐ-সব লোক প্রেরিত, তাদের ঐ-ঐ কাজ না ক'রে ছাড়া নাই—করতেই হবে। তাদের life's mission-ই হ'চ্ছে ওই; তা' না হ'লে শরীর যাবে না এবং তা' হ'য়ে গেলেও শরীর বেশীদিন থাকে না; তারা সব সেখান থেকে ওর সনদ পেয়ে এসেছে। এখানে এসে কিয়ৎকাল ভুলে থাকলেও সনদ-দানকারী তা' থাকতে দেয় না। এমন প্রেরণা উপস্থিত হয় যে না ক'রে পারা যায় না। পরে যখন প্রেরণা বুঝে চলে তখন শীঘ্র-শীঘ্র তার mission fulfilled হ'য়ে আসে। যাদের ঐ-রূপ আছে তারা নিজেদের কাজের scope যতদিন fully বাড়িয়ে না নেয়, যতখানি তার করার কথা ততখানি বাড়িয়ে না নেয়, ততদিন সুবিধা

করতে পারে না। তারা যদি সংসারী হয় তবে তা' সংসারী-হিসাবেও নয়। যেই তা' নেয় অমনি চারিদিকে successful হয়। নানক জীবনে প্রথমে ভাল সংসারী হতে পারেন নাই, কিন্তু যেই scope বাড়িয়ে নিয়ে সকল মানবকে নিজ সংসারভুক্ত মনে করলেন অমনি সংসারী হিসাবে এবং পারমার্থিক হিসাবে উভয়তঃ successful (কৃতকার্য্য) হলেন!"

১৪ই চৈত্র, শনিবার—প্রাতে তাঁর নিকট ব'সে আছি। বলছি, উপনিষদ, বেদান্ত এবং সন্তমতের অনেক কথায় তো মিলই আছে দেখতে পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো বটেই, তা' তো ঠিক থাকবেই, ও-যে বিজ্ঞান—যেমন ক'রে যা' করতে হয় ঠিক তেমনি ক'রে তাই করলেই তা' পাওয়া যায়। আবার এই করার তারতম্য-মাফিক মানুষের realisation ও conception ইত্যাদির তফাৎ হ'য়ে দাঁড়ায় এইসব। তাহ'লেও ধরতেও পারা যায়, বুঝতেও পারা যায় ঠিক।

আমি—হাঁ, তাই বটে। ব্রহ্ম বলতে যদি সত্যলোকের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে কেহ বলে ইহাই ব্রহ্মপদ, বা ওঁ-কারকে কেহ চরম ব্রহ্মপদ বলে তাহ'লে বলবো সন্তমত তার উপরে; কিন্তু কেহ যদি বলে, সন্তমতের পরম-ধাম অনামী যাকে বলা হয়েছে—যাহা highest conception তাই আমি ব্রহ্ম বলতে বুঝি, তাহ'লে বলবো একই। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-রূপ ব্রহ্ম যাহা, Supreme cause তাহা এবং সন্তমতের অনামীপুরুষ একই।

কৃষ্ণভাই—কতকগুলি কথা "ব্রহ্ম", "অবাঙ্‌মনসগোচরম্", "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এরা এত general যে তদ্দ্বারা সাধারণতঃ সবাই যে একই তত্ত্বের একই অবস্থার নির্দ্দেশ করছেন, তা' বলা যায় না। ভিন্ন-ভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্মের ভিন্ন-ভিন্ন conception-যুক্ত ব্যবহার দৃষ্ট হয়। একটা অজ্ঞ ব্যক্তির বা অজ্ঞান শিশুর যাহা অবাঙ্‌মনসগোচর—আপনার তাহা নহে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—অস্য, কাহার জগতের? দেখুন, ওঁ-কার এই ভূ-র্ভুবঃ-স্বর্লোকের জন্মের কারণ—যার অস্যর idea ঐপর্যন্ত তার ওঁকারই আদি কারণ। যার তারও উপরে সত্যলোকাদি পর্যন্ত অস্যর idea, তার আদি কারণ ওঁ-কারেরও উপরে। ওঁ-কারের জনকরূপী অন্য নাদ তার পক্ষে "জন্মাদ্যস্যঃ যতঃ"। (অনেক উপনিষদ প্রণবকেই চরমতত্ত্ব বলেছে, আবার ধ্যানবিন্দু

উপনিষদ প্রণবস্যাগ্রং ইত্যাদি ব'লে, তারও উপরে আদি কারণ চরমতত্ত্ব ব'লে নির্দেশ করেছেন)। যেমন "পূর্ব্বপুরুষ" বললে বাপ, পিতামহ, ক্রমে বহু পুরুষ পর্যন্ত include করা যায়। যে-যাকে mean ক'রে বলে, তার পক্ষে পূর্ব্বপুরুষ সেই।

কথা হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "যত মত তত পথ" এটা সমন্বয়-জন্য বলা হয়েছে, ধর্ম্মদ্বন্দ্ব ঘুচাবার জন্য বলা। প্রকৃত প্রস্তাবে সব মতই কি equally true and leading to the same goal? তা' যদি হয় তবে সমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ উহা ব'লেও আবার একটা পন্থার উপর ঝোঁক দিয়েছেন কেন? যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ নারদীয় ভক্তিই বর্ত্তমানকালে শ্রেষ্ঠ পন্থা বলেছেন। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে স্থাপন করেছেন। তাহলেই তো পন্থার ইতরবিশেষ স্বীকার করা হ'লো।

আমি—আমার মনে হয়, 'যত মত তত পথ' এইভাবে বলা হয়েছে যে, নিজ-নিজ ইষ্টের সহিত একত্বানুভব করবার—নিজ ইষ্ট দর্শন করবার যত মত তত পথ। কিন্তু ইষ্টের ধারণার কম-বেশী থাকায় প্রত্যেক মতই চরম সত্যে পৌঁছিবার পক্ষে পথ না হ'তে পারে; যার চরম সত্যই ইষ্ট, তার পথই শ্রেষ্ঠ।

জনৈক ভক্ত—এ-কথা ঠিকই লাগছে।

আমি—তা' যদি হ'লো, তাহলে কেহ যদি চরম সত্য বলতে পরমপুরুষকে উদ্দেশ্য করে অথচ কোন নিম্নতর দেবতাবিশেষকে উপাসনা করে—যেমন কেহ যদি পরমতত্ত্বকে লক্ষ্য ক'রে পরমতত্ত্ব বলে, কোনও লোক (ধাম) বিশেষের presiding deity-কে ডাকে তবে তাহলে কি পরমতত্ত্ব লাভ করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাঁ, যদি প্রকৃত পরমতত্ত্বজ্ঞ গুরুর আশ্রয় পেয়ে থাকে।

আমি—ঠিক বুঝলাম না। সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছে ব'লেই পাবে তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেরূপ, গুরু যিনি সমস্ত পথের খবর রাখেন, তিনি শিষ্যকে ক্রমে-ক্রমে পরমতত্ত্ব সাধনের পন্থাই ধরিয়ে দেবেন; পরমতত্ত্ব মনে ক'রে তার চেয়ে lower truth-কে ধ'রে থাকতে দেবেন না। যেমন ওঁ, রং, ক্লীং

আদি পৃথক-পৃথক তত্ত্ব ও ঐ-ঐ তত্ত্বস্বরূপ পৃথক-পৃথক deity আছে—তিনি ওঁ ব'লে রং-তত্ত্বকে উপাসনা করতে দেখলে শিষ্যকে রং ব'লেই তত্ত্বকে উপাসনা করান। তত্ত্ব সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে ভেদ ভেঙ্গে দিয়ে যেটা ক'রে করতে হয়, তাই করান। ভুল নিয়ে থাকতে দেন না। সোঽহং-তত্ত্ব ব'লে যদি পরমতত্ত্বকে মনে করে এবং গুরু নিজে সোঽহং-তত্ত্ব ও পরমতত্ত্বের বিষয় জ্ঞাত থাকেন, তাহ'লে বুঝিয়ে দেন এবং ক্রমশঃ-ক্রমশঃ উচ্চ হতে উচ্চতর তত্ত্ব সাধনায় শিষ্যকে নিয়োগ করেন।

রাত্রে কথা হচ্ছে। বললেন, "আচ্ছা, বীরুদার ভাঙ্গা কান জোড়া লাগল, সে শুনতে পায়; আর আপনার ভাল কান কালা হ'য়ে যাচ্ছে, এর মানে কি? মোক্তারী ছাড়তে চান না, তাই মোক্তারী ছাড়াচ্ছেন আর কি? দেখুন, যাকে দিয়ে যা' করাবেন তা' ঠিক আছে, তা' করতে না চাইলে ছাড়েন না—একটু-আধটু ঘা দিয়ে করিয়ে নিতে হলেও না।

"আর, যে মোক্তারী করিয়ে আহার যোগাচ্ছে সে তা' ছাড়লে যোগাতে পারবে না? অবশ্যই যোগাবে। তাঁর প্রতি নির্ভর করলে সে যোগায়ই, তবে প্রথমে একটু ঝড়-ঝাপটা দেয়। দেখে—নির্ভর কতখানি, সেটুকু স'য়ে গেলে নিশ্চয়ই যোগায়। বীরুদা ঐ মরকোচ বুঝে নিয়েছে নিজ জীবন খাটিয়ে, তাই সে ভয় পায় না। জানে, যতই কেন আপাতপ্রতীয়মান ভয়ের কারণ উপস্থিত কর না—শেষে ঠিক দেবে।"

পূর্ণ সাহা বলছে, হিতৈষীর জন্য সকলে চেষ্টা কর।

আমি—সকলেই এক কাজে খাটবে, সকলেই এক বিষয়ে চেষ্টা করবে—এ-আশা করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাঁ, যারা ঐ-কাজে expert, তাদেরই ওর জন্য খেটে ওটাকে খাড়া করা উচিত। দেখুন, প্রত্যেক জিনিসের এক একটা dark side আছে, তা' সর্ব্বদা লোকের সামনে ধরতে নাই (আমি ধরি ব'লে আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলা হচ্ছে); যখন জিনিসটার প্রকৃত success পান তখন successful করার উদ্দেশ্যে dark side-টাও সময়-সময় ধরতে পারেন। নতুবা বৃথা কথাপ্রসঙ্গে কথায়-কথায় সর্ব্বদা dark side উপস্থিত করলে worker-রা

ভয় পেতে পারে। কাউকে যদি কোন কাজ থেকে ভাগান দরকার হয় কাজটাকে successful করবার জন্য, তবে তার সামনে dark side-টা উপস্থিত করুন।

আমি—মশায়, সঙ্কল্প ক'রে কাজ করা বড় মুশকিল। এই তপোবন করবো, hospital করবো, girls' school করবো ইত্যাদি বড়-বড় কাজের সঙ্কল্পও ভাল নয়। সঙ্কল্প করলেই তাহা ক'রে শোধ দিতে হয়। নইলে রেহাই দেয় না; তাই মনে হয়, যা' জুটে যায় তাই করাই ভাল। অনাগত কর্ম্মকে ডেকে এনে কেবল কর্ম্মজালে জড়িয়ে পড়া সুবিধা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বটে, কিন্তু কর্ম্ম করতেই হবে। আর, প্রথমে ঘোরতর রাজস কর্ম্ম না করলে সত্ত্বভাব আসতেই পারে না। অত উৎসব, অত হৈ-চৈ-যুক্ত রাজস কর্ম্ম সঙ্কল্প ক'রে তো করেছেন, তা' না করলে হঠাৎ আবার সত্ত্বভাব এলেও যে কর্ম্ম করে না তা' নয়; unattached হ'য়ে করে, আলসে হ'য়ে ব'সে থাকে না। যেমন attached হবার অভ্যাসটা খুব হয়েছে, তেমনি ইচ্ছামাত্র unattached হ'তে পারাও অভ্যস্ত হওয়া চাই; আর তাহ'লে কর্ম্মে জড়িয়ে পড়তে হয় না। তার সহজ উপায় faith-এ প্রতিষ্ঠিত হওয়া, নির্ভর করা, আত্মসমর্পণ-যোগ অভ্যাস করা। তাহলে আদেশানুযায়ী ষোল আনা মন দিয়ে faithful হ'য়ে প্রভুর কাজ করা দরকার হয়, অথচ সবই তাঁর কাজ জেনে ফলাফলে আসক্তি আসে না। Successful হোক আর unsuccess-ful হোক, তাতে মনে কিছু হয় না। আর, হিতৈষী ভাণ্ডার ইত্যাদি যে-কাজ করতে বলা হচ্ছে (পূর্ণ'র প্রতি) এবং তার যে-সব কৌশল ব'লে দেওয়া হচ্ছে, তা' যদি আপনার মধ্যে শূদ্রত্ব থাকে তবে আপনি তা' করতে যাবেন না। ক্ষত্রিয়ত্বে যাদের অবস্থান হয়েছে তাদের জন্যই এ-সব বলা। তারাই এইসব বড়-বড় রাজসিক কাজ করতে সমর্থ। আর ব্রাহ্মণ যে, সত্ত্বে অধিষ্ঠিত যে, তাকে আর ও-সব কি বলা যাবে? তবে সেও ইচ্ছা করলে আবশ্যক হ'লে ক্ষত্রিয়ত্ব-সম্পন্নের চেয়ে বেশী জোরে এ-কাজ করতে পারে। সেও অসমর্থ নয়, অলস নয়। সে করে না, দরকার নয় বা করতে আদিষ্ট হয় না ব'লে। কতকগুলি ব্রাহ্মণ থাকাও চাই, তাদের কাছে এসে কর্ম্ম-পরিশ্রান্ত ক্ষত্রিয়রা দু'দণ্ড বিশ্রাম নেবে।

১৫ই চৈত্র, রবিবার—প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে আছি। বললেন, "ভাবেন, 'আমি অশ্বিনী মোক্তার'—আর ক্ষুদ্র পরিবার নিয়ে ব'সে আছেন। যতই কেন বলা যাক না, তথাপি নিজের স্বরূপে বিশ্বাস করেন না। বিষ্ণু বরাহ হয়েছিলেন; তারপর বরাহ অবতারের প্রয়োজন সিদ্ধ হ'লেও নিজেকে বরাহ ভেবে বাচ্চা নিয়ে বেশ রয়েছেন। মহাদেব গিয়ে তাঁকে বললেন, 'তুমি বিষ্ণুর অবতার, প্রয়োজন শেষ হয়েছে, এখন নিজ স্বরূপে এস।' কিন্তু তিনি নিজের মায়ায় নিজে এমন বদ্ধ হয়েছেন যে তা' বিশ্বাস করলেন না কিছুতেই; তখন শিব শূল দিয়ে বরাহ-শরীরে আঘাত করলেন। আঘাত পেয়ে যাতনা হ'লো এবং নিজ-স্বরূপ বুঝতে পারলেন। আপনাদেরও তাই হয়েছে—ঘা না খেলে চৈতন্য হ'চ্ছে না।"

একটু পরে একান্তে নিয়ে আমায় বললেন, "দেখুন, আমিও অ... মশায় নই, আপনিও অশ্বিনী মোক্তার নন্ জানবেন।"

মধ্যাহ্নে ব'সে বীরবাণী পড়ছি। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনছেন এবং মাঝে মাঝে comment করছেন। শক্তি-সঞ্চার করার কথা উঠেছে। বললেন—"দেখুন, ও-কথাটার মানে degenarate করেছে। লোকে এখন ওতে মনে করে যেন hypnotise করার মত একটা কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে সঞ্চারকারী শিষ্যকে নিজ ভাবের দ্বারা অভিভূত ক'রে ফেলে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে! কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা' নয়। ও তো হ'লো receiver-এর individuality-কে আচ্ছন্ন ক'রে তার উপর নিজের individuality-কে চাপিয়ে রেখে তাকে অভিভূত ক'রে সঞ্চারকারীর ইচ্ছানুরূপ চলতে তাকে বাধ্য করা। শক্তি-সঞ্চারে তা' নয়, শক্তি-সঞ্চারে কারও individuality-কে ও-রূপ আচ্ছন্ন ক'রে রাখা নয় বরং তার individuality-র স্ফুরণ করা, তার ভেতর তার স্বরূপ উদ্বুদ্ধ করা। একটা মহৎ উদ্বুদ্ধ আত্মার সংস্পর্শে আর-একটি আত্মার উদ্বোধন, তার প্রকৃত নিজত্ববোধ জেগে ওঠা। Hypnotised ব্যক্তি hypnotiser-এর বশে আসে বাধ্য হ'য়ে—নিজের liking-মত, admiration-বশে নয়। কিন্তু আত্মার উদ্বোধনকারী গুরুর বশে আসে শিষ্য নিজ liking-মত, admiration-বশে। কথাটা ঠিক বোঝাতে পারলাম কিনা বলুন। এ-সব যদি record করেন তবে

বেশ ক'রে লিখবেন—যেন idea-টা clear হয়; আর মোহিত হওয়া, মোহিত করা, শক্তি-সঞ্চার ইত্যাদি কথাই ব্যবহার করবেন না; তার বদলে উদ্বুদ্ধ করা, উদ্বোধিত হওয়া, স্বরূপের স্মৃতি-জাগরণ, ইত্যাদি ব্যবহার করবেন।"

বহু ভ্রাতা সমবেত হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় বললেন, "অশ্বিনীদা class করুন—বিবেকানন্দ নাকি করতেন। এদের কাছে একটা তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করুন।"

আমি অপারগতা জানালে বললেন, "তাঁর প্রতি নির্ভর ক'রে লেগে যান। তাঁর দিকে চেয়ে যা' বলবেন সেই শাস্ত্র, সেই ঠিক।"

কি করি, অগত্যা তাঁর আদেশমত তাঁর চরণ স্মরণ ক'রে কিছু বললাম। রাসের ধ্বন্যাত্মক ব্যাখ্যা করা হ'লো প্রায় দু'ঘণ্টাব্যাপী। যা' বললাম তাতেই দেখি শ্রোতাগণ পরিতৃপ্ত হ'লো। বুঝলাম—এও এক লীলা তোমারই লীলাময়। নইলে কৃষ্ণভাই ইত্যাদি মহা-মহা তত্ত্ববাদী তোমার পরমভক্ত থাকতে আমাকে দিয়ে তাদের সম্মুখে ব্যাখ্যা করান এবং তাদের শ্রোতা ক'রে আমাকে বক্তা করান।

সন্ধ্যার পর শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র আলোচনা হ'চ্ছে। আমি বলছি, যতই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদি আলোচনা করছি, ততই দেখছি যে, যা' চোখের সম্মুখে এখানে হচ্ছে দেখছি, তা' তারই যেন পুনরভিনয়। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে আপনার চরিত্রে ষোলআনা মিল দেখতে পাচ্ছি আর অবাক্ হচ্ছি। (প্রায় ৬ মাস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদি, ভাগবতাদি ও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের বিভিন্ন সমালোচনা পাঠ করতে বলেন। এখন দেখছি সেই light-এ তাঁর চরিত্র বুঝতে পারব ব'লেই বলেছিলেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হাসতে-হাসতে) দেখুন, আমি সরল-সোজা লোক; আমি তাঁর মত চতুর, কুটিল বা ছল নই।

আমি—আপনি অতি ছল, অতীব কুটিল, চতুর-চূড়ামণি। ছলে-বলে-কৌশলে আপনার সঙ্গে কারও তুলনা নাই। কত-কত বুদ্ধিমান দেখলাম, নিজেও কত বুদ্ধি পরিচালনা করলাম, কিন্তু বুদ্ধির যুদ্ধে কেহই এ-পর্য্যন্ত জিতে যেতে পারে নাই। আপনার কৌশল বুঝা সাধারণ মানবের সাধ্যাতীত।

তবে ছলে-বলে-কৌশলে লোককে চরম সত্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন—এই যা। কিন্তু তা' ব'লে ছল, কুটিল নন্ বলতে পারি না। সোজা-সরল যা' আপনাকে at first sight দেখে বোধ হয়, ওটাও একটা ছল মাত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাণ্ডব-গৌরবের আবৃত্তি ক'রে বললেন, "লব তুরঙ্গিনী এই প্রতিজ্ঞা আমার, ছলে-বলে-কৌশলে রাখিব সেই পণ।"—এ-কথা সেই পুরুষোত্তমই বলতে পারেন শুধু।

আবার কথা হচ্ছে। বর্ত্তমান যুগের বর্ত্তমানকালের আদর্শ (ideal)-এর কথা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, এখন এই ideal দেখাতে হবে, যে যেমন আছে, যেখানে আছে, সেখান হ'তেই তার ধর্ম্ম-সাধন আরম্ভ হওয়া সম্ভব এবং তাই করা হচ্ছে। প্রথমেই একটা কিছু বিশেষ আচরণ করতে হবে, কিছু ছাড়তে হবে—তা' নয়; যেমন কামিনীকাঞ্চন আগে ছেড়ে বা সন্ন্যাস নিলে তবে ধর্ম্মের সাধন করা আরম্ভ করা যাবে—তা' নয়। যে যেমন আছে, যে-অবস্থায় আছে সেই অবস্থা হতেই মহৎ সাধন করতে পারে। তাকে চেষ্টা ক'রে একটা কিছু আগে করতে হবে না। পরে সাধন-পথে অগ্রসর হ'তে-হ'তে যা'-যা' ছেড়ে যাওয়া দরকার তা' আপনি ছেড়ে যাবে। আগেই ছেড়ে দেবার জন্য একটা irritation, একটা কষ্ট জাগাবার দরকার নাই, এই সাধন-ফলে বিনা ক্লেশে যা'-যা' খ'সে পড়ার দরকার তা' পড়বে। ইহাই যুগাদর্শ। এ-ধর্ম্মসাধনের জন্য ব্যবসা ছাড়তে হবে আপনাকে—তা' নয়। ব্যবসা রেখেই এত এগিয়েছেন, আর দরকার হ'লে বিনা irritation-এ তা' ছেড়ে যাবে। স্বেচ্ছায় বিনা-আয়াসে আপনি তা' ছেড়ে দিয়ে এদিককার কাজ করবেন। আবার যদি দরকার হয়, ইচ্ছা হয়, ব্যবসা করতেও পারেন—এইরূপ। সবই আছে কিন্তু কিছুতেই আঁট নেই। যা' যখন দরকার তখন তাই করতে, তদ্রূপ অবস্থায় থাকতে, সদাই প্রস্তুত! সম্পূর্ণ free position. (নিজে শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন ভাবে আছেন, তাই বলছেন আর কি; সব নিয়ে আছেন অথচ কিছুতেই নাই—মুক্ত, জীবন্মুক্ত ভাব ধারণ ক'রে আছেন। ঐরূপ জীবন্মুক্ত সংসারী হ'তে বলছেন। আর, তাই আদর্শ—বলছেন। শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এইরূপ ছিলেন। তিনি কৌপীন-বহির্বাস ধারণ ক'রে আজীবন সন্ন্যাসী হ'য়ে থাকেন নাই।)

১৬ই চৈত্র, সোমবার—আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে আছি। বলছি, এক-এক সময় পরমপিতার কৃপায় যেন চোখ খুলে যায়, সব দেখে (অর্থাৎ সম্মুখে প্রত্যক্ষ নরবিগ্রহ শ্রীভগবান্ কী অপূর্ব্ব লীলা করছেন দেখে) অবাক হ'য়ে যাই, আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে যাই। আবার সে-দৃষ্টি চ'লে যায়, চোখ যেন ঢেকে যায়, আর সে আনন্দ বিহ্বলতা থাকে না, দেখেও দেখতে পাই না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্বদা ও-রূপ দর্শন থাকলে কি কাজ করা যায়! তন্ময় হ'য়ে প'ড়ে থাকবেন যে তাহলে—তাই চোখ ঢেকে রাখতে হয়। যদি দিব্যচক্ষু খুলে গেলেও সাধারণ মানুষের মত কাজকর্ম্ম করতে পারেন, করতে রাজী থাকেন, তাহ'লে দপ্ ক'রে জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া যায়—দিব্যচক্ষু খুলে দেওয়া যায়।

আমি—ওরূপ চুক্তি করতে পারি না। কাজ নাই সর্ব্বদা খোলা চোখে থেকে, যদি তার আনন্দ, তার মত্ততা enjoy করতেই না পেলাম—কাজ নিয়েই থাকতে হ'লো। তার চেয়ে মাঝে-মাঝে খুলে গেলে সে-সময়ের মত যদি enjoy করতে পাই, সেই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, সকলেরই ওইরূপ; তা' না হ'লে কাজ করানো যায় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে ওইরূপে রেখেছিলেন, চাবি হাতে দেন নাই। বিবেকানন্দেরও জানাজানি আশ ছিল, সব জানান নাই। তাই বলেছেন—'আছে মাত্র জানাজানি আশ, তাও প্রভু কর পার।' কাজ করিয়ে নিয়ে চাবি দেখিয়ে দেওয়াই রীতি। আর দেখুন, চাবি!—চাবি এতো সামান্যের মধ্যে লুকানো আছে যে, সে-দিকে নজরই পড়ে না। কত খুঁটিনাটি, creek and corner খোঁজ করছেন, তবু চাবি পাওয়া যায় না; অথচ হয়তো চোখের সামনে প'ড়ে আছে, কিন্তু নজরে পড়ছে না।

ভ্রাতা কাশীনাথ দত্ত (যশোহর কালীগঞ্জের) মনে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সন্দেহ ইত্যাদি নিয়ে বড় অশান্তিতে আছে—পত্র লিখেছে। তার পত্রের যা' উত্তর দিয়েছি, "আদিষ্ট পত্রাবলী" হ'তে তা' প'ড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে শোনালাম। সেই বিষয়ে কথা হ'চ্ছে। আমি বললাম, সকলেরই চিন্তা ওইরূপ হয়, তা' ব'লে হাল ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। মানুষের মন সাধারণতঃ ওইরূপ বড় fickle.

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাঁ, সাধারণতঃ fickleness-টাই যেন মনের ধর্ম্ম, তাই ওতে বিশ্বাস করতে নাই, ওকে অনুসরণ করতে নাই। মুক্তির উপায়, fickle মনকে অনুসরণ না করা।

আবার কথা চলছে। ব্রহ্মচর্য্যের কথা উঠলো—ব্রহ্মচর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—"বীর্য্যধারণ ব্রহ্মচর্য্য বটে, কিন্তু তাই ব'লে বিবাহিত হ'লেই, পুত্রোৎপাদন করলেই যে অব্রহ্মচারী হ'লো তা' নয়। ব্রহ্মচারী তত্ত্ব-চিন্তাপরায়ণ।"

"এ-সব কথায় কিন্তু আবার বুঝে বসবেন না, স্ত্রীপরায়ণতা বা কামপরায়ণতাকেই support করছি, তা' কিন্তু মোটেই নয়। আমি বৃহৎ বা ব্রহ্ম-পরায়ণতাকেই support করছি। ভগবান্, পুরুষোত্তম ও অন্যান্য মহান্ পুরুষ যাঁরা, তাঁদের স্ত্রী-আনতি ঐ বৃহৎ-পরায়ণতার ভেতর-দিয়েই হ'য়ে থাকে। স্ত্রীর পূজা ও প্রার্থনার ফলে তাঁদের পুষ্ট, তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত মন পুত্রার্থী ভার্য্যা বা ভার্য্যাদের পরিপূরণকল্পেই ঐ পূজা ও প্রার্থনারতা স্ত্রীতে আনত হ'য়ে থাকে।"

আমার কথা হচ্ছে। Highest ideal, highest position কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে কোনও প্রকারের irritation, মত্ততা, বিহ্বলতা যাঁর নাই, সবটা সমানভাবে, সহজভাবে, ধারণ ক'রে যিনি আছেন তাঁদেরই highest position, যিনি সর্ব্বাবস্থাতেই প্রশান্ত, সহজ, অটল। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ঐরূপ—ভগবান ঐরূপ। Grand generalisation of knowledge-এ যাঁদের নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধান সার্থক হ'য়ে স্বতঃ ও সহজ হ'য়ে উঠে সহজ চলনায় সহজ প্রকৃতি ক'রে তুলেছে।

প্রশ্ন হ'লো—স্ত্রীতে কেহ কামে আসক্ত বা প্রেমে অনুরক্ত কিসে বুঝা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেম ও কামের line of demarcation এই—নিজ স্বার্থের জন্য, নিজ আসঙ্গলিপ্সাদি চরিতার্থ-করণ জন্য attached হওয়া কাম। আর, কোন Superior Beloved-এর জন্য স্বার্থ-সুখাদি সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন, 'নিজ সুখের জন্য' এ-ভাব পর্যন্ত মনে স্থান না দিয়ে তাঁর অর্থাৎ Superior

Beloved-এর সুখের জন্য নিজকে বিলিয়ে দেওয়া, তাঁর সুখকেই আত্মসুখ-প্রতীতিতে সেই চাহিদায় আপ্রাণ হ'য়ে আত্মবৃত্তির উপভোগকে পরম তৃপ্তিতে অস্বীকার ক'রে বিরত হওয়া হ'চ্ছে প্রেমের লক্ষণ।

১৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার—সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুরে যোগেশদাকে দেখতে যাচ্ছেন (যোগেশ রায়চৌধুরী, জমিদার। তিনি জ্বরে ভুগছেন)। আমাকে বললেন, "অশ্বিনীদা, চলুন কাশীপুরে বেড়িয়ে আসি।" শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কাশীপুর গেলাম। প্রায় এক মাইল পথ চুপচাপ যাওয়া গেল—কোন কথাবার্ত্তা নাই। ফিরবার সময় বললেন, "নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জ্জুন—বললে কী বোঝেন?"

আমি—গুণাতীত হ'তে বলছেন—সত্ত্ব, রজঃ, তমের পারে যেতে বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুণাতীত অবস্থাটা কেমন বোঝেন?

আমি—নিস্তরঙ্গ হওয়া, কোনও ভাবে মোহিত না থাকা, ভাবাপন্ন না থাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কেমন জানেন? চৈতন্য-সত্তা (consciousness) ভিন্ন-ভিন্ন ভাবাপন্ন হ'য়ে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হ'চ্ছে। গাছ-ভাবাপন্ন, মানুষ-ভাবাপন্ন ইত্যাদি। কিন্তু একই consciousness, একই চৈতন্য। ভাবাতীত হওয়া মানে consciousness itself হ'য়ে থাকা।

আমি—আচ্ছা, গাছেরও যে consciousness, আমাতেও সেই consciousness, তাহ'লে গাছও আমার মত সব অনুভব-সম্পন্ন কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Consciousness গাছ-ভাবাপন্ন হ'য়ে যে-রূপ অনুভবসম্পন্ন হওয়া দরকার, তা' গাছে সব আছে, গাছের মত গাছ ঠিকই আছে। আপনার মত আপনি ঠিক। যেহেতু মূলেই ভিন্ন-ভিন্ন ভাব (idea) বর্ত্তমান, সেই হেতু বিভিন্নতা বিদ্যমান। "এক" বহু হয়েছেনই তো ভিন্ন-ভিন্ন ভাব স্বীকার ক'রে, কাজেই যতক্ষণ বহু ততক্ষণ বিভিন্নত্ব!

জিজ্ঞাসা করলেন—বৃক্ষের নির্ব্বাণ মানে কী?

আমি—ঐ ভাব-তরঙ্গের নির্ব্বাণ, যার ফলে হচ্ছে কর্ম্ম-তরঙ্গের উত্থান, ওটা থামিয়ে দিলে প্রশান্ত হ'য়ে থাকা যায় বলে। ঈশ্বর আছেন-না-আছেন, তা'

বলেন নাই। তবে ঈশ্বর না মেনেও ভাব-তরঙ্গ, কর্ম্ম-তরঙ্গ থামিয়ে দেওয়া যায় কেমন ক'রে, তারই পথ নির্দ্দেশ করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে শূন্যবাদটা কী?

আমি—বুদ্ধের পরবর্ত্তীগণ শূন্যবাদটা বিশেষভাবে স্থাপন করতে প্রয়াস করেছেন। ওটা ভাল ক'রে আলোচনা করি নাই। বুঝি না, শূন্য মানে তাঁরা কী mean করেন। যদি বলেন কিছু নয়, nothing, অনস্তিত্ব। এ-সব বলা মানেই তো একটা something, একটা অস্তিত্ব স্বীকার করা—অস্তির জ্ঞান না থাকলে নাস্তির জ্ঞান থাকে কি করে? পরস্পর-সাপেক্ষ, relative.

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে শূন্য বলতে আপনি কী বোঝেন?

আমি—অস্তি-নাস্তির পার এমন অবস্থা যা' in terms of relative জ্ঞান প্রকাশ করা যায় না,—তাই শূন্য। শূন্য অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় inexpressible in this condition—আর যা' বলাই যায় না, ব্যক্ত করাই যায় না, তা' তৎকালে শূন্য বই কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে বুঝছেন, অনস্তিত্ব নয়, অস্তিত্ব বললে যা' সাধারণে বুঝে তারও পরের অবস্থা। সাধারণ অস্তিত্ববোধের সঙ্গে-সঙ্গে নাস্তিত্ববোধ আছে। আর, সেটা পরম অস্তিত্ব; এরূপ অস্তিত্ব নাস্তিত্ব-যুক্ত নয়।

শুনে ভাবতে-ভাবতে তাঁর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসছি। সহসা পশ্চাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "দেখুন, যখন সোঽহং-পুরুষের অনুভূতি হয়, তখন এমন একটা ছাপ প'ড়ে যায় যে, সর্ব্বদাই সবটার মধ্যে আমি আছি এরূপ একটা দর্শন থেকেই যায়। ঐ realisation হ'লে প্রথম-প্রথম অর্থাৎ যখন ওটা খুব keen এবং নূতন, তখন কেহ একটা গাছের পাতা ছিঁড়ছে দেখলেও নিজের দেহে যেন যন্ত্রণা হয়, সহ্য করা যায় না—যেন নিজের শরীরের খানিকটা ছিঁড়ে নিচ্ছে।

"দেখুন, জীবনে আমি—সাধারণ মানুষে যেমন দয়া করে বা ভালবাসে, তা' কখনও করেছি বলে মনে হয় না। ও-রূপ ভাব—যেমন আপনার কিছু আছে, আর একজনের নাই, অভাবে সে কষ্ট পাচ্ছে বোধে তাকে কিছু দিলেন। আমি তা' কখনও বোধ করি নাই। তবে যে করেছি—দয়া করা বা ভালবাসার

মত আচরণ—সে নিজের শরীরের এক স্থান কেটে গেলে তার জন্য যেমন কষ্ট হয় এবং তা' ঘুচাতে চেষ্টা করে সেইভাবে। তাছাড়া আলাদা ক'রে পারি নাই—পারি না।"

আমি ভাবছি—দ্বৈতবোধ রেখে পর ভেবে লোকের দুঃখ দেখেই মনে কত কষ্ট হয়। আর, সব নিজের অঙ্গ বোধ হ'লে সমগ্র বিশ্বের কষ্ট feel করতে হয়—সে তো ভয়ানক অবস্থা! তাই কি বিশ্বত্রাণে এতো আকুলি-বিকুলি! তবে বিশ্বের যাবতীয় সুখও আবার নিজের ব'লে feel করা যায় এই যা'।

শ্রীশ্রীঠাকুর অমনি বললেন (মনে হ'লো যেন আমার চিন্তার উত্তরে বললেন)—দেখুন, ভাব নিয়ে থাকলেই pleasure আর pain দুই-ই আছে। তা' যেমন ভাব নিয়েই থাকুন—প্রত্যেকের সঙ্গে আছে। বিরাটের ভাব নিয়েই থাকুন আর ক্ষুদ্রের ভাব নিয়েই থাকুন, বিশ্ব সমগ্রের বা ক্ষুদ্র নিজের, যে-ভাব নিয়ে থাকুন, ও আছেই। বহুত্বের ভাব রাখলেই সুখ-দুঃখ feel করা লাগে। যখন ভাবাতীত চরম একত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকা হয়, তখন ঐ-রকমটা থাকে না।

যোগেশদার ওখান হ'তে এসে বসেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর আছেন। মহারাজ, বিরাজদা, ভোলাভাই আছে। নানা কথা হচ্ছে। আবার অষ্টাবক্র-সংহিতা দেখা হচ্ছে। ১৮শ প্রকরণের ৩৭।৩৮ শ্লোক পড়া হলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "ঠিক কথা—মুক্ত হব, ব্রহ্ম লাভ করবো—ইত্যাদি বাসনা থাকলে মুক্ত হওয়া যায় না। সর্ব্ব বাসনা-বিরহিত হ'য়ে অবস্থান করাই মুক্ত হওয়া। মুক্তই আছি জেনে শান্ত হ'য়ে থাকতে হবে। সংসারে নানারূপ ভাব-তরঙ্গের মধ্যে প'ড়ে ওটা ভুলে যাওয়া, 'বদ্ধ হ'য়ে পড়েছি এবং তা' হ'তে মুক্ত হব' ভাবা লোকের এসে পড়ে। থাকতে হবে ভাব-তরঙ্গের মধ্যে, কিন্তু ধীর-স্থির; জানতে হবে মুক্তই আছি, ভাবের খেলা চলছে, সুখ-দুঃখ ব'য়ে যাচ্ছে, তাতে নিজের কিছু আসছে-যাচ্ছে না। এরূপভাবে অবস্থানই স্বাধীন থাকা, free position, মুক্ত থাকা।

"আর, এটা লাভের সহজ পন্থা হ'চ্ছে ঐ আত্মসমর্পণ, সদ্গুরুতে সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে থাকা। একটা খুঁটো ধ'রে থাকা। যত উৎকৃষ্ট খুঁটো হয় এবং যত শক্ত ক'রে ধ'রে থাকা যায় ততই ভাল। ভাবের তরঙ্গ তাহ'লে বিচলিত করবে না। তিনি যেমন রেখেছেন, যেমন করাচ্ছেন—তেমনই হচ্ছে, এমন

হওয়াই ঠিক। এতে আমার কিছু নাই। আমার কিছু হচ্ছে না জেনে, ঐভাবে থাকা সোজা, সদ্‌গুরুতে আত্মসমর্পণ-রূপ support নিয়ে, ঐ ভাব-সহায়ে অপর সর্ব্ববিধ ভাব-তরঙ্গের হাত এড়িয়ে মুক্তভাবে অবস্থান। Support-বিহীন হ'য়ে ঐরূপ মুক্তভাবে অবস্থিতি খুব কঠিন। 'যথা নিযুক্তোঽস্মি' ভাবে থাকা সহজ। দাস হ'য়ে থাকা। বিবেকানন্দের উক্তি—

'দাস তব জনমে-জনমে, দয়ানিধি,
তব গতি নাহি জানি,
মম গতি—তাহাও না জানি,
কেবা চায় জানিবারে?
দাস তব সতত প্রস্তুত
সাধিতে তোমার কাজ।'

—এরূপভাবে থাকা। বিবেকানন্দের 'Carrying out the commands of the Guru without a shadow of doubt or hesitation—that is the secret of success in religious life, there is no other path to follow'—চরম কথা। বিবেকানন্দের বহু struggling-এর ফল-স্বরূপ তাঁর এই কথা, এই experience-এর advantage যারা নেয় তারাই চালাক। তাদের আর অত struggle করতে হয় না—সহজে মেরে দেয়। ওই মেনে চ'লে দেখুন—চাবিতে হাত প'ড়ে গেছে তাহ'লে আর কি! তাহ'লে আর অনুযোগ করার কিছু থাকে না। 'আমি কর্ত্তা' এ-ভাব না থাকায় ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিও নিবৃত্তি-ফলভাগিনী হয়। ৬১ শ্লোকে ইহাই বলা হয়েছে (১৮শ প্রকরণ, ৬১ শ্লোক, অষ্টাবক্র-সংহিতা) আর ঐ আত্মসমর্পণ-যোগ অভ্যাসকারী সংসারী হয়েও স্বতঃনিবৃত্ত ব'লে শান্ত ও মুক্ত। ৬০ শ্লোকে তারই বর্ণনা।"

আবার বললেন, "এখন যে-সব কথা বললাম, ইহাই মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও শ্রেষ্ঠ পন্থা জানবেন। এইটে যদি মনে ক'রে রাখতে পারেন তাহ'লেই হ'য়ে গেল। Complete resignation to Guru's will—দরকার; যা' বলবেন তাই তৎক্ষণাৎ করতে হবে। হুজুর মহারাজের স্বামীজি মহারাজের প্রতি ঐরূপ নির্ভর ছিল।"

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বিরাজদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কবীরের ঐ ভাবের কি একটা বচন আছে না?

বিরাজদা তাহা আবৃত্তি করলে আমায় বললেন—খাতায় ওটা লিখে রাখুন। আদেশমাত্র ঐরূপ ছিন্নমস্তা হ'তে সাহসী হওয়া দরকার!

কবীরের ঐ বচনটি এই—

শীস্ উতারে, ভূঁই ধরে, উপর রাখে পাও।
দাস কবীরা য়্যো কহে য়্যো য়্যাসা হোয় তো আও।।

অর্থাৎ, নিজের মাথা কেটে মাটিতে রেখে তার উপর পা রাখতে যে প্রস্তুত, কবীর সেইরূপ লোক চাহেন, অর্থাৎ নিজের আমিত্ব অহঙ্কার সম্পূর্ণ ত্যাগ ক'রে, আত্মাভিমান সর্ব্বদা পরিত্যাগ ক'রে যন্ত্রের মত চালিত হ'তে যে স্বীকৃত, তদ্রূপ ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য।

১৮ই চৈত্র, বুধবার—সকালে উঠে নদী পার হ'য়ে কয়েকজনে পদ্মার চরে প্রাতঃকৃত্য হাত-মুখাদি ধোয়া কাজটা করতে গেলাম। হাত-মুখ ধোয়া শেষ হ'লে খিদে বোধ হ'ল। ভাবছি, তাইতো এতো সকালে খিদে পেল, এখন কে আর খেতে দেবে? তখন জানি নাই, এ ক্ষুদ্র চিন্তাও তিনি লক্ষ্য করেছেন—যিনি খেতে দেবার কর্ত্তা, তিনিই তার ব্যবস্থা করছেন। পার হ'য়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসেছি। বললেন—অশ্বিনীদা, আপনার খিদে পেয়েছে বুঝি?

এমন সময় বিরাজদার মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাবার জন্য বলতে এলেন। আমায় দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অশ্বিনীদাকে নিয়ে গিয়ে খাওয়ান।

আমি অবাক্ হ'য়ে আছি। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর-সহ গিয়ে লুচি-আদি খেয়ে এলাম।

গত রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর মেঝেতে মাদুরের উপর শুয়ে আছেন। ভক্তগণ সব ঘিরে ব'সে আছে। আমি পায়ের কাছে ব'সে আছি। ইচ্ছা হচ্ছে পদসেবা করি। হাত বাড়ালাম! আবার ভাবলাম, বিনা আদেশে যখন-তখন রাতুল চরণ স্পর্শ করা ঠিক নয়, সব সময় সকলের ও-রূপ সেবা গ্রহণ করেন না। বিশেষতঃ, সেবা ক'রে পুণ্য ক'রে নিই মনে ক'রে যারা সেবা করতে যায়, তা'

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

বড় গ্রহণ করেন না; করলেও যেন নেহাৎ অনিচ্ছাসত্বে। কি জানি, এখন আমার পদসেবা করতে অগ্রসর হওয়া উচিত কিনা! এইরূপ ভেবে হাত টান দিলাম! ভাবছি, যদি বলেন পদসেবা করতে, তাহ'লে বেশ হয়। অমনি পায়ের একটা স্থান নির্দ্দেশ ক'রে বললেন, "অশ্বিনীদা, ঐখানটা চুলকে দিন তো।" আমি মহানন্দে চুলকাতে লাগলাম। ক্রমে আমার কোলের উপর পা দু'খানি তুলে দিলেন। আমি ইচ্ছামত পদসেবা ক'রে ধন্য হ'লাম। অন্তর্য্যামী, অহৈতুক কৃপাসিন্ধু জনম সফল ক'রে দিলে কতভাবে! তোমার কৃপায় কত বিচিত্র-বিচিত্র অনুভূতি, কত ভাব, কত উন্মাদনা, কত গভীর জ্ঞান যে জীবনে সময়-সময় বিনা সাধনে লাভ করলাম তা' ব'লে শেষ আর করা যায় না। হায়! তারা কি দুর্ভাগ্য, জন্মান্ধ—যারা নিকটে থেকেও নানারূপ সুযোগ পেয়েও এ অদ্ভুত চরিত্রে মন দিতে পারলো না—জীবন ধন্য করতে পারলো না। দুর্ভাগ্যতম তারা যারা অন্ধ থেকে, না study ক'রে, এই অতিমানব চরিত্র-সম্বন্ধে criticise করে, মিথ্যা নিন্দাবাদ করে! অথবা তারাও ধন্য, যেহেতু যেরূপেই করুক—তাঁর বিষয়ই আলোচনা করে।

বেলা ৮টা হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আমি, সতীশ জোয়ার্দ্দার এবং ভোলা আছি। সতীশ জোয়ার্দ্দার বলছে—ভোলার মনে বড় অশান্তি উপস্থিত হয়েছে; ধনবান পিতার ছেলে, ধনীর জামাতা, যুবতী স্ত্রী সব ফেলে এখানে এসে সাধনাদি বেশ অনুরাগে করছিল, কিন্তু মন নাকি এত চঞ্চল হয়েছে যে জপধ্যানাদি কিছুই করতে পারে না; আবার বাড়িতে পিতামাতা, স্ত্রী ইত্যাদির কাছেও যেতে ইচ্ছা করে না। যতক্ষণ আপনার সামনে থাকে ততক্ষণ ভাল, একদণ্ড অন্তরালে গেলেই মন অস্থির। সাধন করতে অনিচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-সাধন করতে আরম্ভ করলে নামের গুণে শরীর-মনে এমন ধারা বইতে থাকে যে প্রথমটা অস্থির ক'রেই তোলে। কি করি, কোথায় যাই, ছুটে বেড়াই, এমনি বোধ হয়। কিন্তু তাতে চঞ্চল না হ'য়ে একটু সহ্য ক'রে সাধন ধ'রে থাকলেই ক্রমে মন শান্ত হ'য়ে আসবে। ক্রমে-ক্রমে মনের সঞ্চিত সংস্কারগুলির ছবি একে-একে ধ্যানকালে প্রত্যক্ষ হবে। কত ধনজন, স্ত্রী, সুখকর সব জিনিস, কত বীভৎস বিভীষিকা, কত দুঃখজনক ভীতিপ্রদ ঘটনা

ইত্যাদি নানারূপ সংস্কারজাত দর্শন উপস্থিত হবে, তাতেও চঞ্চল হ'তে নাই, সহ্য ক'রে সাধন ক'রে যেতে হয়; তবে এখন ও-সব অবস্থায় আর আগের মত বহুদিন ধ'রে ভুগতে হয় না। অতি সহজে অতি সত্বর এ-সব অবস্থা পরমপিতার কৃপায় এখানে যারা আসে তাদের কেটে যায়, সামান্য কাল একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাকলেই হয়। তারপর উপস্থিত হয় পঞ্চতত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম তত্ত্বের দর্শন—কত-কত ছবি সেও সব। অগাধ জলরাশি, ভীষণ অনল ইত্যাদিও পর-পর। তারপর দেবদেবী, চন্দ্র-সূর্য্য, আকাশাদি উদিত হ'তে থাকে, কতরূপ জ্যোতিদর্শন হয়, ক্রমে উচ্চ হ'তে উচ্চতর লোকের দেবতা (presiding deity) এবং ধ্বনি জেগে ওঠে। তারপর এমন হয় যে সাধারণ অবস্থাতেই কত দেবমূর্ত্তি দর্শন এবং ধ্বনি শ্রুত হয়। আমাকে শ্রীকৃষ্ণ কত যে জ্বালিয়েছে তা' আর কি বলব! সহজভাবে সাদা চোখে কতবার শ্রীকৃষ্ণ দেখছি, বাঁশী বাজাচ্ছে—শুনছি। কিছুতেই ছাড়ে না, কত ভাব করে, কত ভালবাসে, ওতেই যেন আটকে রাখতে চায়, উচ্চতর সাক্ষাৎকার করতে আর যেতে যেন দেয় না, এইরূপ আর কি!

আবার বললেন—বিবেকানন্দের বীরবাণীতে তার সব realisation লিপিবদ্ধ আছে। পড়ে শুনালেন—গাই গীত শুনাতে তোমায়—কবিতাটি।

আমি—কিন্তু দেখে-শুনে বোধহয় তিনি সোঽহং-পুরুষে নিজের লয় করেছেন।

২৬শে চৈত্র, শনিবার—প্রাতে আশ্রমে পৌঁছিলাম। একটু বেলা হ'লে দেখি প্রফুল্লবাবু লণ্ঠন-হাতে কাঁথা-গায়ে আসছেন। শুনলাম, রাত্রে সাধনার্থ কাশীপুরে মহারাজের সাধন-মন্দিরে ছিলেন—সেখান থেকে এলেন। স্বামী জ্ঞানানন্দের মঠের মহানন্দ কয়দিন এখানে আছে। সকলে ব'সে নানারূপ কথা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দক্ষিণেশ্বরে একবার গেছলাম এবং হুগলিতে এদের (জ্ঞানানন্দ সম্প্রদায়ের) মঠেও গেছলাম। দু'টো জায়গায়ই বেশ ভাল লাগল। এখনও মহাপুরুষদের holy influence বেশ কাঁচা, তাজা আছে, তাই ভাল লাগল। কিন্তু কালক্রমে হ্রাস হ'য়ে আসে—follower-রা ঠিক-ঠিক তাঁদের

অনুসরণ করলে অনেকদিন ওটা ঠিক রাখতে পারে। কিন্তু যত দিন যায়, ঠিক অনুসরণ হ'তে মানুষ তত বিচ্যুত হয়। শেষে নিজের-নিজের মনের মত ক'রে ঐ idea-কে বদলে ফেলে। দেখুন, চৈতন্য, বুদ্ধ, শঙ্করকে আর ঠিক-ঠিক কেহ অনুসরণ করে না। নিজের মত চৈতন্য, বুদ্ধ, শঙ্কর গ'ড়ে নিয়েছে। তাই একই idea নিয়ে এতো দলাদলি। রামকৃষ্ণ, জ্ঞানানন্দ-সম্বন্ধেও কালে ঐরূপ হবে—তার সূত্রপাত হয়েছে এখন হ'তেই।

সন্ধ্যাবেলা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সবাই ব'সে আছি। কথা হচ্ছে। মহানন্দ বলছে, আমি একটা লিখেছিলাম যে ধ্বন্যাত্মক হিসাবে হ-রি-ম আর র-হি-ম প্রায় একই ধ্বনি হ'তে ব্যক্ত, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু উহাও ঠিক ধ্বন্যাত্মক নাম নহে—কতকটা আসল বীজ হ্রীং হ'তে ওদের উৎপত্তি। গোবিন্দ, মদনমোহন ইত্যাদি ভাবব্যঞ্জক নামমাত্র—তা' বীজ নয়; তা' জপ করলে বীজ জপের ফল হ'তে পারে না। আবার বীজমন্ত্র জপও যত বেশী internal হয়, যত গভীরতম প্রদেশে জপ করা যায় মনে-মনে ততই ফলপ্রদ। ক্রমে ওঁ-আদি বীজকে এরূপ deeply জপ করতে হয় যেন ওটা নিজের vital current-এর উপর ফেলে দেওয়া হয়, আর তাহ'লে তখন current ঐ বীজযুক্ত হ'য়ে বীজ জপের ফলে যেমন-যেমন change ঘটা দরকার তা' সত্বর উপস্থিত হয়।

রাত্রে সকলে ঘরের মেঝেয় ব'সে আছি। শ্রীশ্রীঠাকুর খাটিয়ায় শুয়ে আছেন। বললেন—"দেখুন, সোঽহং-পুরুষের উপরের অবস্থা কথায় বলা যায় না। সত্যলোক, সত্যপুরুষ, অলখ, অগম ইত্যাদির ভাষায় প্রকাশ করতে যতই চেষ্টা করা যাক্, তা' ঠিক হয় না; তবু যে চেষ্টা করা হয়, মনে হয় পারব। আর যতই বলতে গিয়ে degree by degree উপরে যাওয়া, ভাষারও সঙ্গে-সঙ্গে ডিগ্রি চড়ে বটে (বলতে-বলতে লাফ দিয়ে খাটিয়ার উপর হ'তে মেঝেয় প'ড়ে আমাদের সামনে ব'সে বললেন)—কিন্তু শেষে দেখা যায়, ভাষা সে-অবস্থার বর্ণনা দেবার পক্ষে বড়ই ছোট, এতো limited যে ও-দ্বারা যতই বলা যাক্, তার তুলনায় সে প্রায় মিথ্যাই হয়।"

একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"রাধাস্বামী নাম ধ্বনিত হ'চ্ছে বলা

ঠিকও, আবার ঠিকও নয়।" বলতে-বলতে খেতে যাচ্ছেন, বাইরে আমি সঙ্গে যাচ্ছি, খেতে বসলেন, ইঙ্গিত করছেন সামনে বসতে; বসলে বললেন, "দেখুন, ধ্বনিটা তো একভাবে প্রকাশিত স্পন্দন। রাধাস্বামী সেই স্পন্দনেরও জনক, এই হিসাবে ধ্বনিত বলা যায় না, স্পন্দনমুখী বলা যায়। কিন্তু আবার স্পন্দনমুখীর ভেতরও স্পন্দন ছিল তবে শব্দব্রহ্ম স্পন্দনের যতখানি প্রকাশ ততখানি নয়। এই হিসাবে নিস্পন্দ আদিকারণের ভেতরেও যেন গর্ভস্থভাবে (latent; vibrating within itself) স্পন্দন বা ধ্বনি আছেই, বটগাছটা যেমন সম্পূর্ণই বীচির ভেতর থাকে—তাই রাধাস্বামী নাম ধ্বনিত হচ্ছেও বলা যায়! শব্দ-ব্রহ্ম যে-হিসাবে স্পন্দন বা ধ্বনি, ওটা সে-হিসাবে ধ্বনি নয়—তার কারণরূপে।"

আমি—বেদে আছে, মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাণ বা স্পন্দন-শক্তি আদি-প্রাণে পরিণত হয়, আর প্রাণ তখন প্রায় গতিহীন হয় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গতিশূন্য হয় না। আদি কারণ নিজের মধ্যেই যেন স্পন্দিত হ'তে থাকে—শব্দ-ব্রহ্মাদি বা শব্দ-ধারা রূপে manifested থাকে না। বৈদিক সূত্রে বলেছে, 'আনীদবাতং' গতিহীনভাবে স্পন্দিত হয়েছিল। আর, প্রাণ বা শক্তির কম্পনেই যে সৃষ্টির আরম্ভ তাও বলা হয়েছে—'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।' 'এজতি' মানে কম্পিত। এজ্-ধাতু কম্পিত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই আদি কম্পনকেই শব্দ-ধারা বা শব্দ-ব্রহ্ম বা spirit current বলা হ'চ্ছে। আর, 'আনীদবাতং' অবস্থাটাই highest বা finest stage রা-স্বা—এই তো আমার বোধ হয়। আপনিও বোধহয় এই বলেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাঁ, প্রায় তাই; তবে ঐ 'আনীদবাতং' অবস্থার নিজের মধ্যস্থ গতির স্বরূপ পূর্ব্বে কেহ ব্যক্ত করতে পারেন নাই বৈদিক যুগাদিতে। সেই স্বরূপ—সেই গতিহীন ভাবের স্পন্দনের এক-এক stage হচ্ছে অলখ-অগমাদি। আর, তারই highest positionটাই রা-স্বা।

২৯শে চৈত্র, রবিবার—শিঙ্গা হ'তে সকালে কতিপয় ভক্ত এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের মধ্যে গিয়ে বসলেন। আর, বাংলা "যৌগিক সাধন" বইখানা—যা' নূতন কেনা হয়েছে, তাই দেখিয়ে বললেন, "দেখুন, অশ্বিনীদা,

এরাও আমাদেরই কথা বলছে—'ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ নাই, জগৎ ছাড়া ব্রহ্ম নাই, ভোগের জন্য ত্যাগ।' এরা আবার বলছে, সকল সাধকেই দ্বন্দ্ব ভোগ করে—সব্বাইকেই নানারূপ ভাবের দ্বন্দ্ব সহ্য করতে হয়,—তা ঠিকই। তবে সহ্য করতে হয়—তাতে অভিভূত হ'য়ে পড়তে নাই। আমার জীবনে কিন্তু কখনও দ্বন্দ্ব ও-রূপভাবে ভোগ করি নাই। বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সন্দেহ, নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিশেষ কিছু বোধ হয় নাই। সাধন করেছি—সাধন করার জন্যই যেন—নাম করেছি তো ক'রেই চলেছি—তাতে কী হবে-না-হবে, বা তাতে কী আছে-না-আছে, ভাবি নাই। করতে হয় ক'রে যাচ্ছি—এইরূপ।"

(ভাবছি, যিনি সর্ব্বদা স্ব-স্বরূপের স্মৃতিযুক্ত তিনি আর সাধন করবেন কি উদ্দেশ্যে। লোক-শিক্ষার জন্য তাঁর সাধন—সাধন for সাধন's sake তো হবেই। ইহাই তো লীলা। লোকগুরু—বিশ্বগুরু শ্রীভগবান্ তা' নইলে আর কী সাধন করবেন। এতেও নিজের পরিচয় দিচ্ছেন ইঙ্গিতে)। আবার বললেন, "নাম করতে-করতে এমন হ'ত যে প্রাণ যায়-যায়, শরীর এতো গরম হয়ে উঠতো যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে মনে হত। Thermometer হাতে ক'রে ধ'রে দেখছি ১১০ ডিগ্রি temperature উঠে যেত। পথে চলেছি, নাম করতে-করতে চারিদিক থেকে যেন আগুন জ্ব'লে উঠে ঘিরে ফেলতো, আর বাহ্যজ্ঞান-রহিত হ'য়ে প'ড়ে যেতাম। গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি দেখতাম যেন সব জ্যোতির। চলে যাচ্ছি সম্মুখে—যে-সব দেখছি যেন জ্যোতির গাছ, জ্যোতির মানুষ, জ্যোতির সব, এইরূপ।"

আবার নানা কথা হচ্ছে। বললেন, "আমার করবার কিছুই নাই জেনেও যে-সব করি, সে কেবল মায়ের জন্য। মা-ই যেন আমার জীবত্ব—মাকে আশ্রয় ক'রেই আছি। মা যেন জগতে—দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে—তার জন্যে আমারও তাই। তথাপি মাকে ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। এক মা'র উপরে যেন যত বহুত্ব প্রতিষ্ঠিত।"

আমি—একটা কিছু আশ্রয় তো চাই, একটা টান তো চাই, নইলে এভাবে শরীর ধারণ ক'রে থাকা চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা টান বটে; কিন্তু তার উপরে বহু খেলছে—তার জন্যই যেন বহুর সঙ্গে সম্বন্ধ।

ভাবছি, ধন্য মা—যার জন্য তোমার জীবত্ব স্বীকার। যিনি পরম শিবকে জীবত্ব দিয়েছেন—কি গভীর প্রেমই তাঁর হৃদয়ে, যে-প্রেমে তিনি প্রেমস্বরূপকে বন্ধন করেছেন, যে-প্রেমে স্বেচ্ছায় তিনি বদ্ধ হয়ে আছেন। এমনি মা না হলে কি আর এমন বিশ্বত্রাতা পুত্র হয়?

আবার কথা চলছে। ভক্তদের কে কেমন, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—"অশ্বিনীদার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা—ভগবান্ দেখা, ভগবান্ নিয়ে নাড়াচাড়া, খেলা করা; তাই যাকে-তাকে ভগবান্ বানিয়ে ফেলে।

"কথাটা ঠিকই, তবে অশ্বিনীদার ভাগ্যবশে নর-বিগ্রহধারী ভগবান্ মিলেছে বটে এবং তার সঙ্গে খেলাও চলছে! অশ্বিনীদা কাউকে ভগবান্ বানায় নাই—ভগবান্ই অশ্বিনীদাকে কৃপা করতে নরদেহে আবির্ভূত।" সত্যই ধন্য হয়ে গেলাম আমি এবং আমার ন্যায় অন্যান্য ভ্রাতারা—যাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অহৈতুক কৃপাবশে খেলা করছেন, লীলা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে আবেগভরা বুক নিয়ে কথাবার্ত্তা হতে-হতে হঠাৎ কেমন যেন আমার মনের ভাবগুলি কেমন একটা ধাঁজ নিয়ে সার্থকতার আবেগের ভেতর-দিয়ে টগ্‌বগিয়ে ফুটে উঠতে লাগলো—আবোল-তাবোল ভাবতে লাগলাম—

হে প্রভু, এ কী দেখছি, কী শুন্‌ছি আজ! সেই তুমি, সেই আমি, সেই বিশ্বজগৎ, সবই তো আছে। গত পাঁচ বৎসর ধ'রে যেমন ছিল তেমনি তো আছে। তবে সহসা এখন তাদের সব কেমন বদলে যাচ্ছে কেন? যেন সেই তুমি আর সেই তুমি নাই, আমিও সে-আমি নাই। কি মোহন তুলিকা এ-চোখে বুলিয়ে দিলে, সব বদলে যাচ্ছে—এ যেন এক ভিন্ন জগৎ দেখছি! এতদিন তো এ চোখে পড়ে নাই, আজ কি এক দিব্য পরশে কি এক দিব্য চক্ষু দান করলে প্রভু! অথবা তোমার দিব্যভাব এতদিন আমার নিকট অপ্রকট ছিল, আজ তাই যেন প্রকট হচ্ছে। তোমার সেই কথা, সেই চাহনি, স্পর্শ সবই আজ নূতনভাবে দেখছি। আজ প্রতি কথায়, প্রতি চাহনিতে, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে যেন তোমার ভগবত্তা আমার সামনে প্রকাশিত হচ্ছে। দেখেছি, শুনেছি তোমায় কতদিন, কিন্তু এ কি! এমন তো কোনও দিন দেখি নাই! আজ সবটাই যেন নূতন অর্থ,

নূতন ভাব কি-এক দিব্যভাব ফুটে উঠছে। আর, যতই তুমি ফুটে উঠছো—ততই যেন আমার আমি সার্থকে মিলিত হচ্ছে। চিরদিনের কত যত্নের আমিটাকে যেন আর রাখতে পারছি না। যে-আমিকে এতদিন ধ'রে এতো পুষ্ট করেছি, এতো তুষ্ট করেছি, আজ সহসা তাকে ঢেলে দিতে ভয় হচ্ছে; কিন্তু তা' ব'লে উপায় নাই,—ভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে আবার আনন্দও হচ্ছে। এই আমির ভেতর-দিয়ে যে তুমি কেমন ক'রে গজিয়ে উঠছো—একটা অবশ চেতনায়িত সংজ্ঞায়,—তাই তোমাকে দেখে বিস্ময় এবং আনন্দ দুই-ই হচ্ছে। যদি তুমি কৃপা ক'রে প্রকাশিত হও—তবে যাক্, আমার সব আমি ডুবে যাক্ প্রভু।

কিন্তু কখনও স'রে যেও না, থাকো—চিরদিন থাকো, বিরতিহীন হয়ে থাকো,—বৃত্তিপুষ্ট বৃত্তিস্বার্থান্বেষী মন যেন তাদের ছলনায় বা প্ররোচনায় এ আমারে তোমার আসক্তি ও স্মৃতিহারা না ক'রে তোলে। কি আর বলবো নাথ। আবার মনে হতে লাগলো—

আমার চোখে তোমার এই দিব্যভাব প্রথম প্রকাশে যেন বিস্ময়যুক্ত ভয় এবং লজ্জার ভাব এসে পড়ছে আর ঘেঁসতে সাহস হচ্ছে না। ভাবছি, কি নিয়ে কি করেছি এতদিন, আর সঙ্কুচিত হচ্ছি, লজ্জিত হচ্ছি। কিন্তু তা' ব'লে 'একান্ত সঙ্কোচ ক'রে একধারে আছি স'রে' এমন ক'রে বেশীক্ষণ থাকবারও যে যো নাই। তুমি যে অন্তর্য্যামী, অহৈতুক কৃপাসিন্ধু। অমনি এসে কোলে টেনে লও, সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙ্গে দাও। তখন তোমার পরশে, তোমার কথায় মোহিত হ'য়ে তোমায় নিয়ে করি খেলা—ভুলে যাই তুমি কে! আবার, যেই চোখে পড়ে তোমার দিব্যভাব—আমার এই ক্ষুদ্রত্বের দিকে নজর প'ড়ে যায় ব'লে অম্‌নি জড়সড় হ'য়ে পড়ি। প্রভু, এ কি খেলা, এ কি ভাব? হোক, তোমার যা' ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক, যেন তোমার হস্তে এমনি যন্ত্রবৎ থাকি—প্রভু, তাই কর, নাথ, তাই কর। নিঃশেষে যে নাও এ-আমিত্বকে। আর হৃদয়েশ্বর, তুমি প্রতিষ্ঠিত হও আমার যা' কিছুতে, সব হৃদয়ে।

৩০শে চৈত্র, সোমবার—সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, মাথায় যেন চাবি দেওয়া রয়েছে, কাল থেকে খুলছে না, আর বলব কি? কেন এমন হলো বলুন তো? আর বুদ্ধি ক'রে ভেবে-চিন্তে

একটা বলা আসে না—বলতে গেলেও সেরূপ হয় না। মাথার চাবি খুলে গেলে তখন আপনা-আপনি কত কথা কইতে ইচ্ছা করে, আর কত-কত কথা বলি।

আমি—আর সকলের চাবি আপনার হাতে, আপনার চাবি আবার কার হাতে? আমার মনে হয়, আপনার মাথা খোলবার চাবি ইচ্ছায় আপনি অপরের হাতে দিয়ে রেখেছেন। সে-চাবি এই আমাদের হাতেই আছে। আমার মনে হয়, আমরা তীব্র ব্যাকুলতাসহ জিজ্ঞাসু হওয়াই আপনার মাথার চাবি খোলা। আমাদের কারও মধ্যে যে-মুহূর্ত্তে কোনও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় এবং আপনার সমীপস্থ হই, তখনই চাবি খোলে আর কি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, বীরুদার কাছে আমার পথ-কুড়ানো অনেক মালমশলা আছে। আগে-আগে যখন আপনি মোক্তারি-আদি কাজে ব্যস্ত থাকতেন, সর্ব্বদাই কাছে থাকতে পারতেন না—বীরুদাই সর্ব্বদা কাছে থাকতো, সঙ্গে-সঙ্গে নানা স্থানে যেত, তখন তাকে ঢের কথা বলেছি, যা' মনে হতো তাই বলেছি। আমার দুনিয়ায় আমি যা' দেখেছি তার অনেক কথা বলেছি। বীরুদা বলতো সে নাকি অনেক বিজ্ঞানের কথা। অনেক তত্ত্বের কথা—অনেক-অনেক, নাকি অনেক রকম। কিন্তু সে-সবের কোনও হদিস নেই। হদিস থাকা ভাল—ভবিষ্যতে কারও দ্বারা worked out হতে পারে। আপনাকে বললে সে-সব কায়েম ক'রে রাখতে পারেন, কিন্তু চেষ্টা ক'রে সে-সব এখন বলতে পারছি না। যেন চাবি দেওয়া আছে। বীরুদার কাছে শুনে নেবেন। সেগুলি কিন্তু তার শোনা কথা হবে আর কি! সে তার শোনা কথা বলবে, আপনি সায়েস্তা করবেন।

পূর্ণ কবিরাজ (বি-এ) কেমন ম্যানতামারা হ'য়ে গেছে। ঠাকুরের কাছে বলছে—ধ্যান-জপাদি সাধন-ভজন ভাল করতে পারি না ব'লে মনে দুঃখ, কেন করতে পারি না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না হোক গে তোর ধ্যান-জপ—ক'রে কাজ নাই। এখন ধ্যান-জপের চেষ্টা ছেড়ে খুব physical work করলে বেঁচে যাস্। খুব খেটে-খুটে বেড়ানো দরকার—খাটতে-খাটতে জান গেল-গেল হবার দরকার, তাই আগে

করগে—তম ঢুকেছে, রজঃ দ্বারা তমকে দূর কর আগে—তারপর! ওরে এতে double promotion-এর ব্যবস্থা নাই—তম থেকে একেবারে সত্ত্বে যাবার যো নাই। আগে ঘোর রাজসিকতা নিয়ে আয়—তারপর সত্যাশ্রয়ে ধ্যানাদি খুব হবে। কিছুদিন খুব খাটা-ই এখন তোর শ্রেষ্ঠ সাধন।

আজ আমায় বলছেন, "আপনি অনেক শুধ্‌রেছেন বটে, কিন্তু এখনও সকলের সঙ্গে এমনতর ক'রে মিশতে পারেন না যে, সকলে আপনাকে পছন্দ করে। এমন হ'তে হবে যে সকলে তাদের সব আপনার উপর ছেড়ে দিতে পারে। লোকের সঙ্গে ২।১ মিনিট আলাপ-পরিচয়ে সে বন্ধু ব'লে মনে করবে। এইরূপ চাই। দিন-কতক সাধন করুন।"

প্রাতে Deputy Sanitary Commissioner Dr. B. Brahmachary এবং তাঁর স্ত্রী কলকাতা থেকে এখানে এলেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষিতা এবং সাধন-অনুরাগও আছে। কমিশনারবাবু—দেখলাম লোক বেশ social, সদালাপী কিন্তু ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু নয়, ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ইত্যাদি জানবার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। যেমন অবস্থায় আছেন—বড় চাকরী করছেন—তাতেই বেশ তৃপ্ত আছেন। বিষাদ-যোগ বা বিস্ময়-যোগ কোনটাই এখনও উপস্থিত হয় নাই—যা' থেকে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা আসে। সন্ধ্যায় ফিরে গেলেন—তাঁর স্ত্রী রইলেন।

৩১শে চৈত্র, মঙ্গলবার—মধ্যাহ্নে তেল মাখছেন, নাইতে যাবেন। বলছেন, "অশ্বিনীদা, এর মানে কী বলুন তো—পৃথিবী ভার সহ্য করতে না পেরে অসুরদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে কেঁদে প্রার্থনা জানালে। ব্রহ্মা ভগবানকে জানালেন, আর ভূভারহরণে তাঁর অবতরণ হলো।"

আমি—ঠিক বলতে পারি না, তবে রূপকে একটা তত্ত্ব-ব্যাখ্যা করা হয়েছে ব'লে বোধ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জগতের বহু অত্যাচারে উৎপীড়িত জনগণ সমবেতভাবে আকুল প্রার্থনা করে—অত্যাচার হতে রক্ষা পাবার জন্য; বিশ্ব-মানবের সেই প্রার্থনা যেন centred হয়—তাই ব্রহ্মা। এবং সেই আকুল আহ্বান বিশ্বনাথের

চরণতলে পৌঁছিলে তিনি উচ্চতর উচ্চতম লোকের মহাপুরুষগণকে প্রেরণ করেন, কখনও বা ঈশ্বর—সৃষ্টির স্তর-বিশেষের লোকবিশেষের presiding deity বা সর্ব্বোচ্চ স্তরের presiding deity স্বয়ং অবতীর্ণ হন। অবতীর্ণ হন, অর্থাৎ তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা ঘনীভূত হ'য়ে নরবিগ্রহ আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁরা জগতের ভাব হরণ করেন। অর্থাৎ, তাঁরা স্বরূপের স্মৃতিযুক্ত মানব হ'য়ে শুদ্ধতম মানব-বিশেষ তাঁর যন্ত্র-স্বরূপে চালিত হয়ে অপর মানবগণের মধ্যে ঐ স্মৃতি জাগরিত ক'রে দিতে থাকেন। আর, মানব স্মৃতি-জাগরণের ফলে, শক্তি-সঞ্চারণের—উদ্বোধনের ফলে—আপাত-প্রতীয়মান দুঃখের রহস্য ভেদ ক'রে ফেলে ব'লে আর বিচলিত হয় না। এইরূপে জাতকে জাত—nation-কে nation-এর বহু লোক দুঃখের হাত হ'তে নিস্তার পায়। এ নয় যে, তাঁরা physically জগতের রোগ, শোক, মহামারী একেবারে উঠিয়ে দেন। জগতের ও-সব যেমন থাকা দরকার তা' থাকে—তবে লোক বিচলিত হয় কম—তাঁর তত্ত্ব বুঝে।

[পাঁচ]

সন ১৩২৭ সাল

১লা বৈশাখ, বুধবার—শ্রীশ্রীঠাকুর আজ খুব ভোরে উঠেছেন। সাড়া পেয়ে তাঁর নিকটে গিয়ে প্রণাম করলাম। বললেন, "আজ নববর্ষের প্রথম দিন—হালখাতা"—ব'লে গলা জড়িয়ে ধ'রে বাম কানে মুখ লাগিয়ে সুর ক'রে বললেন (দক্ষিণ কানে শুনি না বলে বোধহয়)

"কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ
ওরে—ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ,
ওরে—সেই সে পরমানন্দ
আমারে যে ভালবাসে।"

সুশীল উঠে কাছে এলে বললেন, "সুশীলদা, নূতন বছরে উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্, নিবোধত।"

কথাগুলি এমনিভাবেই বললেন যে হৃদয়ের গভীরতম স্থলকে স্পর্শ করলো—যেন চোখের সামনে নূতন দৃশ্যপট খুলে গেল—নূতন জীবন, নূতন কর্ত্তব্য, নূতন পন্থা—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান হ'য়ে যেন মানস-পটে ভেসে উঠলো।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে বহু ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে ব'সে আছেন। নানা কথা চলছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবন আলোচনা হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবানের অবতার বলতে কী বুঝতেন?

আমি—গীতা ইত্যাদি আলোচনা ক'রে যা' বুঝি তাতে সর্ব্বভূতে অব্যক্তভাবে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার এক স্থানে বিশেষ বিকাশকে তিনি অবতরণ বলেছেন। এ নয় যে শ্রীভগবান্ বা পরমাত্মা তথায় ছিলেন না—এক স্থান হ'তে এসে জন্মালেন। তবে যে অবতারাদির জন্ম বলা হয়েছে, তা' যে নরদেহে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন, ঐ নরদেহের শুদ্ধসত্ত্বত্ব অর্থাৎ তাঁতে পরমাত্মার প্রকাশের উপযোগিত্ব নির্দ্দেশ করবার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাঁ তাই।

আবার কথা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূর্ণ-অবতার, অংশ-অবতার ইত্যাদি যে বলা হয়েছে, সে বিকাশের তারতম্য লক্ষ্য ক'রে। তিনি সদাই পূর্ণ—তাঁ' হ'তে অংশ অবতরণ হ'লেও তিনি পূর্ণ এবং যতই অংশ অবতার হোক, সেইসব প্রত্যেক অংশও পূর্ণ। একস্থানে তাঁর পূর্ণ প্রকাশ মানে—খুব বেশী বিকাশ। এ নয় যে অন্য স্থানে আর তৎকালে আদৌ প্রকাশ হ'তে পারবে না। একই সময়ে তিনি বহু আধারে প্রকাশিত হ'তে পারেন এবং ঐ-রূপে প্রকাশিত হন নাই এমনভাবেও বিরাজিত থাকতে পারেন। নিঃশেষে একস্থানে প্রকাশিত—এ হতে পারে না।

আমি—হাঁ, তবে যে সাধারণতঃ বলে এই স্থানেই এই একাধারেই তাঁর এখন পূর্ণ প্রকাশ, আর কোথাও এখন তাঁর প্রকাশ নাই বা হ'তে পারে না, সেটা গোঁড়ামীমাত্র বলে বোধহয়;—বর্ত্তমানে "—" আদি গোঁড়ামীবশে এইরূপ বলছে—আর সেকালে বৈষ্ণব গোস্বামীগণ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" কথার ব্যাখ্যায় ঐরূপ বলতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু নিজেকে ও-রূপ বলেন নাই। তিনি নিজেকে ঈশ্বরীয় বিভূতি-বিশেষ—নারায়ণ—ঋষি ইত্যাদি ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, পরাশরাদি পুরাণাদিতে যখনই ভগবানের অবতার বর্ণন করেছেন তখনই সম্পূর্ণ ভগবান্ একস্থানে বিশেষ প্রকাশ হ'য়ে পড়েছেন আর কোথাও কিছু নাই—লোকে পাছে ঐ-রূপ ধারণা ক'রে বসে এবং তাঁর ব্যাপ্তিকে সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলে ভেবে ভগবানের অংশ, কলা ইত্যাদি অবতরণ হয়েছে এইরূপ বর্ণনা করেছেন। বৈষ্ণব গোস্বামীগণ "স্বয়ং" কথাটার উপর ঝোঁক দিয়ে যত গোল করছেন। "স্বয়ং" কথাটা অংশতেও পূর্ণতা বিদ্যমান সূচীত করবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ণের সকল aspect-ই ঐ অংশে বর্ত্তমান—complete in itself, এইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাঁ তাই।

আবার কথা হচ্ছে।

আমি—শ্রীকৃষ্ণ অবতার, অথচ গীতা অর্জ্জুনের অনুরোধে পুনরায় বলতে পারলেন না। বললেন, আমি যে তা' যোগযুক্ত হ'য়ে বলেছিলাম,—এখন আর

তেমন ক'রে বলতে পারবো না। তাহ'লে কি তিনি সর্ব্বদা স্বরূপের স্মৃতিযুক্ত থাকতেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্বদা স্বরূপের স্মৃতিযুক্ত থাকলেও বলা আসে না, বলেন না। কারণ, বলতে হ'লেই তেমনি impulse-এর প্রয়োজন। সব সময়ে তো আর তা' আসে না! আর, তা' যখন-তখন ফরমাসমত বলতে ইচ্ছাও হয় না—উপযুক্ত impulse পেলে আপনিই বলা আসে। তখন যেন একটা vision নিয়ে আসে, পরে আবার স্মৃতি-সহায়ে ইচ্ছা ক'রেও তেমন বলা যায় না। সে বলা প্রত্যক্ষ ক'রে বলা—সত্য সাক্ষাৎকারের বর্ণন। ঐ revelation স্মৃতি-সহকারে নয়—সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বলা। হিসাব ক'রে স্মৃতি-সহায়ে আবার বলতে গেলেও ঠিক সেইরূপ বলা যায় না। বললেও তাতে তেমন force হয় না—সেটা original হয় না। তাই যখন যা' revealed হয়, সেই ঠিক।

২রা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—বেলা প্রায় ১১টা, আশ্রমের উঠানে দাঁড়িয়ে আছি। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে গলা জড়িয়ে চুমো খেয়ে বুকের ভেতর চেপে ধরলেন। তারপর কাঁধে হাত দিয়ে নদীর ধারের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে সুশীল, বিরাজদা, পূর্ণ কবিরাজ, কৃষ্ণ রায়চৌধুরী, রাধাবিনোদ, উপেন দে প্রমুখ বহু ভক্ত রয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাচাটার উপর শুয়ে পড়লেন। শুয়ে দ্বিজেন রায়ের "মহাসিন্ধুর ওপার হতে" গান করছেন। গান শেষে বললেন, ঐ যে—যে 'আমারে' ভালবাসে। ঐ 'আমারে' বলতেই বুঝেছি—I with all—with everything in the world. আমি বলতেই ঐ-রূপ সব নিয়ে আমি—এই idea হয়। সাধারণতঃই এইরূপ হয় সব নিয়ে আমি, সব-কিছুতেই আমি দেখি, প্রত্যেকের ভেতরেই আমি, কেবল খোলসটা আলাদা দেখি, যেমন চিমনীর মধ্যে আলোটা। Universal I টা-ই 'যেন' 'আমি'র সাধারণ ভাব—বুদ্ধি ক'রে হিসেব ক'রে ব্যবহারিক আমি প্রয়োগ করতে হয়। যেমন বিদ্যুৎ চমকালে সঙ্গে-সঙ্গে সব জিনিস আলোকিত দেখা যায়, তেমনি 'আমি' বলার সঙ্গে-সঙ্গে সব জিনিসেই 'আমি' দর্শন হয়। কেমন 'আমির' চমক যেন লেগেই আছে।"

আবার বললেন,—"যে-অবস্থায় ভাববাণী বেরোয়, ওটাও আমারই একটা অবস্থা। আর, conscious অবস্থাই; তবে মনে ক'রে সব এখন বলতে পারি না। কেমন, যেমন ঘুমিয়ে কত কী দেখা এবং কথা বলা।" আপন মনে তার বর্ণনা দিচ্ছেন, "ঘুমিয়ে থাকতেও অচেতন নয়, একটা অবস্থান্তর আর কি।"

সুশীল—আচ্ছা, যখন এই চন্দ্র, সূর্য্য, নদী ইত্যাদি জগৎ চেয়ে দেখছেন, তখন আমাদের দেখে যেমন লাগছে, তাই কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাঁ, সবটার ভেতর-দিয়েই কেমনতর একটা thread essence of identity without any effort as if automatically or unconsciously জেগে ওঠে। মনে হয়, বিশ্বদুনিয়া যা' within my jurisdiction of senses or above the jurisdiction of my conception সবই যেন তিনি একদম হুবহু ভরতি হ'য়ে আছেন। তেমনি আবার প্রতি ব্যষ্টি বা individual-এর ভেতরও তেমনি হুবহু সবটা ব'লেই মনে হয়, এমন-কি এই জ্যান্ত শরীরী আমিটাকেও। মনে হয়, জগতের প্রত্যেকটি প্রত্যেক রকমে যেমন আমার তিনি হ'য়ে 'আমি' 'তুমি' ভেদবুদ্ধি-পরবশ লীলা করছেন, এ-লীলায় যিনি আলিঙ্গন করছেন সেও যেমন তিনি—সে আলিঙ্গনভরা ব্যক্ত আলিঙ্গনকে যিনি গ্রহণ করছেন সেও তিনি। এই প্রত্যেক 'তিনি'র প্রত্যেকটি ব্যক্ত শরীরী যেমন এক-একটা আমি, তেমনি তিনিরই ব্যক্তাবির্ভাব জ্যান্ত শরীরী এই আমিটাও সেই তিনিই। আর, যেন এর ভেতরই যা'-কিছু প্রত্যেক আমি সার্থক ও সৌষ্ঠব হ'য়ে উঠেছে এই আমিতেই—এই আমাতেই। যেমনতর প্রত্যেক ব্যক্ত-শরীরীই হউক আর অব্যক্ত-শরীরীই হউক তেমনতর তেমনি তার কাছে অমনতরই সার্থক ও সৌষ্ঠব হ'য়ে উঠেছে—তা' বুঝুক আর নাই বুঝুক। স্বীকার করুক আর নাই করুক—এই ব'লে আমার মনে হয়। তাই প্রত্যেকের প্রতি সেবা বা করাটাও নিজের জীবন ও বৃদ্ধির দায়ে যেমনতর, ঠিক যেন তেমনতরই। কোথাকার কোন-কিছু খাঁকতি যেন আমারই খাঁকতি, আমারই অজানা। আমার প্রত্যেক জানাগুলি প্রতি-প্রত্যেকের ভেতর যতক্ষণ জানা হ'য়ে দীপ্ত হ'য়ে উঠেনি, আমার মনে হয়, আমার জানাটাও ততখানি সার্থকে দীপ্ত হ'য়ে উঠে নাই।

তাই, তার জন্য আমার প্রয়াস বা প্রচেষ্টা বা করার আকৃতি, বাঁচাবাড়ার টান প্রত্যেকের যা' সেই প্রতিপ্রত্যেকের প্রত্যেকগুলি যেন আমারই স্বার্থ—আমারই পোষণ-উপকরণ। তাই, ও-সব যেন না ক'রেই পারি না। অথচ এমনি চলনসই স্বাভাবিক-ভাবে দেখতে গেলে আমি যা' করছি তা' যেন আমার স্বার্থের পক্ষে একটা বেকুবী—একটা নিছক unprofitable concern. যাই হউক, তাহ'লেও আমার ভেতরকার sensation of তৃপ্তি অন্যকে জীবন ও বৃদ্ধিতে প্রবুদ্ধ ক'রে, উন্নত ক'রে তুলতে পারলেই—ঐ একটা sensation of identity-র ভেতর-দিয়েই automatically হ'তে থাকে। তাতে বেশ খুশিও যেন থাকি। সে-জন্য আমি কাউকে কখনো দয়া-টয়া করি ব'লে মনেই হয় না। মনে হয় আমার চাহিদাকেই অমনতর আহরণের ভেতর-দিয়ে, সেবা-সৌষ্ঠবের ভেতর-দিয়ে nourished and fulfilled করছি। থেকে-থেকে আরও মনে হয়, এই বাঁচাবাড়ার কথা শুনে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে যাঁরাই কিছু-না-কিছু অমনতর বলছেন মনে হয় তাঁরা নেহাৎই আমাকে কৃপা করছেন। আর, ঐ কৃপাই দয়া ক'রে রক্ষা বা বাঁচাবাড়ায় উন্নত ক'রে তুলে থাকে। তাতে বাড়ে জীবন, বাড়ে যশ বা ব্যাপ্তি, আর বাড়ে বিবর্দ্ধিত হ'য়ে উন্নত চলনায় অনন্তের পথে। তাই আমার,—আমার কেন, এমনতর চিন্তাশীল প্রত্যেকেরই কাছে মনে হয়। পাপ ব'লে, পুণ্য ব'লে, হীন বা উচ্চ ব'লে, ছোট বা বড় ব'লে জীবনের বাস্তব sensation-এ কোন demarcation আছে ব'লে মনে হয় না। আছে শরীরমাখা প্রাণবান সত্তার আকুল আহরণ-পোষণশীল বাঁচাবাড়ার পরম বুভুক্ষা। তাই, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহতারা-নক্ষত্রই দেখি, সাপ-বাঘ-ব্যাঙ্ বা মানুষ-গরু ইত্যাদি যা-ই দেখি, ঐ-রকম একটা ধাঁজের ধূঁয়ো জীবনটাকে কেমনতর একটা চপ্‌কা আচানক রকমে অভিষিক্ত ক'রে automatically বইতেই রয়েছে—আমাকে এই আমার মত দেখেও, ব্যবহার ক'রেও।

সুশীল—আচ্ছা, শ্রীরামকৃষ্ণ তো প্রথম অবস্থায় ঈশ্বর-লাভের জন্য মাকে পাবার জন্য কত আকুলি-বিকুলি করেছেন; আপনারও কি ঐরূপ হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোনদিনও নয়। কাউকে পাবার জন্য কাঁদাকাটির ভাব কোনদিনই মনে আসে নাই। পাব আবার কি? পাওয়া-পাওয়ি কোনদিনই ছিল

না—তবে সাধন করেছি—যেমন বলেছে বা শুনেছি, তেমন ক'রে গিয়েছি। করতে হয়, করেছি মাত্র। আর, করলে যেমন-যেমন হয় তা' হ'ত। তাছাড়া আর কিছু নয়।

আমায় বললেন,—"অশ্বিনীদা, এই আমিকে বিশ্বাস করুন, এতে faith ন্যস্ত করুন, accept করুন with all energy, তাহ'লেই অশ্বিনী-মোচন হবে অষ্টবজ্রের মিলনে; আত্মার উদ্বোধন হবে, জাগরণ হবে। Faith দ্বারা chloroformed হ'য়ে থাকলে দুঃখ-কষ্ট বিচলিত করতে পারে না, বরং তার মাঝে দয়া অনুভব করবেন। মনে করুন, তিনি আমার অর্থাৎ এই রকম স্বীকার ও ভাব, এটা যেন chloroform আর তদনুযায়ী work-এর ভেতর-দিয়ে নিজেকে activate করা হচ্ছে chloroform-এর under-এ আসা। এই স্বীকার ও স্বীকার-অনুযায়ী নিজেকে activate করাটাই যেন faith."

বিরাজদা—আচ্ছা, মনে কত মন্দ ভাব, মন্দ ইচ্ছা ওঠে, তা একেবারে প্রতিরোধ করা যায় কি? আর উঠলে তা' লোকের কাছে বলা ভাল কি? ভাল হ'লে কার কাছে বলা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—"থাকতে হলেই একটা সঙ্কোচ ও একটা প্রসারণের ভাব নিয়ে থাকতে হয়—নইলে থাকা যায় না। মনে সঙ্কোচের ভাব থাকেই—সঙ্কীর্ণতার তরঙ্গ উঠেই—তবে তা' থেকে ফাঁকে থাকতে হয়, অর্থাৎ তাতে attached হ'তে নাই—unattached থাকতে হয়। ঐ-সব অভিজ্ঞতাই যদি না থাকবে তবে বুদ্ধ-রামকৃষ্ণাদি কামিনী-কাঞ্চনের dark side-এর কথা বললেন কি ক'রে? মনে সঙ্কীর্ণতার দিকটা উঠলেও নিজে unattached থাকেন এবং তাই জীবকে তেমন থাকতে বলেন, ওতে কিছু আসে-যায় না—মনে ও-রূপ তরঙ্গ উঠলেই প'চে যায় না, তবে ওতে attached না হলেই হ'লো—তরঙ্গে ভেসে না গেলেই হলো নিজে,—সাক্ষীস্বরূপ হয়ে থাকলেই হলো।

"আর, মনে ও-রূপ উঠলে তা' ব'লে ফেলাই ভাল—যে আপনাকে build up করতে পারে, তার কাছে বলতে হয়। তাতে অনেক বাঁচোয়া হয় ওতে attached হবার হাত থেকে।"

এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর নদীতে নাইতে গেলেন। আমিও গেলাম। ঘাটে গিয়ে বলছি, আজ হঠাৎ তো চাবি খুলে গেল এবং অনেক মাল বেরিয়ে এলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাবি খোলার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন—ওতে বুদ্ধি গেলে আবার বন্ধ হ'য়ে যাবে।

আমি—এখন আমি বন্ধ করতেই চাচ্ছি, তাই মনে ক'রে দিলাম। কারণ, যা' পেলাম তাই আগে assimilate করি—নইলে একযোগে অনেক হ'লে হজম করতে পারবো না। ক্ষুদ্র মাথা—ধ'রে রাখতে পারবো না।

আবার বললেন, "একটা অবস্থা আছে যেখানে past-future নাই, সবই ever present. জগতের সঙ্গে ব্যবহার চালাবার জন্য past, future বলা-কহা।"

বেলা ৪টা। শ্রীশ্রীঠাকুর ছোট খাটের উপর শুয়ে আছেন। আমাকে পাশে ব'সে হাতের আঙ্গুল টানতে বলায়—পা ঝুলিয়ে ব'সে আঙ্গুল টানছি। পূর্ণ কবিরাজ, রতি ইত্যাদি মেঝেয় ব'সে আছে। মহারাজ ঘরের অপর পার্শ্বে তাঁর ছোট খাটটির উপর ব'সে কী লিখছেন।

৩রা বৈশাখ, শুক্রবার—শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিত্যলীলা, unchangeable change—এই সদা-পরিবর্ত্তনশীল সৃষ্টির নিত্যত্ব—সনাতনত্ব—বুঝলেন? বলুন তো কী বুঝলেন?

আমি—সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যেক ব্যষ্টিভাবের—প্রত্যেক পৃথক-পৃথক সত্তার সদা পরিবর্ত্তনীয়তাই 'লীলা'। কিন্তু এই লীলা, এই পরিবর্ত্তনটা সমষ্টিভাবে as a whole আবার চলছে অনাদি কাল হ'তে। তাই এরও নিত্যতা বলা হচ্ছে—তাই নিত্যলীলা।

রতি (শ্রীকৃষ্ণের জীবন পাঠ ক'রে বলছে)—শ্রীকৃষ্ণ যে 'অবতার' হবার কথা—অবতরণের কথা বলেছেন, সে তো কোনও নরবিগ্রহের সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা তাঁরই বিশেষ বিকাশ, কোন স্থানে কারও এসে জন্মান নয়—তবে কি এরূপ অবতরণ হয় না?

আমি—তা' হবে না কেন? পরমাত্মার অবতরণ ঐরূপ। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে,

বহুত্বের মধ্যে যতক্ষণ বহুত্বের জ্ঞান তোমার আছে, নানা লোক—স্বর্গ, তপ, মহ, জন, সত্যলোকাদি যা' আছে তথায় দেব, দেবতা, ঋষি পরমহংস, মুক্তপুরুষ—আবার এক-এক লোকের এক-এক স্তরের presiding deity ইত্যাদি সব আছে—তাঁরা নরদেহ ধারণ ক'রে জন্মাতে পারেন,—সেরূপ অবতারও হয়। যেমন জগতের জীবের জন্মান্তর হয়, কিন্তু চরম একত্বের—পরমাত্মার স্ফুরণ যদি হ'য়ে যায়, তাহ'লে তার আর জন্মান্তর বা ওরূপ অবতরণাদি কি হবে? তাঁর যাওয়াই বা কি, আর আসাই বা কি? অর্থাৎ, আমাদের হিসাবের যাওয়া-আসা বাহ্যতঃ দৃশ্যতঃ তাঁতে ঘটলেও—তিনি চরম একত্বে অধিষ্ঠিত থাকায় সে যাওয়া-আসা যাওয়া-আসা ব'লে আমাদের মত অনুভব করেন না। চিরদিন—চিরস্থির—সর্ব্ব ব্যাপিয়া আছেনই দেখতে পান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, ঐ যে দু'রকম অবতরণ বললেন তার তফাৎ কী? অর্থাৎ, একটি দেব-বিশেষের অবতার, আর একজনার মধ্যে পরমাত্মার পূর্ণ প্রকাশ—এর কী লক্ষণ দেখে তফাৎ বুঝতে পারবেন?

আমি—আমার মনে হয়, দেবতা-বিশেষ অবতার হ'লে তাঁতে তাঁর personal God ভাব, বা দেব-ভাব পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ ব্যবহার, সেইরূপ বলা-কহা—যেমন, আমি রাম বা আমি নারদ, ইন্দ্র বা নিতাই ইত্যাদি প্রকাশ পায়। আর, যাতে পরমাত্মা স্ফুরিত, সেই অবতার তা' বলতে-কইতে ভালবাসেন না—যদিও তিনি ও-সব বলেন। কারণ, সবই তাঁতে অধিষ্ঠিত, তাঁর impersonal ভাবের বিকাশই বেশী। আর, আমি পরমাত্মা—আমি 'আমিই'—আমি সব, আমি সকলের, সকলেই আমার ইত্যাদি বেশী বলেন-কহেন এবং সেইরূপ আচরণ দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর কী হয় জানেন? পরমাত্মা যাতে পূর্ণ বিকশিত, তাঁর অনুসরণ করলে, এমন-কি তাঁতে যে apparent human weaknesses আছে, মনে হয় তা' শুদ্ধও ভালবেসে তাঁর অনুসরণ করলে জীব কারণমুখী হয়, অর্থাৎ একত্ব বা পরমাত্মবোধ তাতে ফুটে উঠতে থাকে। আর, personal God বা দেবতা-আদির অবতারের অনুসরণ করলে তেমনটি তা' হয় না—তাতে জন্মমুখী থাকতেই হয়। তার স্বারূপ্য বা সালোক্যাদি লাভ হবার

পর আবার জন্মাতে হয়। কারণ, চরম একত্ব—পরমাত্মা-তত্ত্ব realised না হ'লে নিস্তার নাই। হয়তো বহুকাল সেই দেবতার লোকে—স্বরূপে রইলে, কিন্তু কালে আবার জন্মাতে হবে।

পূর্ণ তামাক সেজে নিয়ে এলো। তামাক খেয়ে আবার বললেন—অশ্বিনীদা, বীরুদাকে আসতে বললে হয়।

আমি—সে যে আমার বদলি মোক্তারী করছে, এলে চলে কই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর কারুরই মোক্তারী চলে না, সর্ব্বনাশ আর কি? তা' বলে উপায় কি? Principle-এর ভাবে সর্ব্বনাশ হলেই সর্ব্বরক্ষা—বীরুদা যেমন বলে, সর্ব্বরক্ষা। দেখুন, আপনারা দু'জনে দুই departments-এর head হউন, দু'জনকেই চাই। আপনি idea দেবেন, লিখবেন, পড়বেন। বীরুদা practically work out ক'রে তাই দেখাবে। কর্ম্মের মধ্যে সাধন। আর তা' করবার মত position-এ সে perfect-ই আছে। Perfect মানে সেইরূপ energy-তে placed আছে।

আমি—বীরুর মোক্তারী ছাড়তে কি, বললেই ছেড়ে দেবে। সে বলছিল, খোলাসা ক'রে বললেই হয় কী করতে হবে, তাহ'লেই লেগে যাওয়া যায়।

বাইরে এলেন। বাবলা-তলায় পদ্মার দিকে মুখ ক'রে চেয়ারে বসলেন। আমায় পার্শ্বের চেয়ারে বসতে বললেন, বসলাম। কৃষ্ণভাই এসে মাটিতে বসলো। পূর্ণ-আদি সকলেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলা তো হয়েছেই—তাকেও, আপনাকেও বহুবার। আর কেমন-ক'রে বলবো?

আমি—আরও details-এ বললে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি প্রচার করুন, কাগজ বাহির করুন, লেখাপড়া করুন, idea ছড়িয়ে দেন। বীরুদা idea সব কাজে পরিণত করবে। বড়-বড় কাজ করুক, সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল, ভাণ্ডার, স্কুল ইত্যাদি, তারই মধ্যে সাধন।

আবার নানা কথা হচ্ছে। কত ক'রে যে বোঝাচ্ছেন তার ইয়ত্তা নাই—সে লেখা যাবে কত! কতরকম ভাবে কত উদাহরণ, কত illustration দিয়ে

বলছেন। বললেন, "দেখুন, এ নিশ্চয় না করলে নিস্তার নাই। আর কাজ করবেন—তা' আপনাদের Ideal-কেই সর্ব্বদা অনুসরণ করবেন, তা' হ'তে কোনও কারণেই বিচ্যুত হবেন না। দেখুন, আমি কোনও শাস্ত্র বা কোনও information বা বিশেষ association-এর রকমে কিছু জানি না। পরমপিতা যা' দিয়েছেন, তা' independently দিয়েছেন। এমন-কি যাদের উপর আমার সৃষ্টি, সেই সন্তগণের association-ও কোনদিন আমি পাই নাই বা তাঁদের বই-আদির information-ও কোনদিন follow করি নাই। আপনাদেরও তাই; শাস্ত্র তেমন ক'রেই নেবেন যাতে আপনার Ideal-কে support করে—কোন লোককে ততটা গ্রহণ বা admire করতে পারেন, যতটা আপনার Ideal-এর সঙ্গে মিলে। তার বেশী নয়, শাস্ত্র বা কোনও কিছুর খাতিরে Ideal থেকে একচুল বিচ্যুত হবেন না।"

আবার বললেন, "কাউকে কিন্তু ত্যাগ করতে পারবেন না, পাপী ব'লে বর্জ্জন করতে পারবেন না, সবাইকে নিতেই চেষ্টা করবেন। দোষ দেখে ত্যাগ করলে, কারও দোষ আছে ব'লে complaint করলে বুঝবো, আপনাদের defect; ত্যাগ আপনাদের ভাব নয়—তা' করতে যাবেন না।" আবার বললেন, "কাজ তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলব ব'লে ব্যস্ত হবেন না, impatient হবেন না। খুব চেষ্টা ক'রে যাবেন বটে, কিন্তু যদি আবশ্যক হয় কোনও কাজে ১০।২০ বছর—তা' বলে অধৈর্য্য এলে চলবে না। ১০।২০ বছরই ধীরভাবে কাজ ক'রে যেতে হবে।"

আমি—শরীরটা যদি অতদিন না থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি বিশ্বাস-বিচ্যুত না হন তাহ'লে যতদিন দরকার শরীর থাকবেই। নির্ভর ক'রে তাঁর কাজ করতে গেলে মনই শরীর রেখে দেয়, life prolonged হয়। দেবতার বরে শঙ্করাচার্য্যের আয়ু-বৃদ্ধির কথায় ইহাই বুঝা যায়। সদাই মনে রাখবেন, 'purity, patience and perseverance' মহৎ কার্য্যের জন্য দরকার।

আবার নানারূপ কথা হচ্ছে। বলছেন, "প্রচার যে করবেন কাগজ যে বাহির করবেন, তাতে principle-এর দিক বার আনা এবং personality-র দিক চারি আনা, এই ষোল আনা।"

আবার বলছেন, "দেখুন inner circle, outer circle (অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ) হ'য়েই পড়ে। ও চিরকাল হ'য়েই থাকে। Initiated পাকা সৎসঙ্গী বা সৎসঙ্গী না হ'লেও যার আপনাদের idea-র সহিত যোল আনা মিল, তাকেই inner circle-এ in করা উচিত।"

৪ঠা বৈশাখ, শনিবার—নদীতে শ্রীশ্রীঠাকুর নাইতে গেছেন। সব ভক্তরা গেছে—পূর্ণ কবিরাজ, চারুদা, আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটস্থ স্থানে স্নান করছি। শ্রীশ্রীঠাকুর বালকের ন্যায় পা দুটো গামছা দিয়ে এক ক'রে বেঁধে চিৎ-সাঁতার কেটে—এক হাঁটু উঠছে আবার সেটা ডুবলে আর-এক হাঁটু উঠছে এইরূপে, বালকেরা যাকে ষ্টিমার চালান বলে সেইরূপ সাঁতার কাটছেন আর হাসছেন। পদ্মার মধ্যে খানিক-দূর গিয়ে ফিরে এসে কূলে দাঁড়িয়েছেন। আমি বলছি, সাঁতার কাটা, বাইকে চড়া, ঘোড়ায় চড়া—ও শিখলে একেবারে ভুলে যাওয়া যায় না। অনভ্যাসে বেশী না পারা যেতে পারে, কিন্তু ভুল একেবারে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন হয় না জানেন? যে intellect practically শরীর দ্বারা work out করা যায়—যে জ্ঞান-বুদ্ধি physically খাটিয়ে নেওয়া হয়, তা' একেবারে ভুল হয় না।

বেলা ৪টা। পদ্মাতীরে বাবলা-তলায় বেঞ্চিতে ব'সে আছি। পূর্ণ, বসন্ত রায়চৌধুরী, কৃষ্ণ রায়চৌধুরী, রাধাবিনোদ, চারুদা, রামকৃষ্ণ, সুশীল আদি বহু ভক্ত। কেহ বারান্দায়, কেহ উঠানে, নানা স্থানে ব'সে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন।

আমি—ভাববাণীতে আছে, ভাবের চরমে 'আমি' পৃথক থাকলে কথা কহা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু সে বড় বিরল! পরমাত্মার বিশেষ ইচ্ছায়, পরমপিতার বিশেষ কৃপায়, বহু যুগ-যুগান্তের চেষ্টার ফলে কদাচিৎ কোথাও সেইরূপ হয়। ওঁ-কারেই অধিক সাধকের লয় ঘটে যায়। কেহ মহ, জন, তপ, বড় জোর সত্যলোক পর্য্যন্ত টিকে যায়। তারা তত দূরের খবর দিতে পারে। ক্রমে-ক্রমে investigation চালাতে-চালাতে কত-কত লোক নিম্নতর স্তরে লয় হ'তে-হ'তে এক-একটা উতরে যায়—discovery-র মত আর কি। এইরূপে ক্রমে

উচ্চতম উপলব্ধি জগতে এসেছে। যার যেখানে লয় এসে যায়, যার যেখানে খতম, সে সেইটাকেই চরম উপলব্ধি—পরমতত্ত্ব ব'লে গেছে।

আমি—হাঁ, তাই বটে। উপনিষদাদিতে দেখি, বেশীর ভাগ ঋষিই ওঁ-কারকে চরম ব'লে গেছেন। কারণ, ওখানেই তাঁদের লয় ঘটেছে। আবার কালে পরবর্ত্তী উপনিষদে অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদ (ধ্যানবিন্দু) আদিতে "প্রণবস্য অগ্রং"-এর খবর দিচ্ছে—ওঁ-কারেরও উপরে উপলব্ধি আছে বলেছে। ঐ research ক্রমে continued হ'য়ে আধুনিককালের সন্তসদ্‌গুরুগণ—তার উপর, তার উপর, এইরূপে সত্যলোকেরও উপর কয়েক স্তর ভেদ ক'রে পরমতত্ত্বের চরম উপলব্ধির কথা বলেছেন। তাঁদের হিসাবে প্রণবে পর্য্যবসিত বেদ-বেদান্তের ব্রহ্ম কাজেই চরমতত্ত্ব নয়। কিন্তু তাঁদের ঐ কথার অর্থ বুঝতে না পেরে গোঁড়ারা বেদ-বেদান্তের উপরে আবার কী থাকবে ব'লে উড়িয়ে দিতে যায়।

২রা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার—গত বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীঠাকুর কুষ্টিয়ায় এসেছেন—বাজারের মহোৎসবের কর্ত্তাদের একান্ত অনুরোধে। মহোৎসবওয়ালারা সৎসঙ্গী ভাইয়েরা ও শ্রীশ্রীঠাকুর মঠে (আমার বাসায়) খাবেন ব'লে সিদে দিয়েছে। শুক্র, শনি দু'দিন প্রত্যহ বহু-স্থানের ভাইয়েরা শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনার্থ মঠে এসেছে। প্রায় প্রত্যহ ২০০ ভাই প্রসাদ পেয়েছে। আজ সকালে উঠেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "এখনি বাড়াদী যাব।" কাজেই সকলে তাঁর সঙ্গে বাড়াদী রওনা হওয়া গেল। বাড়াদী সৎসঙ্গ-ঘরে আড্ডা ক'রে থাকা গেল। রাঁধা-বাড়া করা, সেখানেই ভোগ ও প্রসাদ পাওয়া সকলের। তথা হ'তে বিকেলে কৃষ্ণ রায়চৌধুরীদের বাড়ীতে যাওয়া হচ্ছে। পথে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "দেখুন, ভোগবাসনা মনে নিতান্ত প্রবল, অথচ জোর ক'রে তাকে চেপে চলছেন; এ কিন্তু ভাল না। তার চেয়ে ভোগের অসারতা বিচার-সহকারে এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ ক'রে বৃত্তিগুলিকে তাঁর কাজে লাগানো ভাল। তাতে ভোগে আসক্ত হ'য়ে পড়তে হয় না। ওদের নির্ব্বাণ সহজ হয়। আর, জোর ক'রে চেপে রাখা-রূপ বিকট উত্থানে গুরুতর নাজেহাল হওয়ার আশঙ্কাই খুব প্রবল।"

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার—প্রাতে হিমাইতপুর আশ্রমে পৌঁছিলাম। মধ্যাহ্নে আহারান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বেড়া-বিহীন দো-চালা খড়ের ঘরে ব'সে আছি। এইখানে একটা কথা ব'লে রাখি যা' এর আগে বলা হয়নি। ঘরখানা বেড়া-বিহীন হয়েছে ঝড়ে প'ড়ে গিয়ে। এই ঝড়ে পড়ার একটু মজা আছে। সে প্রায় একমাস হবে—যেদিন ঘর পড়ে। আমিও সেদিন এখানে ছিলাম। বিকালে খুব বৃষ্টি এবং অল্প-অল্প ঝড় হচ্ছে; শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের কাছে এই ঘরের মধ্যেই ছিলেন। হঠাৎ আম কুড়াতে গেলেন বৃষ্টির মধ্যে ভিজে। মা'র সঙ্গে ভিজে-ভিজে দৌড়ে-দৌড়ে বালকের ন্যায় হেসে-হেসে আম কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। ঝড় ক্রমে খুব বেশী হ'লো, তথাপি বিরাম নাই। আমরা ঘরে ব'সে দরজার ভিতর-দিয়ে দেখছি। সহসা দরজার সম্মুখে এসে আমাদের ডাকলেন। বললেন, "আপনারা বেরিয়ে আসুন, আম কুড়াই।" আমরা ১৭।১৮ জন ঘরে ছিলাম। কিন্তু কেহই বৃষ্টিতে ভিজতে গেলাম না। মনে করলাম, ঠাকুর তামাসা করছেন। ফের আবার এসে ডাকলেন, কিন্তু তথাপি আমরা বেরুলাম না—তামাসা মনে ক'রেই রইলাম। তখন কি জানি যে, ক্ষণপরেই ঘরের বাহির হ'তে হবে এবং সেইজন্যই আগে হ'তে বাইরে যাবার জন্য ডাকা হচ্ছে। তাহ'লে মানে-মানে যেতাম। হঠাৎ খুব ঝড় এলো আর ঘর মড়-মড় ক'রে শুয়ে পড়লে। কারও লাগল না বটে কিন্তু সবাই ভিজতে-ভিজতে বাইরে এলো। শ্রীশ্রীঠাকুর হেসেই কূট পাট।

ঝড়ে পড়ার পর সেই ঘর আবার তোলা হয়েছে। এখনও বেড়া দেওয়া হয় নাই—তাই খোলা ঘর। এই ঘরে ব'সে আছি। আরও অনেক ভক্ত আছেন—জয়নগরের নারায়ণহরি বটব্যালদা, বিরাজদা, মহারাজ, চন্দ্র, ভুবন, হরিদাস, হরিপদ প্রমুখ। নানাকথা হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "আচ্ছা অশ্বিনীদা, বলুন তো, যখন আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ হবেন, সস্বরূপস্থ হবেন তখন আপনার কি জ্ঞানের অভাব থাকবে?"

আমি—জ্ঞান-স্বরূপ হ'লে আবার কি জ্ঞানের অভাব থাকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—"তখন এই যে আমি সচ্চিদানন্দ নই এইরূপ জ্ঞান বা যাকে বলেন অজ্ঞান তা' থাকবে না—এর অভাব হবে। তখন আমি যে সচ্চিদানন্দ

নই—বদ্ধ বা অজ্ঞানাচ্ছান্ন বা সেরূপ কোনও দিন ছিলাম এই জ্ঞানের অভাব হবে। মনে হবে, আমি চিরদিনই এইরূপ মুক্ত, জাগ্রত—কখনই বদ্ধ বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিলাম না। মাঝে যে ঐরূপ একটা ভাবে ছিলাম সেও যেন জ্ঞানপূর্ব্বক মজা বা লীলা করবার জন্য—সত্য-সত্য কখন ও-রূপ ছিলাম না। সদাই জাগ্রত—কখনই ঘুমাই নাই। সদা জাগরিতই ছিলাম ও আছি। তা' নয় কিছুতেই এ ভাবতেই পারবেন না—ভাবা আসবে না।'' এই ব'লে গান করছেন—''ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই—যুগে-যুগে জেগে আছি।''

আবার নানা কথা হ'চ্ছে। বললেন, ''দেখুন, ওই যে বলেন ষড়রিপু—ও কিন্তু ঠিক নয়। ও-সব কাম-ক্রোধ-লোভাদিও এই self-এর enjoy করবার এক-একটা instrument. ও-সব দিয়ে self enjoy করে। নিজেকে বহুরূপে বহুভাবে ভোগ করবার জন্য self-এর এই বহুভাবে প্রকাশ এবং ও-গুলিরও সৃষ্টি। কাম-ক্রোধাদি যখন ভোগ করবার subject বা বিষয়ের একান্ত অভিমুখী হ'য়ে তদ্দ্বারা অভিভূত হ'য়ে পড়ে এবং প্রকৃত enjoyment-এর বাধা আনয়ন করে তখন ওরা রিপু বটে। নইলে স্বরূপতঃ ওরা রিপু নয়; এইরূপে enjoy করার বিঘ্ন জন্মালে রিপু হ'য়ে পড়ে। অকামহত হ'য়ে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার জন্য যখন কামকে ব্যবহার করা যায় তখন কাম রিপু নয়। কিন্তু কামাহত হ'য়ে পড়লে কামকে ভোগ করা যায় না ব'লে তখন ও রিপু হ'য়ে দাঁড়ায়, এইরূপ আর কি!''

আবার কথা হচ্ছে। নারায়ণহরিদা অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে কথা তুলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে আমাকে এই বিষয়ে আলাপ করতে ইঙ্গিত করলেন। নারায়ণহরিদার কথা হচ্ছে—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা লয় হলেই একত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'লো—আর কিছু দরকার নাই।

আমি—কিন্তু ও-লয়টা যে সকলের একই স্থানে হবে তার ঠিক কি? কত সাধকের নিম্নস্তরে ও-রূপ লয় হয়, কতকজনের তা' হয় না। সেখানেও যে individuality বজায় রেখে আরও research চালায়, তার সেখানে লয় হয় না, আরও উপরের তত্ত্ব জ্ঞাত হয়। কাজেই তার সেখানে অদ্বৈত নয়। যার যেখানে লয় ঘটে তার সেখানে অদ্বৈত। কাজেই ক্রমাদ্বৈত-বাদ সিদ্ধ হয়।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা লয় হলেই চরম একত্ব জ্ঞান হয় না। চরমতত্ত্বে গিয়ে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা লয় হ'লে তবে প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান বলা যায়।

আবার নারায়ণহরিদা নির্গুণ ব্রহ্মবাদের কথা তুললেন। তিনি শক্তি বাদ দিয়ে নির্গুণ ব্রহ্ম স্থাপন হ'তে পারে বললেন—বেদ-বেদান্তে নাকি আছে।

আমি—তা' যদি থাকেও তাহ'লে তাতে মানবের কোনও লাভ নাই। কারণ, তা' মানবের ধারণার অতীত। তা' উপাসনার, আরাধনার বা সাধনার বিষয় হ'তে পারে না। শক্তিযুক্ত, শক্তিমান ব্রহ্মই উপাস্য। দাহিকাশক্তিবিহীন আগুন ধারণার অতীত এবং তার প্রয়োজনই বা কী? আমার মনে হয়, আগুন যখন খুব দহন-ক্রিয়া করছে সেইটা তার সগুণ ভাব। আর যখন কিছু করছে না সেইটাই নির্গুণ ভাব। সবসময়েই তাতে দাহিকা শক্তি আছে, কখনও খুব প্রকাশিত, কখনও বা সেরূপভাবে প্রকাশ নাই; কখনও latent, কখনও potent, কিন্তু সর্ব্বদাই শক্তিমান। শক্তিবিহীন কিম্ভূতকিমাকার ধারণাতীত ব্রহ্ম বুঝিও না, চাইও না সে-ব্রহ্মজ্ঞান।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসছেন আমাদের এইসব তর্ক শুনে। আর বলছেন, "এই যে সব হচ্ছে এতে বেশ উদ্দীপনা হচ্ছে, স্বরূপের স্মৃতি বেশ ফুটে উঠতে চাচ্ছে—কেমন যেন হচ্ছে! এইতো সহজভাবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু এর মধ্যেই সব যেন কেমন-কেমন হ'য়ে আসছে। আপনাদের সব দেখছি, কিন্তু luminous, সব জ্যোতির্ম্ময়। জ্যোতির গাছপালা, ঘর-দোর—আপনারা সব যেন জ্যোতির্ম্ময়।" বলতে-বলতে বলছেন, "ভাই, একটু তামাক খাওয়াও না।" 'তামাক খাওয়াও' ব'লে চুপ ক'রে আছেন। তামাক এলো, খাচ্ছেন, খানিক খেয়ে তবে একথা-সেকথা বলছেন।

আবার কিয়ৎকাল পরে বলছেন, "দেখুন, কর্ম্মের মধ্যে সাধন—ধ্যানের স্থানে মন রেখে মানস-জপাদি ও হাতে-পায়ে কাজ-কর্ম্ম ক'রে যাওয়াই শ্রেষ্ঠ সাধন। ঘরে দোর দিয়ে নির্জ্জনে সাধন করার চেয়ে সর্ব্বদা সব কাজের মধ্যে এইরূপ করতে পারলে বেশী ফল হয়। যা' ধ্যানে দেখা-শুনা যায় তা' এইরূপ সাধন-অভ্যাস হ'লে সহজ অবস্থায়ই হয়।"

নারায়ণহরিদা বলছেন—কিন্তু এ তো সহজে হয় না, deviation হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো হবেই এবং যাতে না হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে—struggle করতে হবে, সেই তো সাধনা। ক্রমে অভ্যস্ত হ'য়ে যাবে। সব কাজের মধ্যেই তখন ঐভাবে নাম (মানস-জপ) চলতে থাকবে। শেষে এমন হয়, মুখে কথাবার্ত্তা চলছে, মনে নাম হচ্ছে যেন ভেতরে আর একজন ব'সে নাম করছে।

১০ই শ্রাবণ, সোমবার—হিমাইতপুর আশ্রম। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ছোট ঘরটিতে তক্তপোষের উপর শুয়ে আছেন। ঘরটি চারদিক হ'তে চেরা বাঁশের বেড়া দিয়ে উঁচু ক'রে ঘেরা। ঘেরার দক্ষিণ দিকে একটা দরজা, দরজা বন্ধ করলে ভেতরে কারও আসবার যো নাই। কারও সঙ্গে একলা কথা বলতে হ'লে এখানে তাকে ডেকে বলা হয়। অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নিজের অনেক কথা একলা বলতে ও শুনতে যায়, বাইরে-বাইরে তা' হয় না (সর্ব্বদাই লোকে ঘিরে থাকে ব'লে); তাই এ ব্যবস্থা সম্প্রতি করা হয়েছে। দরজার কাছে বেড়ার গায়ে sign-board দেওয়া আছে—"ভাই, বিনা আহ্বানে কেহ ভিতরে যাইবেন না।" ঘরখানি দক্ষিণমুখী, দরজা খুলে দিলে সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী বর্ষায় ভরা পদ্মানদী। আমি কাছে ব'সে আছি—আর কেহ নাই। গতকল্য Commerce and Culture-এর Managing Agents ভাইদের partnership-এর কথা-প্রসঙ্গে একভাই একটি কথা অপর ভ্রাতাকে ঘুরিয়ে অন্যরূপ বুঝিয়েছে; তাতে একটু মিথ্যা বলা হয়েছে জেনে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মতি নিয়ে—যে-কাজ start করেছ তার মধ্যেও মিথ্যা বলা, এ ভারি অন্যায়, ইত্যাদি ব'লে একটু গরম হয়ে উঠেছিলাম। সেই কথা তুলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "অশ্বিনীদা, ও-রূপ আবার করলেন কেন? মিথ্যা বলেছে, অন্যায় করেছে, এই idea-তে আপনাকে agitated ক'রে ফেলবে কেন? Unagitated হ'য়ে বুঝিয়ে ভালবেসে শুধ্‌রে দেবেন তো? তা' ওরূপভাবে oppose করবেন কেন? Oppose করলে যে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়, তাতে কি মানুষের অন্তরে স্থায়ীভাব সৃজন করা যায়? ও-রূপ করলে হয় না, yield করে তাকে বশীভূত ক'রে নিয়ে সংশোধন ক'রে দিলে সেও yield করে—বেশ গ্রহণ ক'রে। আর, আপনি নিজে কোনও ভাবের দ্বারা unbalanced হ'য়ে যাওয়া মানেই তো নিজের উপর control হারান, তা' হবেন কেন?

সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তাতে agitated হ'য়ে self-control হারাতে পারবেন না। দেখুন, পরমপিতা সকলের। যারা এখানে আসে তাদের মিথ্যাবাদিত্ব এবং বহু-বহু অন্যায় জেনেও তাদের আশ্রয় দিচ্ছেন। Weakness আছে ব'লে তাদের না ভালবেসে পারি না। Unagitated হ'য়ে তাদের ভালবেসে তাদের weakness-গুলো দূর করাই না উদ্দেশ্য! আপনারা তাঁর হাতের লাঠি, আপনারা ও-রূপ করলে কি চলে?

"আর দেখুন, নির্জ্জন সাধনা ক'রে লাভ করা, আর command নিয়ে আদেশে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে আদেশমত চ'লে তাঁর প্রতি পূর্ণ নির্ভরে তাঁকে পাওয়ায় অনেক তফাৎ। Command যা' হয় তা' হ'তে এক চুলও বিচ্যুত হ'তে নাই। 'এটা করবে না' বলামাত্রই 'আর কখনও সেটা করবো না' এ সর্ব্বদা মনে রেখে তা' না করা দরকার। প্রথম-প্রথম হয়তো দুই-একবার slip করে, কিন্তু সর্ব্বদা খুব স্মরণ রাখতে হয় যাতে slip আর না হয়। আর, ক্রমেই এই আপনি যাকে বলেন details-এ guide করা—তা' পাওয়া যায়। নইলে প্রথমেই details-এ guide করা যায় না—করলেও ধরতে পারে না। আবার সদ্‌গুরু—তাঁর স্বরূপও সন্দেহাকুল সম্পূর্ণ-নির্ভরবিহীন শিষ্যের কাছে প্রকাশ করতে পারেন না, আবার বললেও নিতে পারে না। সকলেই বলে, আপনার স্বরূপ আমার কাছে ব্যক্ত করুন; কিন্তু তাঁর মতো তিনি তা' করলেও নিতে পারে না। কথায় বললেও বিশ্বাস করতে পারে না; অলৌকিক শক্তি দেখলেও হয়তো বলবে যাদুবিদ্যা। হৃদয় প্রস্তুত না হ'লে স্বরূপ প্রকাশ হয় না, কিন্তু ব্যস্ত হয় প্রকাশ করো-করো ব'লে। সদ্‌গুরু এ-সব জানেন। তিনি ক্রমে-ক্রমে শিষ্যের সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে একটার পর একটা ক'রে তার প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে শেষে তার যখন সকল প্রশ্নের শেষ হ'য়ে আসে, তখন গুহ্যতম আত্মস্বরূপ ব্যক্ত করেন। গীতার দিকে লক্ষ্য করলেই এটা বেশ দেখতে পাবেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে অর্জ্জুনের সন্দেহ নিরাকরণ এবং প্রশ্ন মীমাংসা ক'রে-ক'রে তার হৃদয় প্রস্তুত করছেন, সহসা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করছেন না। অর্জ্জুনেরও উক্তি দেখুন, ক্রমেই বেশী নির্ভরতার কথা। শেষে বিশ্বরূপ দর্শন এবং প্রথমে নানারূপ মার্গ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগাদি নির্দ্দেশ ক'রে সর্ব্বশেষে বলেছেন 'মন্মনা ......' ইত্যাদি।"

গীতা দেখিয়ে-দেখিয়ে এগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছেন আবার।

কি অদ্ভুত প্রেম, কি গভীর ভালবাসা, অতি বড় নরাধমকে প্রত্যেক details-এ guide ক'রে-ক'রে সংশোধন করবার জন্য কি সকরুণ চেষ্টা! তা' একদিন-দু'দিন নয়—এমন বছর-বছর ধ'রে এইরূপভাবে বুঝিয়ে-বুঝিয়ে এই নরাধমকে সাধুতে পরিণত করবার চেষ্টা। এতো ধৈর্য্য, এতো ক্ষমা, এতো সহিষ্ণুতা-সহকারে এমন করতে কখনও কেহ দেখেছে ব'লে জানি না! আর, এরূপ একজনকে নয়, বহুজনকে, যে একটুমাত্র এ আকাঙক্ষা রাখে, তারই পেছনে এরূপভাবে তাকে গ'ড়ে তুলবার জন্য লেগে আছেন। শতশত বার আবার পদস্খলন হচ্ছে তাতে বিরক্তি নাই। এমন প্রেমের ঠাকুর পেয়েও যে এখনও ভুল করি, এখনও এ নরজন্ম তাঁর যন্ত্রবৎ হ'য়ে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারলাম না এই আক্ষেপ। আর কতদিন, আর কতদিনে প্রভু তোমার যন্ত্রস্বরূপ হব! হে আমার যন্ত্রী, কবে তুমি এ-যন্ত্র ষোল-আনা অধিকার ক'রে যদিচ্ছামত খেলবে। আমি ধন্য হ'য়ে অবাক হ'য়ে রইব।

৪ঠা ভাদ্র, শুক্রবার—প্রাতে হিমাইতপুর আশ্রমে পৌঁছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের ঘর থেকে বাইরে এসে ভক্তদের থাকবার নূতন বড় ঘরখানিতে ফরাসের উপর গড়াচ্ছেন। নানা কথা হ'চ্ছে। আমি বললাম, ...ওয়ালারা আজকাল ব'লছে, নারীমাত্রকেই মাতৃভাবে দেখতে হবে, এটা বলাও একটা দুর্ব্বলতা। নারীকে সবভাবেই গ্রহণ করতে হবে! নারীর সঙ্গে মিশতে ভয় পাওয়া, তা' হ'তে দূরে থাকা ইত্যাদি ঠিক নয়। নারীকে নারীভাবেই গ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে অবাধে মেশামিশি ক'রে কাজ, সাধন-ভজন ক'রে যেতে হবে, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, নারী জননী ও স্ত্রী দুই-ই, সাধারণতঃ নারীর সঙ্গে মাতৃ-সম্বন্ধ ছাড়া মেশামেশি ঠিক নয়। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ঠিক নয় এবং ideal-ও নয়। যদি মাতৃভাবে না দেখেও পর-রমণীদের সঙ্গে মেশামেশি ক'রে ঠিক থেকে, পবিত্র মনে থেকে, কেহ সাধন-ভজন করতে পারে তবে সেটা exception. যেটা exception সেটা সর্ব্বসাধারণের জন্য গ্রহণীয় ideal ব'লে ধরা যায় না, প্রচার করা যায় না, তাতে ভাল হয় না জগতের।

আমি—শ্রীমদ্‌ভাগবতকার যদিও মাতৃভাবে না দেখেও শ্রীকৃষ্ণের পর-রমণীর সঙ্গে মেশামেশি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু অমনি সঙ্গে-সঙ্গে বলেছেন, এটা কেবল শ্রীকৃষ্ণেই সম্ভব। জীব যেন এর অনুকরণ না করে। 'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ' 'যোগেশ্বরেশ্বর' 'যোগমায়ামুপাশ্রিতা' এইসব করেছেন, সাধারণ মানবের ন্যায় নহে। এমন-কি গোস্বামী প্রমুখ টীকাকারগণ কামমুখী নর কে শ্রীকৃষ্ণের ঐ-সব লীলা শ্রবণ করতেও নিষেধ করেন।

আবার কথা হ'চ্ছে। আমি বললাম, বি. ঘোষ নাকি বলে, পাঁঠা কাটা যার সয় না সে আমার ঠাকুর নয়। রক্ত দেখে ওতো ভয় পাওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেম রক্ত দেখে পালায় না, রক্তকে আলিঙ্গন করে। প্রেম হত্যা জানে না, জানে জীবনদান। প্রেম analysis করে না, করে synthesis. প্রেম রক্ত দেখে ভয়ে পালাবে কেন? যার রক্তপাত হচ্ছে, তার বদলে নিজরক্ত দান করবে। রক্ত দেখে ভয়ে স'রে যাওয়া তো সত্যই কাপুরুষতা; আবার রক্ত দেখে তার বদলে নিজরক্ত দানের প্রবৃত্তি না এলে পালিয়ে না-যাওয়া নিষ্ঠুরতা। প্রেম পালিয়ে গিয়ে কাপুরুষতা করে না বা রক্তের বদলে নিজরক্ত দানে অপ্রবৃত্ত হ'য়ে উপস্থিত থেকে হত্যাকাণ্ডে সহকারিতা ক'রে বীরত্ব করছে মনে ক'রে মিথ্যা অহঙ্কারে বিমূঢ় হয় না। কেবলমাত্র পলায়ন-পর যে ভীরু, যে নিজরক্ত দানে অপরকে রক্ষা করতে বিমুখ, অথচ মনে করে সে বড় প্রেমিক বা দয়ালু, তাই দয়াবশে হত্যা দেখতে পারছে না। তার ব্যবহার লক্ষ্য ক'রেই বিবেকানন্দ বলেছেন, "কাপুরুষ, দয়ার আধার, ধন্য ব্যবহার, মর্ম্মকথা বলি কাকে?" এতদ্বারা তিনি প্রেমীর আদর্শকে খাটো করতে বা হত্যাকাণ্ডকে উচ্চে স্থাপন করতে যান নাই। তিনি কপটতার অর্থাৎ ভয়কে দয়ার বেশে সাজিয়ে জাহির করাটার নিন্দা করেছেন। B. G. হত্যা তো ঢের করেছে বা করিয়েছে, কিন্তু জীবন দিতে পারলে ক'টা?

৩রা চৈত্র, বুধবার—অনেকদিন পর আজ প্রায় ৩ সপ্তাহ আশ্রমে এসে তাঁর শ্রীচরণতলে বাস করছি। শরীরে দুইটি ব্যাধি নিজ কর্ম্ম-দোষে প্রবল হয়। ব্যাধি দুইটির একটি অজীর্ণ এবং অন্যটি Influenza. বহু চিকিৎসা ও চুনারাদি স্থানে নিজের খেয়ালমত হাওয়া পরিবর্ত্তনাদি ক'রেও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হ'তে

সম্পূর্ণ আরোগ্য হ'তে পারি নাই; অধিকন্তু চুনারে Influenza হ'য়ে ভয়ানক Bronchitis ও Pleurisy হ'য়ে জীবননাশ হ'তে বসেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর অপার কৃপাবশে ভক্তবীর কিশোরীদা ও ভাই গিরীনকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে এনে এখানে রেখেছেন। এখানে এসে শরীর প্রায় ব্যাধিমুক্ত হয়েছে; সামান্য যে অসুখ আছে তার জন্য কোনও ওষুধ না দিয়ে সকালে মাটি-কোপান ব্যায়াম এবং বিকেলে নৌকা বেয়ে নদী পার হ'য়ে আশ্রমের অপর পারে দিগন্তপ্রসারী যে ৪।৫ মাইল ব্যাপী চড়া সেখানে ভ্রমণ করা। সম্প্রতি চড়ার মাঝখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে একখানি ছোট টিনের ঘর temporarily তোলা হয়েছে। বর্ষাকালে এ চড়া ডুবে যাবে, ঘরও তৎকালে স্থানান্তরিত করতে হবে অবশ্য। ভক্তগণ কেউ-কেউ সময়-সময় সেখানে গিয়ে অপূর্ব্ব অনন্ত নীল আকাশ ও প্রকাণ্ড বহমান নদী, সূর্য্যাস্তের বা পূর্ণিমা-রজনীর অপূর্ব্ব শোভা ইত্যাদি দেখতে-দেখতে পরমপিতার অসীম মহিমার বিষয় স্মরণ ক'রে আনন্দে নৃত্যগীতাদি করেন, কেউ বা খোলা ঘরে ব'সে নামজপাদি, কেউ ধ্যানাদিতে রত থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে চরে মুক্তবায়ু সেবনের ব্যবস্থা দিয়েছেন। কয়েকদিন যাবত সেইরূপ করায় শরীর ক্রমেই নীরোগ ও সবল হ'য়ে উঠছে। সন্ধ্যার পর আশ্রমে ফিরে এসেছি। আশ্রমের পূর্ব্বদ্বারী লাইব্রেরী ঘরের বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর, যোগেশদা, ননীভাই ও সত্যেনদা ব'সে আছেন। আমাকে দেখে ডাকলেন। আমি ও সঙ্গী যোগেনভাই (যোগেন সরকার এম-এ, বি-এল) নিকটস্থ হলাম। কৃষ্ণভাই সম্মুখস্থ উঠানে ঘোরাঘুরি করতেছিল, সেও এসে বারান্দার একপাশে বসল। নিকটে আসলে হাত ধ'রে টেনে কাছে বসালেন এবং বললেন, "দেখুন, এই সত্যেনদা, যোগেশ আদিকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি, তা' এরা সন্তোষজনক উত্তর দিচ্ছে না। আপনি পারেন কি?"

আমি—কথাটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জিজ্ঞাসা করেছি যে, মানুষের মধ্যে দেখা যায়, কারও উচ্চ চিন্তা, উচ্চ বিষয়ের আলোচনা, ধর্ম্মপ্রসঙ্গাদি বেশ লাগে, আবার কারও তা' ভাল লাগে না। যেখানে ও-সব হ'চ্ছে সেখানে হয়তো তিষ্ঠিতেই পারে না।

কারও বা আবার কুচিন্তা, ঐ আলোচনা ভাল লাগে, কেহ বা তা' সহ্য করতে পারে না। কারও বিষয়-ব্যাপারের আলোচনা বেশ লাগে, কেহ বা বৈষয়িক আলোচনা যেখানে হয় সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না,—আবার একই ব্যক্তির সময়-সময় ওর একটা ভাল লাগে আর একটা ভাল লাগে না; কেন এমন হয়?

আমি—এর নানারূপ উত্তর দেওয়া যায়। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বা ইহজন্মেরই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে এরূপ সংস্কার জন্মেছে ব'লে—শিক্ষার দোষে, সঙ্গদোষে, অভ্যাসের ফলে ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তো সবাই জানে। ওদিক দিয়ে, ওরূপভাবে জানতে চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি, যে-কারণেই হোক তার ভেতরে কী হয়, তার শরীর-মনের কী পরিবর্ত্তন হয় যাতে তার ওরূপ হয়। কতকটা physiologically ব্যাপারটার উত্তর চাচ্ছি। বুঝলেন?

আমি—সহসা ও-রূপ উত্তর মনে আসছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—"কি হয় জানেন? যার ভেতরে flow of energy কোনও কারণে কম হ'য়ে যায়, সে উচ্চ চিন্তা বা উচ্চ তত্ত্বালোচনায় যোগদান করতে পারে না। উচ্চ তত্ত্বাদি আলোচনা সে সহ্য করতে পারে না, অস্থির হ'য়ে উঠে যায়। অনেকটা সে যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে গেছে, ও-সব আলোচনা সহসা তাকে expanded ক'রে দিতে যায়, তা' সইতে পারে না। আবার, যার ভেতরে flow of energy বেড়ে গেছে তার কদালোচনা, কুচিন্তা, বৈষয়িক কথা বিষবৎ লাগে। সে অনেকটা expanded হয়েছে, সহসা তাকে ওতে সঙ্কুচিত ক'রে আনতে চায় ব'লে সে উহা সহ্য করতে পারে না। আবার, এ-কথাও ঠিক যে, মানুষের যখন flow of energy বেশী থাকে তখন কদালোচনাদি ভাল লাগে না। আবার নিয়মিত আলোচনা, সৎচিন্তাদির ও সাধনাদির অভাবে বা কুসংসর্গ ফলে যখন তার flow of energy কম হ'য়ে আসে তখন হয়তো তারই বিষয় চিন্তা, কদালোচনাদি ভাল লাগে।" আবার বললেন, "দেখুন, ঐ flow of energy-র কম-বেশীতে মানুষে যেন স্তরভেদ হ'য়ে গেছে। যার একেবারে কম, সে আলস্যপরতন্ত্র, রিপুদাস, ব্যাধিগ্রস্ত; তার বাড়ী,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ঘর-দোর দেখলে লক্ষ্মীছাড়া ব'লে মনে হয়। সব নোংরা, অপরিষ্কার, ভাঙ্গাচুরা হয়তো রয়েছে—মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে হ'য়ে পড়েছে—কে বা কি করে! যার তার চেয়ে flow of energy বেশী, হয়তো বিষয়কর্ম্মে বেশ active ও successful, লক্ষ্মী-শ্রী তার বাড়ী-ঘরে, কিন্তু বিষয়ে আসক্ত। এতটা হয়নি যে flow বিষয়-ব্যাপার ফেলে, বা তাতে অনাসক্ত থেকে আত্মচিন্তা, তত্ত্বচিন্তা, ঈশ্বরচিন্তাদিতে মন দেয়। আবার, তার চেয়ে যার এক ডিগ্রী বেশী সে হয়তো অনাসক্ত হ'য়ে বিষয়কর্ম্মও করছে, আবার আত্মচিন্তাদিও চালাচ্ছে—সদাই active এবং ফূর্ত্তিবাজ।" তারপর বললেন, "কারণ, flow of energy বাড়লে ফূর্ত্তিও বেড়ে যায়। তার চেয়েও যখন বেশী, তখন বিষয়-ব্যাপার বৈষয়িক কথা ভাল লাগে না; সর্ব্বদা তত্ত্বালোচনাদি করতে ভাল লাগে। যে-কাজ যখনই মনে ওঠে তা' তখনি শেষ ক'রে ফেলতে ইচ্ছা হয় এবং মাঝে-মাঝে ঈশ্বর-চিন্তা সাধন-ভজনাদি না করলে যেন চলে না। আত্মকর্ম্ম, সাধন-ভজনাদি আগে ক'রে তারপর অন্য কাজে সে হাত দেয়। কোন কারণেই আত্মকর্ম্ম বাদ দিতে রাজী নয়। এর পরের অবস্থা হচ্ছে, ক্রমে flow of energy যেন concentrated হ'য়ে আসে আর সদাই জপ-ধ্যানাদিতে স্মরণ-মননে নিমগ্ন থাকতে ইচ্ছা হয়। তারপর আরও বেশী concentrated হ'য়ে এলে হয়তো সদাই গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, সদাই ঈশ্বর-স্মরণে, পরমার্থ-চিন্তায় বা আলোচনায় নিরত, আহার-নিদ্রা ভুল হ'য়ে গেছে, ইত্যাদি ভাব।"

এবার কথাপ্রসঙ্গে অন্তর্য্যামী দয়াল ঠাকুর আমি দিবসে যে-সব বিষয়ে চিন্তাদি করেছি তারই কথা বলছেন এবং আমাকে শারীরিক ও মানসিক বিকার হ'তে উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করছেন। বলা-বাহুল্য, যে-সব বিষয়ের কথা বলছেন, তা' মানুষ-হিসাবে তাঁর জানবার কোনও কারণ নাই। ঐ-সব বিষয় আমি দিনে মনে-মনে চিন্তা করেছি মাত্র। বলছেন, "ধরুন না আপনার নিজের কথা। এই হয়তো ভাবছেন গোমস্তা অবিনাশ রোজই বাড়ি গিয়ে বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা ক'রে আসতে চিঠি লিখছে, নইলে সব নষ্ট হ'তে পারে; টাকাকড়ি নানা কারণে দরকার হ'য়ে পড়েছে তাই বা কোথায় পাই, ঠাকুরও বাড়ি যেতে বলেন না, শরীরটাও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় না, পেটে একটু-একটু wind

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হচ্ছে, ঘুট-মুট করছে ইত্যাদি। কিন্তু জানবেন এইরূপ বিষয়-চিন্তা বা শরীরের চিন্তা যদি করতে থাকেন এবং তত্ত্বালোচনাদি বা জপ-ধ্যানাদি না করেন, তবে আপনার দুঃখ-দারিদ্র্য রোগ-ভোগাদি আরও বেড়ে যাবে। আরও ঐ-সব বিপদ যে আসছে, ঐরূপ চিন্তাই তার প্রকাশক symptom, ঝুড়ি-ঝুড়ি ওষুধ খেলেও ব্যাধি সারবে না, সর্ব্বদা যদি শরীরের চিন্তা, ব্যাধির চিন্তা নিয়ে থাকেন। অসুখ আদি আগে হয় মনে, 'তাই তো ভাল লাগছে না, বুঝি অসুখ করে' ইত্যাদি চিন্তা আসতে থাকে, ক্রমে তার প্রকাশ হয় শরীরে। হ্যানিমানও বোধহয় এইরূপ বলেছেন। দেখেন না, হোমিওপ্যাথিক বইতে কী অসুখে কিরূপ মানসিক ভাব প্রকাশ পায় তাও লেখা আছে। অতএব ও-সব ভুলে সদা তত্ত্বালোচনা, নামজপাদি দ্বারা energy বাড়াতে থাকুন, তাহ'লে সব সেরে যাবে। দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাবাদিও আসবে না—এলেও গায়ে বাধবে না। আসেই না সত্যি, ও-সব চালালে দুঃখ ইত্যাদি আসেই না। এই যে বলছিলেন, পূর্ব্বজন্মের বা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে কিছু হয়, তাহ'লেও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলেও যদি ও-সব আসে তবু তারা দাঁড়াবার জায়গা পাবে না, flow of energy-তে শরীর-মন পূর্ণ ক'রে ফেললে দাঁড়াবে কোথায়? বাসা বাঁধতে পারবে না, আসা মাত্র ছিটকে পড়বে। কুমীরের গায়ে গুলি মারার মত—গুলি মারল, লাগলও গিয়ে, কিন্তু চামড়া পুরু থাকায় বিঁধতে পারলো না, ছিটকে পড়লো, ঐরূপ। আবার, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল যে সব সময়ে আসবেই তারও মানে নাই। সাধনফলে তা' ধ্বংসও হ'য়ে যেতে পারে। সাধনাদি কর্ম্মের দ্বারা ঐ সব কর্ম্মফল ধ্বংসও হ'য়ে যায়।"

৬ই চৈত্র, শনিবার—আশ্রমে লাইব্রেরী-ঘরের বারান্দায় বেঞ্চের উপর ব'সে আছি। বেলা আন্দাজ ৪টা। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বেঞ্চে বসলেন। উঠে দাঁড়াতে হাত ধ'রে পাশে বসায়ে বললেন, "অশ্বিনীদা, এখানে সংসারও নাই, সন্ন্যাসও নাই, সংযমও নাই, অসংযমও নাই; দুঃখও নাই, সুখও নাই। কিন্তু এ তো বলা যায় না, বুঝে কে এ কথা?" শুনে আমি ভাবছি, শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেরই অবস্থার কথা বলছেন। সর্ব্বপ্রকার ভাবের অতীত এক অব্যয় অবস্থাতে তিনি সর্ব্বদাই অবস্থিত আছেন, তারই ইঙ্গিত করতেছেন কি?

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

৭ই চৈত্র, রবিবার—দুপুরে বাড়ি থেকে খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমে আসছেন। আমি পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসছি। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায় প্রত্যহই আহারান্তে আমি যে ঘরে থাকি সেই ঘরে একবার আসেন, আজও আসবেন এবং তাঁকে ভাল তামাক সেজে খাওয়াব মনে করতে-করতে আসছি; কিন্তু সে-ঘর পার হ'য়ে নিজের শোবার ঘরের দিকে চ'লে যাচ্ছেন দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক খাওয়াতে পারলাম না ভাবতেছি। কারণ, শোবার ঘর—যা' চতুর্দ্দিকে ঘেরা, সেখানে বিনা আহ্বানে যাওয়া নিষেধ। এইরূপ ভাবতে-না-ভাবতে তিনি অমনি আমাকে ডেকে তামাক সেজে নিয়ে শোবার ঘরে যাবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। আমার মনের ভাব ধরা প'ড়ে গেছে ব'লে তাঁর দিকে চেয়ে একটু হাসলাম, তিনিও মুচকি হাসিতে ও নয়নভঙ্গীতে তা' প্রকাশ ক'রে শয়নগৃহে গেলেন।

তামাক সেজে নিয়ে উক্ত ঘরে উপস্থিত হলাম। ছোট খাটখানির উপর শয়ন ক'রে আছেন। হুঁকা দিলে শুয়ে-শুয়েই তামাক খাচ্ছেন আর বলছেন, "মাংস কথার কতরূপ অর্থ জানেন অশ্বিনীদা?"

আমি—কোনও তন্ত্রে উহার সাধারণ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থও দেখেছি মনে হয়। জিহ্বাকেও মাংস অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ব'লে মনে হয়। মাংস-সাধক অর্থে রসনা-সংযমীকে বুঝায় এইরূপ বলেছেন মনে হয়। 'মা' অর্থে রসনা, তারই অংশ বাক্য অতএব বাক্য-সংযমী বা মৌনীকে মাংস-সাধক বলে। নিগমানন্দ তাঁর বইতে এইরূপ লিখেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, একেবারে literal মানে করলে কি হয়? 'মাং' মানে আমাকে, 'স' মানে সেই, আর 'বলিয়া জান' ক্রিয়াপদটি উহ্য ধ'রে লইলে; 'আমাকেই সেই অর্থাৎ পরমাত্মা বলিয়া জান' এরূপ অর্থও করা যায় কি না? তাহলে 'মাংস' কতকটা 'সোঽহং' কথার সদৃশ হ'য়ে পড়ে।

আমি—তা' ও-রূপ অর্থ করলে তো ভালই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, অভিধান ও তন্ত্রাদি খুঁজে দেখবেন তো, ওর কি-কি মানে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের ভেতর বসলেন। বললেন, "আমারও খুব দর্শনাদি হ'ত, তা' সাদা চোখেও—রাস্তার টেলিগ্রাফ পোষ্ট, চাঁদমারী ইত্যাদি সব জ্যোতির্ম্ময়

দেখতাম। বাইরে সূর্য্য, আকাশ, আবার ভেতরেও অনন্ত নীল আকাশ এবং মধ্যাহ্ন-সূর্য্য একই কালে দেখতাম। রোদের মধ্যে বিনা ছাতায় খালি পায়ে চলেছি, কিন্তু তাতে কোনও অসুখ-অসুবিধা বোধ নাই, যেন বাইরের ও ভেতরের সূর্য্য উভয়ে মিলে আমাকে শীতল করেই রাখত। আনন্দে সময়-সময় ফেটে-গেলাম ফেটে-গেলাম হ'ত, কিন্তু ও-সবেতে বিশেষ আঁট ছিল না, ও-সব enjoy করবার বড় একটা ইচ্ছা ছিল না—আছে তো আছে, নাই তো নাই। আর, ভেতরে ও-সব অসাধারণ দেখাশোনার অবস্থায় এবং সাধারণ অবস্থায় সর্ব্বদাই একটা দ্বন্দ্বাতীত আত্মবোধ-রূপ আত্মানন্দ জেগে থাকতো, সেটাতেই মসগুল থাকা যেত; ও-সব vision আদি বা জগতের সুখ-দুঃখাদিতে তাই আঁট বাঁধতো না। আত্মবোধরূপ সে-আনন্দ একবার ভেতরে জেগে গেলে আর কিছুতেই তা' ছাড়ে না; তা' হাজার কষ্টেও সে-বোধ থাকেই। ধরুন, পা ভেঙ্গে গেছে, খুব যন্ত্রণাও feel করা যাচ্ছে, কিন্তু সেই যে আত্মবোধ-রূপ আনন্দ তাও আছে—ছাড়ে নাই। যন্ত্রণার অভিব্যক্তির সঙ্গে-সঙ্গে সেই আনন্দের ভাবও প্রকাশ হ'য়ে পড়ছে, পায়ের যাতনার কথা হয়তো গানের সুরে 'পায়ে বড় ব্যথা হয়েছে' ব'লে প্রকাশ করা হচ্ছে ইত্যাদি।"

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আশ্রমের উঠানে পূর্ব্বাস্য হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর চেয়ারে ব'সে আছেন। সম্মুখে তক্তপোষের উপর হীরালালদা, বিরাজদা প্রভৃতি ব'সে আছেন। আমি ভাণ্ডার-ঘর হ'তে লণ্ঠনে কেরোসিন তৈল পুরে নিয়ে আসছি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় ডেকে সামনে চৌকির ওপর বসতে বললেন। বসলে বললেন, "দুপুরের পরে শুয়ে আছি ঐ ঘরে (নিজের ছোট শোবার ঘরের কথা বললেন)। দেখছি, নারদ ঋষি এসেছেন—টক্‌টকে রং—যাকে বলে তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ। নারদ বলছেন, কৃষ্ণত্ব-গৌরাঙ্গত্বেও সুখ-দুঃখ আছে। আবার বলছেন, যার যত বিশ্বাসের গভীরতা, দৃঢ়তা—তার তত ঈশ্বর-জ্ঞান বেশী। আমি বলছি কী রকম? এর মধ্যে কিশোরী এসে কথা ক'য়ে উঠলো, আর নারদ চ'লে গেলেন; কথাটা শেষ হ'লো না। আচ্ছা, নারদের ও-কথার মানে কী?"

১১ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার—কলকাতা হ'তে Mr. J. N. Dutt, Bar-at-law, তাঁর কন্যা, স্ত্রী ইত্যাদি, খলিল রহমান, Income-tax Assessor,

কুষ্টিয়ার উকিল ত্রৈলোক্যনাথ সেন এবং আরও নানাস্থানের বহু ভক্ত দোল এবং Good Friday-এর বন্ধ পেয়ে গতকল্য হ'তে আশ্রমে আছেন। বাড়ী এবং আশ্রম লোকপূর্ণ। ভক্তগণ নানাস্থানে দুই-চারিজন, পাঁচ-সাতজন মণ্ডলী ক'রে-ক'রে ব'সে নানা আলোচনা করছেন। কেহ-কেহ গলাগলি ক'রে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, কোথাও বা ধর্ম্মগ্রন্থাদি সুরতান-সহ পাঠ হচ্ছে, সকলেরই সহাস্যবদন, সবাই এ সদানন্দময়ের সদনে আনন্দে-মাতোয়ারা হ'য়ে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বত্র ঘুরে-ঘুরে সকলকে সঙ্গ এবং নানারূপ উপদেশ ও আলিঙ্গনাদি দানে তৃপ্ত করছেন। তাঁতে কখনও বালকের ন্যায় চপল চটুলভঙ্গী, কখনও সখার ন্যায় সমপ্রাণতা, কখনও মাতার ন্যায় স্নেহ, কখনও পিতা ও উপদেষ্টার ন্যায় গুরুগম্ভীর ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। সন্ধ্যার পর লাইব্রেরীর পাশের compartment-এ যেখানে আমি থাকি সেখানে মেঝেয় মাদুর বিছান; আকুভাই (অবিনাশচন্দ্র অধিকারী, এম্-এ, বি-এল), ত্রৈলোক্যনাথ সেন (উকিল) ও আমি ব'সে আছি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার কোলে মাথা, আকুভাইয়ের কোলে শরীরটা রেখে শুয়ে আছেন। পূর্ব্বাকাশে রূপার থালার ন্যায় কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চন্দ্র উঠছে, ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্না আসছে, বারান্দায় অন্নদা দত্ত প্রভৃতি আরও অনেক ভাই ব'সে আছে। শুয়ে-শুয়ে নানা কথা বলছেন। বলছেন, "মনে হয় যেন হিমালয়ের ন্যায় পাহাড়ের valley-তে সাদা পাথরের বেদীর মত, তার চারিপাশ থেকে লতা উঠে সেটাকে বেশ ঘরের মত করেছে, চারিদিকে শ্বেতকরবীর মত সাদা ফুল ফুটে সুন্দর শোভা ক'রে রেখেছে; ওপরে পাহাড়ের গা থেকে ঝরণা বেরিয়ে পাশ দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে—সেখানে থাকতাম!" আবার কথা চলছে। উঠে ব'সে বলছেন, "দেখুন, ধ্যানাদিতে যে-সব vision আসে তা' অলীক ব'লে উড়িয়ে না দিয়ে সত্য ব'লে accept ক'রে নিয়ে enjoy করা মন্দ নয়; উড়িয়ে দিলে enjoy করা যায় না, আবার তাই ব'লে ওতে আসক্ত হওয়াও ভাল নয়। আর, প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই তো অলীক নয়, মনের এক-এক level-এ সত্যের এক-এক রকম বিকাশ। আমার কাছে কিছুই তো অসত্য ব'লে বোধ হয় না। একটা অবস্থার তুলনায় আর-একটা অসত্য বা অসৎ বলা মাত্র। যখন যে-অবস্থায় থাকা তৎকালে সেইটাই সত্য বা সৎ। সবই সেই সৎ বা সত্যের বিকাশ, কিছুই অসত্য বা অসৎ নয়।

পরিবর্ত্তনশীল সৎ মন এক-এক স্তরে উঠে সেই-সেই স্তরের দর্শনলাভ করে। যার বহু ভিন্ন-ভিন্ন স্তর দেখা আছে—সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম; আবার স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম প্রভৃতি, তার কাছে সবই সত্য। কেবল এক-এক অবস্থায় এক-একটা অনুভব, অন্যগুলি তৎকালে অনুভবের বাইরে, কিন্তু তা' ব'লে অসত্য নয়। এখন এই স্থূল জগৎ অনুভূতির বিষয় হ'য়ে আছে ব'লে এর চেয়ে সূক্ষ্ম জগৎ, সূক্ষ্ম দর্শন মিথ্যা বলতে পারা যায় না। আমার কেমন মনে হয় সবই সৎ, সবই সত্য। সত্যও সত্য, মিথ্যাও সত্য।

[ছয়]

সন ১৩২৮

আষাঢ়—শ্রীশ্রীঠাকুর গত কয়েক মাসাবধি বিষম জ্বরে ভুগতে থাকায় তাঁকে চিকিৎসার্থ কলকাতায় এবং পরে তথা হ'তে কার্শিয়ং লয়ে যাওয়া হয়। কার্শিয়ং-এ প্রায় মাসাবধি ডাক্তার R. L. Dutta-এর চিকিৎসাধীনে থেকে একটু সুস্থ হ'য়ে গত পরশু তারিখে বাড়িতে এসেছেন। তাঁকে দেখতে কুষ্টিয়া হ'তে সত্য দত্ত-সহ এখানে এসেছি! পদ্মাতীরস্থ সত্যেনদার ঘরের বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণাস্য হ'য়ে চেয়ারে ব'সে আছেন। পাশে একখানি চৌকির ওপর আমি ব'সে নানা কথা বলছি। সম্মুখে বর্ষায় ভরা পদ্মা ব'য়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হ'তে মৃদু-মৃদু শীতল বাতাস এসে শরীর জুড়াচ্ছে।

নানা কথা চলছে। আমি বললাম, গোপাল কর্ম্মকার সোনামুখীতে তসর কাপড়াদি কিনতে গিয়ে ঠাকুর হরনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে বর্ত্তমানে আপনাকে, জগদ্বন্ধুকে, দয়ানন্দকে ও অনুকূলচন্দ্রকে অবতার ব'লে প্রচার করা হচ্ছে! এর কোন্‌টা ঠিক? কে অবতার বা সকলেই অবতার হ'লে বড় কে? বা কে কিসের অবতার? প্রশ্ন শুনে ঠাকুর হরনাথ কিয়ৎকাল আকাশপানে স্থিরনয়নে চুপ ক'রে থেকে বলেছেন, "জগদ্বন্ধু, দয়ানন্দ বা আমি কেহই অবতার নই।' আপনার সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু-মৃদু হাসতে-হাসতে বললেন, "আমি ও-রূপ অবতার-টবতার নই। আমিও আপনাদের মতই। আমারও রোগ আছে, মৃত্যু আছে—সাধারণ মানুষের মত। আমি জানি, এক মহা-আমি, মহা-প্রাণ বা পরমাত্মা যা' বলেন তাই আছে। যতক্ষণ সেভাব থেকে বিযুক্ত থাকি ততক্ষণ আমি জীবই, যখন সেই মহা-আমি-ভাবে যুক্ত থাকি—মহা-আমি ব'লেই নিজেকে অনুভব করি তখন। যা' বলেন—অবতার, ঈশ্বর, পরমপুরুষ—তাই সাজে। সেই

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অবস্থায় থেকে যা' করা বা বলা হয় তাই ভগবদ্‌বাক্য বা কার্য্য। এরূপ ছাড়া কোন অবতারাদি এখানে নাই, বুঝলেন।'

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

[সাত]

সন ১৩৩১

২৫শে আষাঢ়—গতরাত্রে কুষ্টিয়ার Circle Officer, সাব্-ডেপুটি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উকিল যোগেন্দ্রনাথ সরকার-সহ steamer-এ রওনা হ'য়ে আজ প্রাতে আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে এলাম।

আমায় ধ'রে নিয়ে একাকী শাক্যদার ঘরে গিয়ে প্রথমেই বললেন—"ভেবেছিলাম, অশ্বিনীদার ওপর একটু রাগ করব কিন্তু এ-কাঠামো দিয়ে আর তা' পারা যায় না।" তারপর গত ছয় মাস কলকাতায় ছিলেন তখন C. R. Das এসেছিলেন, নাম নিয়েছেন; বিশ্ববিজ্ঞান-কেন্দ্রের ভার নিতে চেয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে যে-সব কথা হয়েছিল তাই বলছেন। বললেন, "দাশদাকে বললাম, আপনারা নিম্নজাতির জল চল করা ইত্যাদি যে movement করছেন ওটা এখন এই বাংলাদেশে আর তত বেশী দরকারী নয়, ও-তো প্রায় চ'লেই গেছে। এখন তো প্রায় সকলেই সকলের জল খায়, ছোঁয়; কেবল ওটা as of right assert না করলেই বড় কেউ একটা আপত্তি করে না। আর তা' না করাই ভাল। আস্তে-আস্তে আপনি-ই ওটা সহজ হ'য়ে যাবে। মাঝখান থেকে ও-নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া—right assert করতে গেলে কেবল একটা opposition invite করা হয় মাত্র। তার চেয়ে বেশী দরকারী হচ্ছে বিবাহ-সম্বন্ধে change আনা। Marriage-টাকে একটু flexible করা। পাত্র-পাত্রী according to their benign choice বিয়ে করতে পারে তবেই ভাল হয়। এখনকার মত গরুদান, ঘটিদান গোছের বিবাহ আর না থাকাই দরকার। ঐরূপ বিবাহ হ'লে প্রেম তাদের মধ্যে বেশী গাঢ় হবে এবং তার থেকে যে issue পাওয়া যাবে, তারা খুব সুস্থ, সবল, intelligent হবে। এইরূপ এখন করতে পারলে বিশ বছর পরে কতকগুলি brain-ওয়ালা যুবক পাওয়া যাবে। আর, তাদের দিয়ে খুব কাজ পাবার সম্ভাবনা।"

বিকালে আশ্রমের উঠানে নিমতলার বাঁধানো বেদীর উপর ধীরেনবাবুর কোলে মাথা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর শুয়ে আছেন। আমি কাছে ব'সে আছি। যোগেন সরকার ও আরও কয়েকটি ভাই আছে। বললেন—

"যে-সব widow-রা husband accept করেনি (অর্থাৎ অক্ষতযোনি) বা যাদের conception হয়নি, তাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া দরকার। দাশদাকে বলায় তিনি বললেন—'আপনি পারেন widow বিয়ে করতে?' আমি বললাম, আমার বিবাহের আবশ্যক নাই, তবে to set an example যদি দরকার হয় তাহ'লে in dozens পারি।"

আবার বললেন—'Moral character বলতে কী বোঝেন?'

আমি—আগে তাহ'লে morality বলতে কী বুঝি তাই বলতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Morality কাকে বলেন?

আমি—কতগুলি এমন বিধি-নিষেধ মানা যাতে greatest good পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Greatest good হ'লেই হবে না, যাতে এমন good আনে, আর স্থায়িত্ব বেশী এবং reaction-এ depression আনে না, সেইরূপ বিধি-নিষেধ মানাই morality, যেমন মদে কখনও-কখনও লোকের জীবন দান ক'রে greatest good আনতে পারে বটে, কিন্তু reaction-এ depression আনে ব'লে মদ্যপান morality-র বিরোধী। Morality মানে এমন নীতি যা' মেনে বা পালন ক'রে চললে existence-কে becoming-এর দিকে নিয়ে যায়। যা' মানুষের being and becoming-কে satisfy করে না তা' immoral নিশ্চয়ই।" একটু চুপ ক'রে আবার বললেন, "আবার অবস্থা-বিশেষে ঐরূপ-নীতি (morality) না-মানাই ধর্ম্ম। দেখুন, প্রতিজ্ঞাপালন সেকালে একটা খুব বড় নীতি ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে কুরুসমরে রথচক্ররূপ অস্ত্র ধারণ করেছিলেন—সে কিন্তু পরহিতায়। আর মজা দেখুন, সেকালের সবচেয়ে বড় moralist ও প্রতিজ্ঞাপালক ভীষ্ম ঐ দেখেই শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ ব'লে accept করেছেন তাঁর স্তোত্রে আছে। ভীষ্ম খুব fine calibre-এর লোক, তাই ওটা তখনই ধরতে পারলেন।

প্রতিজ্ঞাপালনরূপ নীতির সোনার শিকলেও শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ নহেন দেখতে পেলেন। অপরে হ'লে হয়তো নীতি বা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দাই করত। আর ভীষ্ম তাই দেখেই বলেছেন—তুমি ভগবান্!"